মাসিক

সরল পথ

মানব জীবনের পথ-প্রদর্শক

"নিশ্চয় আল্লাহ আমার ও তোমাদের সকলেরই রব।
সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর। এটিই সরল পথ।"
— আল কুরআন ১৯ : ৩৬

৫ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, জুমাদাল উলা-১৪৩৮, ফেব্রুয়ারী-২০১৭



মাসিক সরল পথ ও জমীয়াতে আহলে হাদীস পশ্চিম বাংলার অফিস মসজিদ
উমারপুর, ঘোড়াশালা, মুর্শিদাবাদ

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

সরল পথ

রেজিঃ নং ঃ WBBEN/2012/45211

৫ম বর্ষ ঃ ৯ম সংখ্যা
রবিউস্ সানী-জুমাদাল উলা ঃ ১৪৩৮ হিজরী
মাঘ-ফাল্গুন ঃ ১৪২৩ বাংলা
ফেব্রুয়ারী ঃ ২০১৭ ইংরেজি

সার্বিক যোগাযোগ ঃ
সম্পাদক, মাসিক সরল পথ
উমরপুর হাটতলা মসজিদ (দ্বিতল)
পোঃ-ঘোড়শালা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২২৩৫
মোবাইল ঃ ৯১৫৩০৪৪১৪১
সহ সম্পাদক ঃ ৯১৫৩২৩৫৮১৩

মূল্য ঃ প্রতি সংখ্যা-১৫ টাকা, বাৎসরিক- ১৭০ টাকা, বাৎসরিক সাধারণ ডাক যোগে - ২০০ টাকা।

ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজার ঃ (ডাকযোগেও পত্রিকা পেতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন)
জিয়াউর রহমান, ৮৯২৬৭৮৭৮৯৩, ৯৮০০৫৩৪২৪৩

কম্পিউটার টাইপ সেটিং ঃ
এস.এফ. প্রিন্টার্স, মোঃ- ৯৪৩৪৫৩১৯৫৭, ৯৭৩৫৭৭১৬৮৪
Email Id : sfprintersbld@gmail.com

সরল পথ এডুকেশনাল এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্টের পক্ষে সেখ হাবিবুল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Email Id : editorsaralpath@gmail.com
Website : www.saralpathtrust.com

সূচীপত্র **পৃষ্ঠা**

সম্পাদকীয়

সফলতার ভিত্তি প্রজ্ঞার ব্যবহার

মানুষ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। আল্লাহ্ হলেন মানুষের সৃষ্টিকর্তা, আহার দাতা, জীবন দাতা, মৃত্যু দাতা, পালন কর্তা, মাবূদ ও সর্বময় কর্তা। পার্থিব জগৎ ক্ষণস্থায়ী। আখেরাত চিরস্থায়ী। আখেরাতে যে জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পাবে এবং জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ পাবে, সেই হল প্রকৃত সফল (৩/১৮৫)। সুতরাং সৃষ্টির সেরা মানুষের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ আখেরাতের সফলতা অর্জন। আর এ জন্য আল্লাহ্‌র বাতলানো পথে অর্থাৎ সরল সঠিক পথে নিজেকে পরিচালিত করা এবং সাধ্যমত অন্যদেরকেও পরিচালিত হওয়ার জন্য আহ্বান করা জীবনের পাথেয় হওয়া একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। সত্য জানার ও সফলতা অর্জনের অদম্য প্রেরণা থেকেই মানুষ এ শক্তি অর্জন করতে পারে। আর মানুষের মনে তখনই এ প্রেরণার সঞ্চারিত হয় যখন সে আল্লাহ্ প্রদত্ত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়গুলির যথাযথ ব্যবহার করে।

আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সল্লাম) একবার একটি সোজা দাগ টানলেন এবং বললেন, এটা আল্লাহ্‌র পথ। তার ডানে বামে আরো কতকগুলি দাগ টানলেন এবং বললেন, এসব পথের প্রতি শয়তান আহ্বান করে (মিশকাত ১৬৬)। এগুলো শয়তানের পথ। শয়তান নানান কৌশলে মানুষকে সিরাতে মুসতাকীম বা সরল পথ থেকে বিচ্যুত করতে সর্বদা যারপরনাই চেষ্টা চালায়। সুতরাং মানুষ যেন অসংখ্য বিভ্রান্ত পথের মধ্যে থেকেও শয়তানের চক্রান্ত মুক্ত হয়ে সরল সঠিক পথ খুঁজে পায়, তার জন্য মানুষকে আল্লাহ্ দিয়েছেন জ্ঞান, বিবেক ও বোধশক্তি। দিয়েছেন তাকে হক-না হক, ধর্ম-অধর্ম, ন্যায়-অন্যায়, সঠিক-বেঠিক এবং সত্য-অসত্যের মধ্যে পার্থক্য করার প্রজ্ঞা। প্রয়োজন কেবল উন্নত মানসিকতা, স্বচ্ছ ভাবনা, গবেষণামূলক দৃষ্টি এবং সত্য জানার অদম্য প্রেরণা। যুগে যুগে কিছু মানুষ নিজের বিবেক-বুদ্ধির যথাযথ ব্যবহার করে সামাজিক বিধি নিষেধের উর্দ্ধে এসে মহান আল্লাহ্‌র বাতলানো পথে নিজেকে পরিচালিত করে ধন্য হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হতে থাকবে ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব ও তাঁর মহত্ব তাঁর সৃষ্টি নৈপুণ্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা দিগন্তে ও মানুষের সৃষ্টির কলা কৌশলে অসংখ্য এমন নিদর্শন রেখেছেন যা থেকে একজন ভাবুক ও গবেষক মহান আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও ক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারবে। মানুষের বিবেককে জাগ্রত করার জন্য আল্লাহ্ কুরআনে বহু জায়গায় বলেন, মানুষ কি তার বিবেকের ব্যবহার করবে না? একজন গবেষক ও সত্যান্বেষী মানুষ নিরপেক্ষ মন নিয়ে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করলে, রাত ও দিনের পরিবর্তন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে, মহাকাশ নিয়ে গবেষণা করলে, সর্বোপরি নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ভাবনা নিয়ে গবেষণা করলে, সে মহান আল্লাহ্‌র অনির্বচনীয় মহিমা অবলোকন করবে। জন্মাবে তার মনে আল্লাহ্‌র প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও ভক্তি। তখনই সে মন খুলে ও খোলা মনে বলতে বাধ্য হবে, ''হে আমাদের রব! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করোনি, তুমি পুত পবিত্র। সুতরাং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা কর।'' হে আমাদের রব! নিশ্চয় তুমি যাকে আগুনে প্রবিষ্ট করবে, অবশ্যই তুমি তাকে অপমানিত করবে। যালিমদের কেউ সাহায্যকারী নেই।'' ''হে আমাদের রব! নিশ্চয় আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি এই বলে আহ্বান করতে শুনেছি — তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনো। তাই আমরা ঈমান এনেছি।'' ''হে আমাদের রব! তুমি আমাদের অপরাধসমূহ মার্জনা কর, আমাদের মন্দ কর্মগুলি মুছে দাও এবং পূণ্যবানদের সঙ্গী করে আমাদের মৃত্যু দিও।'' ''হে আমাদের রব! তুমি তোমার রসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, তা আমাদেরকে দাও এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে অপমানিত কর না। নিশ্চয় তুমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর না'' (৩/১৯১-১৯৪)।

পিতামাতা চান সন্তান তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি জ্ঞাপন করুক, স্বামী চায় তার স্ত্রী বিনয়িনী ও আনুগত্যশীলা হয়ে থাকুক, গুরু চায় শিষ্য তার আনুগত্য করুক, মালিক চায় তার কর্মচারী হুকুমের গোলাম হয়ে থাকুক, সমাজ নেতা চায় তার অনুসারীরা তাকে অনুসরণ করে চলুক এবং রাজা চায় তার প্রজারা তার হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করুক। অনুরূপভাবে জগতসমূহের রব মহান আল্লাহ্ও চান তাঁর সৃষ্টি একমাত্র তাঁর প্রতিই বিশুদ্ধ ভক্তি ও আনুগত্য জ্ঞাপন করুক। প্রতিটি ক্ষেত্রেই উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের হুকুম ও নির্দেশ পালন কাম্য ও বাধ্যতামূলক এবং একমাত্র এই নীতির অনুসরণের মাধ্যমেই প্রকৃত সুশীল সমাজ গঠন করা সম্ভব। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় মানুষ সকল ক্ষেত্রে উর্দ্ধতনের আদেশ পালনকে যুক্তিযুক্ত মনে করলেও জগৎ স্রষ্টার নির্দেশ পালন তো দূরের কথা তাঁর অস্তিত্বকেই খণ্ডন করার জন্য নিজের বুদ্ধির সেরাটুকু উজাড় করে দিতে বিন্দুমাত্র কসুর করে না। অত্যন্ত লজ্জা ও হাস্যকর বিষয় এই যে, বিশ্বজগতের কোটি কোটি অমানবীয় জীব ও জড় পদার্থ আল্লাহ্‌র নির্দেশ হুবহু পালন করে সৃষ্টির সেরা মানুষেরই সেবা করে চলেছে অথচ মানুষ নিজের বিবেক-বুদ্ধির যথাযথ ব্যবহার না করে নিজেদের অকৃজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে সেরা শিরোপায় কালিমা লেপন করেই চলেছে। আল্লাহ্ তাআলা এদেরকেই চতুষ্পদ পশু থেকেও বেশি বিভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন (৭/১৭৯)।

হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের বিবেককে জাগ্রত কর এবং আমাদের তোমার পথের সন্ধান দাও — আমীন

দারসে কুরআন (কুরআনের পাঠ)

অন্যদের ক্ষমা করুন, আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করবেন

আব্দুল্লাহ্ সালাফী

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও সম্পদের অধিকারী তারা যেন নিকট আত্মীয়, অভাবী ও আল্লাহ্র পথে হিজরতকারীদেরকে সাহায্য না করার কসম না খায়, তারা যেন তাদের অপরাধ ও বিচ্যুতিকে ক্ষমা করে ও (বিষয়গুলি) কে উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাওনা যে আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুক, আল্লাহ্ বড় ক্ষমাশীল ও অতি দয়াবান (সূরাতুন্ নূর ২২)।

এই আয়াতটি আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। যখন তাঁর দুহিতা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সম্পর্কে মুনাফিকদের চক্রান্তে ব্যভিচারের গল্প ফাঁদানো হয়েছিল। ঘটনাটি ছিল ৬ষ্ঠ হিজরীর। বানুল মুস্তালিক যুদ্ধে তাঁর অর্ধাঙ্গিনী আয়েশা তাঁর সফর সঙ্গীনি ছিলেন। তিনি পেস্রাব-পায়খানা হেতু নির্জনে গেলে সেখানে তাঁর গলার হার হারিয়ে যায়। ইত্যবসরে যুদ্ধ হতে ফেরত আসার কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হারের খোঁজে পুনরায় সম্ভাব্য স্থানে যান। এদিকে কাষ্ঠ নির্মিত হাওদা' যাতে পরদার সাথে সুরক্ষিত অবস্থায় সম্ভ্রান্ত মহিলাদের যাতায়াত হত তা উটের পৃষ্ঠে উঠিয়ে নিয়ে মদীনা প্রত্যাবর্তন করা হয়। এ কাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ টের পাননি যে, হাওদার অন্দরে মানবী নেই। কারণ হিসাবে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) স্বয়ং ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, সে সময় তিনি অল্প বয়সী, হালকা গঠনের নারী ছিলেন।' মদীনায় খালী হাওদা' ফিরলে তা নিয়ে জল্পনার জাল বুনতে শুরু করে মুনাফিক নেতৃবৃন্দ। পরক্ষণে যখন তিনি সাফওয়ান বিন মুআত্তালের উঠের পিঠে আরোহীত অবস্থায় মাদীনাহ ফিরলেন তখন রটিয়ে দেওয়া হল যে তাদের অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। সহীহ্ বর্ণনানুযায়ী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হার খুঁজে পেয়ে যখন ফিরে এলেন, দেখেন ময়দান শূন্য। যুদ্ধ ফেরতকালীন কোনো কিছু ছুটে যাচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে ফিরে আসার জন্য কাউকে দায়িত্ব অর্পণ করা হত। সে অনুযায়ী আলোচ্য যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে এই দায়িত্ব অর্পিত হয় সাফওয়ানের উপর। আয়েশা এই অন্তিম ব্যবস্থাপনার প্রতি আশাবাদিনী হয়ে মুখমণ্ডল সহ সমস্ত শরীর আবৃত করে শুয়ে পড়েছিলেন। পরিশেষে সাফওয়ান নিজে পদব্রজে ও আয়েশা উষ্ট্র পৃষ্ঠে ফিরেন।

মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রে আবূ বাক্রের খালাতো ভাই মিসতাহ বিন উসাসাহ্ এই অপপ্রচারে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। সিদ্দীকে আকবার আবূ বাক্র তাঁকে আর্থিক ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। কিন্তু তিনি যখন নিজের সহযোগীর কন্যা তথা রসূলের বিবির বিরুদ্ধে মুনাফিকদের চালে নিজেকে ফাঁসিয়ে ফেলেন, তখন তিনি ক্ষুব্ধ হন ও কসম খেয়ে ফেলেন যে তিনি মিসতাহ্কে আর সাহায্য করবেন না। আল্লাহ্ এতে অসন্তুষ্ট হন এবং আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করে সমস্ত বিত্তবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের এবং যারা অন্যের প্রতি যে কোনো প্রকারে সহযোগিতা করে থাকেন, তাদের সকলকেই সতর্ক করেন যে, আল্লাহ্ সমস্ত সৃষ্টি জীব বিশেষত মানুষদের জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণ দিয়ে সহযোগিতা করেন, হাজারো অন্যায় করা সত্বেও তিনি তা বন্ধ করেন না। মানুষ মাত্রই ভুল করে। যদি আল্লাহ্ ভুলের জন্য সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নিতে শুরু করেন তাহলে জীবন দুর্বিসহ হয়ে যাবে। যেহেতু আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়াবান সেজন্য তিনি ক্ষমা করতে জীবনের উপকরণের সরবরাহ অব্যাহত রাখেন। আল্লাহ্ বলেন, তোমরা কি পছন্দ কর না, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন ও তোমাদের দুষ্কর্মকে উপেক্ষা করুন।' আয়াতের মধ্যে সুখবর একটাই যে, কোনো ব্যক্তি তার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের ক্ষমা করলে মহান আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন। বলা বাহুল্য মানব জীবনের এটাই সব চাইতে বড় সফলতা যে, মহান স্রষ্টা তাকে ক্ষমা করবেন। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছিলেন, আল্লাহ্র কসম ! হে আমাদের রব ! আমরা চাই যে, তুমি আমাদের ক্ষমা করো।' অতঃপর বলেছিলেন, মিসতাহ্র প্রতি সহযোগিতার হাত কোনোদিনই টেনে নিব না।' উক্ত আয়াতের তাফসীর সূরা নূর, তাফসীর ইবনু কাসীরে দ্রষ্টব্য। আল্লাহ্ ভাল-মন্দ-গুণ দিয়ে মানুষকে

সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে চিহ্নিত করার ও গ্রহণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। এটাই হল মহান আল্লাহ্‌র পরীক্ষা। কেউ যদি মন্দাবলম্বনের মাধ্যমে সমাজে তথা ব্যক্তির সাথে দুর্ব্যবহার করে, তাহলেও তার সাথে পার্থিব সাহায্য সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে হবে। হতে পারে সে কোনোদিন ভাল পথে ফিরে আসবে। রসূলুল্লাহ্‌ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

اَلْـمُـؤْمِـنُ الَّذِىْ يُخَالِطُ النَّاسَ وَ يَصْبِرُ عَلٰى اَذَا هُمْ اَعْظَمُ أَجْـرًا مِـنَ الْمُؤمِنِ الَّذِىْ لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَ لَا يَصْبِرُ عَلٰى اَذَاهُمْ.

যে মু'মিন মানুষের সাথে মেশে ও তাদের কষ্টদায়ক আচরণে ধৈর্য্যাবলম্বন করে সে ওই মুমিন হতে বেশি পুন্যবান যে লোকেদের সাথে মেশে না ও তাদের কষ্টদায়ক আচরণে ধৈর্য্যাবলম্বন করে না (সুনানুব্‌নু মাজাহ্‌, হাদীস সহীহ্‌ ৪০৩২, তিরমিযী ২৫০৭)।

উল্লেখ্য যে, হাদীসে الناس শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থই হচ্ছে উল্লিখিত আচরণ মুসলিম, অমুসলিম সমস্ত মানুষের সাথে চালু রাখতে হবে। আল্‌ কুরআনেও উক্ত মর্মে একাধিক স্থানে বিস্তারিত ভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। সূরাতুল বাক্বারাহ্‌ ১৭৭ নং আয়াত দ্রষ্টব্য।

বিশেষ করে কোনো মুসলিম দ্বারা কোনো ত্রুটি হয়ে গেলে সেটাকে গোপন করাটাই হচ্ছে মহান ব্যক্তির পরিচয়। এতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গাল অর্জিত হয়। রসূলুল্লাহ্‌ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ.

যদি কেউ কোনো মুসলিমের ত্রুটিকে গোপন করে, (প্রচারের আলোতে আসতে না দেয়) আল্লাহ্‌ তার দোষসমূহকে ইহকাল ও পরকালে গোপনে রাখবেন (হাদীস সহীহ্‌, সুনানুব্‌নু মাজাহ্‌ ২৫৪৪)।

অন্যের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে সংলাপ ব্রেক করা ও সালাম না দেওয়াটাও ইসলামে গর্হিত অপরাধ। রসূলুল্লাহ্‌ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

لَا يَـحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَّهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هٰذَا وَ يَصُدُّ هٰذَا وَ خَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ.

কোনো মুসলিমের জন্য হালাল নয় যে সে তিন দিনের অধিক অন্য কোনো মুসলিমের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে রাখবে। দু'জনের সাক্ষাৎ হলে একজন একদিকে অন্যজন অপরদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। দু'জনের মধ্যে সেই উত্তম যে প্রথম সালাম করে (হাদীস সহীহ্‌, বাবু কারাহিয়াতিল হাজ্‌রি লিল মুসলিম, তিরমিযী ১৯৩২)।

একজন মুসলিম অন্য মুসলিমের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাটাকে আল্লাহ্‌র রসূল সদাকাহ্‌র মধ্যে গণ্য করেছেন। তিনি বলেন, কোনো পুন্যকে তুচ্ছ জ্ঞানে দেখবে না। যদিও সেটা স্বীয় ভায়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা হয় (সহীহ্‌ মুসলিম, ১৪৪, হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাটা উত্তম এই অধ্যায়ে)।

যদি অন্যান্য মানুষ বিশেষত মুসলিমদের বিষয়ে আল্লাহ্‌র রসূলের পরামর্শ ও নির্দেশ এমনটি হয় যা এ যাবৎ অনুসরণ করে আসছেন, তাহলে বলুন নিজের স্ত্রী-পুত্র-সহোদর ভ্রাতা-ভগ্নী ইত্যাদির সাথে আচরণটা কেমন হতে হবে? যারা কোনো ব্যক্তির চতুর্পার্শ্বে বসবাস করে তারা দূরের তুলনায় ক্ষমা ও ভাল ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার। রসূলুল্লাহ্‌ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

مَـنْ كَـانَ يُـؤْمِـنُ بِـالـلّٰـهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَـارَهٗ.

যার আল্লাহ্‌র প্রতি প্রকৃত ঈমান আছে এবং পরকালে হিসাবের সম্মুখীন হওয়ার বিশ্বাস আছে, সে যেন নিজের পার্শ্বস্থ লোকেদের কষ্ট না দেয় (সহীহুল বুখারী ৬-১৮)।

সুতরাং আমরা আল্লাহ্‌র করুণা, ক্ষমা-মার্জনা এবং ইহ-পারলৌকিক লাভের আশায় অন্যদের অসদাচরণ, দুর্ব্যবহার এবং ত্রুটি বিচ্যুতি সমূহকে ক্ষমা করে দেওয়ার মানসিকতা গ্রহণ করত সমাজ সোসাইটিকে শান্তির আবাস স্থলে পরিণত করার নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রাখবো— ইনশা-আল্লাহ্‌।

আল্লাহ্‌ আমাদের ক্ষমা করুন, তিনি আমাদের হৃদয়কে কলুষ মুক্ত, উদার ও কোমলতা দ্বারা পরিপূর্ণ করুন — আমীন।

এ বিষয়ে নাবিয়্যুনা মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হচ্ছেন আমাদের উত্তম মডেল ও নমুনা আসুন আমরা আল্‌ কুরআনের আলোকে তাঁর মূল্যায়ণ করি ও বরণ করি।

দারসে হাদীস (হাদীসের পাঠ)

কিয়ামাতের কতিপয় পূর্ব লক্ষণ

আতাউর রহমান সালাফী

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا لاَ يُحَدِّثُكُمْ اَحَدٌ بَعْدِىْ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : " مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ : اَنْ يَّقِلَّ الْعِلْمُ وَ يَظْهَرَ الْجَهْلُ وَ يَظْهَرَ الزِّنَا وَ تَكْثُرَ النِّسَاءُ وَ يَقِلَّ الرِّجَالُ، حَتّٰى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ اِمْرَاَةً اَلْقَيِّمُ الْوَاحِدُ "

আনাস বিন মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে এমন এক হাদীস বর্ণনা করবো যা আমার পরে কেউ বর্ণনা করবে না। আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, ''কিয়ামাতের পূর্বলক্ষণের কয়েকটি হল — বিদ্যা কমে যাবে, অজ্ঞতা ছড়িয়ে পড়বে, ব্যভিচার প্রকাশ পাবে, মহিলা অধিক হবে এবং পুরুষ কমে যাবে, এমনকী পঞ্চাশজন মহিলার জন্য একজন পুরুষ পরিচালক হবে'' (বুখারী, জ্ঞান পর্ব, বিদ্যা উঠিয়ে নেওয়া ও অজ্ঞতার প্রকাশ অধ্যায়, হাদীস নং ৮১)।

এ মহাজগৎ একদিন সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। ধ্বংস সাধনের চূড়ান্ত দিনের ভয়াবহ বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এসেছে। ধ্বংস সাধনের চূড়ান্ত দিন সম্বন্ধে আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সহ কোনো নাবীই জানতেন না। এ দিনক্ষণ একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, ''হে মুহাম্মাদ, তোমাকে তারা জিজ্ঞাসা করছে কখন কিয়ামাত সংঘটিত হবে? তুমি বলে দাও, এ বিষয়ের জ্ঞান আমার প্রভুর রয়েছে। একমাত্র তিনিই এর নির্ধারিত সময়ে তা প্রকাশ করবেন। তা হবে আকাশ সমূহ ও পৃথিবীতে এক ভয়ংকর ঘটনা। তোমাদের উপর তা আকস্মিকভাবেই আসবে। তোমাকে তারা জিজ্ঞাসা করে এই ভেবে যে, তুমি যেন এ বিষয়ে পুরোপুরি অবগত। তুমি বলে দাও, এ সম্পর্কে জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে; কিন্তু অধিকাংশ লোকই এ সম্পর্কে জ্ঞান রাখেনা'' (৭/১৮৭)।

এ চূড়ান্ত দিন হঠাৎ এসে হাজির হবে একথা যেমন সকলের জানা উচিৎ, তেমনি একথাও জানা উচিৎ যে, এর পূর্বে বহু লক্ষণ প্রকাশ পাবে।

বক্ষমান হাদীস কিয়ামাতের পূর্বলক্ষণ বর্ণনাযুক্ত হাদীস সমূহের অন্যতম। এ হাদীসে মাত্র পাঁচটি লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। লক্ষণগুলি অনুবাদ দ্বারা স্পষ্ট হলেও একটু বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিক মনে করছি, যাতে আল্লাহ্ভীরুরা লক্ষণগুলি সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন। সুযোগ গ্রহণ করতে সক্ষম হন চূড়ান্ত দিনের পূর্বেই আল্লাহ্র সবুজ তালিকায় নাম নথিভুক্ত করণের।

(১) বিদ্যা কমে যাবে ঃ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কিয়ামাতের পূর্ব লক্ষণ হিসাবে বলেন, ''বিদ্যা কমে যাবে।'' আমরা লক্ষ্য করছি সময় যত অতিবাহিত হচ্ছে উত্তরোত্তর বিদ্যার তত উন্নতি হচ্ছে। ঘাটতির কোনোই প্রশ্ন নেই। আজ হতে বিশ বছর পূর্বে মানুষের কল্পনায় ছিলনা এমন বহু বিদ্যা আজ শুধু কল্পনা নয় বরং বাস্তবে রমরমিয়ে বাজারে চলমান। মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি ও প্রযুক্তির উন্নতি দেখে পরবর্তী বিশ বছরের মাথায় পৃথিবীর অগ্রগতি কোথায় গিয়ে পৌছাবে আমরা কেউই সঠিক ধারণা দিতে পারছিনা, তবে আঁচ করতে পারছি যে অনেক অনেক উন্নতি সাধিত হবে। আর এ কথা স্পষ্ট যে, পৃথিবীর বয়স যত বাড়ছে কিয়ামাত তত এগিয়ে আসছে। কিয়ামাত যখন এগিয়ে আসছে তখন হাদীসের অর্থানুযায়ী বিদ্যার ঘাটতি হওয়া উচিৎ ছিল, কিন্তু বাস্তব এর উল্টো। তাহলে, হাদীসের এ বিদ্যা কোন্ বিদ্যা? আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনের যত জায়গায় বিদ্যার কথা, জ্ঞানের কথা বলেছেন, সর্বত্রই তাঁকে চেনা, তাঁর দ্বীনকে জানা ও তদানুযায়ী আমল করাকেই বুঝিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, ''তুমি জেনে নাও যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো সত্য মাবূদ নেই এবং ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার ত্রুটির জন্য এবং মুমিন নরনারীদের জন্য (৪৭/১৯)। একমাত্র উলামারাই আল্লাহ্কে ভয় করে (৩৫/২৮)। নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং দিন রাতের পরিবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে স্পষ্ট নিদর্শন। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে আর বলে যে, হে আল্লাহ্! আপনি এটা বৃথা সৃষ্টি করেননি, আপনি পবিত্রতম অতএব আমাদের জাহান্নাম হতে রক্ষা করুন (৩/১৯০-১৯১)।'' কাজেই হাদীসের এ বিদ্যা হল দ্বীনী বিদ্যা। আল্লাহ্কে ভয় করার বিদ্যা। মানুষকে মানবিকতা দানের বিদ্যা।

এ বিদ্যা কীভাবে কমে যাবে? এ বিষয়ে মহানাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''আল্লাহ্ তাআলা বান্দার নিকট থেকে বিদ্যা আকস্মিকভাবে ছিনিয়ে নিবেন না। বরং ওলামাদের উঠিয়ে বিদ্যা উঠিয়ে নিবেন। এমতাবস্থায় যখন আলেম বাকী রাখবেন না, জনসাধারণ মূর্খদের পরিচালক হিসাবে গ্রহণ করবে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। ইল্ম ছাড়া ফাত্ওয়া দিবে। নিজে পথভ্রষ্ট হবে ও জনসাধারণকেও পথভ্রষ্ট করবে (বুখারী, অধ্যায় ঃ বিদ্যা কীভাবে উঠিয়ে

নেওয়া হবে, হাদীস নং ১০০; মুসলিম, অধ্যায় বিদ্যা উঠিয়ে নেওয়া ও মূর্খতার প্রকাশ, হাদীস নং ২৬৭৩)।

(২) অজ্ঞতা ছড়িয়ে পড়বে ঃ কিয়ামতের চূড়ান্ত মুহূর্ত সংঘটিত হওয়ার পূর্বের অপর এক লক্ষণ হল অজ্ঞতা ছড়িয়ে পড়বে। এ অজ্ঞতাও হল দ্বীন বিষয়ে অজ্ঞতা। প্রথম লক্ষণ বিদ্যা কমে যাওয়ার আবশ্যিক ফলাফল হল অজ্ঞতা ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহ্ তাআলা ক্রমশঃ উপযুক্ত আলেমদের উঠিয়ে নিচ্ছেন। ফলস্বরূপ বিদ্যা যেমন কমে যাচ্ছে তেমনি দ্বীন বিষয়ে অজ্ঞতা ও মূর্খতা ছড়িয়ে পড়ছে। এর ফল আমরা পর্যবেক্ষণ করছি। দ্বীনী বিষয়ে বর্তমানে চলছে এক চরম দৈন্য দশা। যেন পৃথিবীর বুকে মূর্খতার ঢল নেমেছে। আর পাঁচটি বিষয়ের মতো বর্তমান আর্থিক ও প্রযুক্তির উন্নতির হাত ধরে দ্বীনী বিদ্যায় যথেষ্ট উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। প্রচার-প্রসার হয়েছে সহজতর। অল্প সময়ে অল্প ব্যয়ে বহু শ্রমসাধ্য বিষয় আয়ত্ব হচ্ছে অনায়াসেই। তবুও দ্বীনী বিদ্যার ক্ষেত্রে অবনতি দিন দিন বেড়েই চলেছে। দ্বীন বিষয়ে দক্ষ ও নিষ্ঠাবান আলেমের চলছে চরম অভাব। একজন যোগ্য আলেম বিদায় নিলে শূন্যস্থান পূরণই হচ্ছে না। দু-দশ জন যোগ্য আলেম নেই তা নয়। তবে জনসংখ্যা ও প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। দ্বীনী প্রতিষ্ঠানগুলি ধুঁকছে উপযুক্ত আলেমের অভাবে। হণ্যে হয়েও পূরণ হচ্ছে না শূন্যতা। অপরদিকে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্রদের মনমানসিকতা দেখে মনে হচ্ছে এ ছাত্রগুলি শিক্ষক হওয়ার বয়সে এসে পৌঁছালে প্রতিষ্ঠানগুলি হয় তো বন্ধই হয়ে যাবে। যেমন আমাদের শিশু বয়সে দেখা মক্তবে কুরআন শিক্ষার পদ্ধতি আজ প্রায় বন্ধ। মায়েদের দ্বারা কুরআনের তেলাওয়াত আজ উঠেছে শিকেয়, যদিও মক্তবের হাজারো বিকল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু হয়েছে। দ্বীনী বিদ্যায় এমন দৈন্যতা শুরু হয়েছে যে, হাজারো গ্রামে ব্যরিষ্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর ইত্যাদি পার্থিব পারদর্শী যথেষ্ট সংখ্যায় রয়েছে, কিন্তু দেখা নেই একজন দ্বীনী আলেমের। জুমআর খুত্বাহ্ তো দূরের কথা সাধারণ স্বলাতে ইমামের যোগ্য একজন ব্যক্তিও নেই। দাবীতে পাকা ঈমানদার, দ্বীনী তর্কে মুফতীর সমকক্ষ, মানেনা কুরআন, জানেনা কালেমাও, জুমআ ছাড়া মাড়ায়না মাসজিদের চৌহদ্দী এমন লোকেরাই সমাজের নেতা। এদের দাপটে হায়ার হয়ে আসা ইমাম সাহেবের গুটিয়ে থাকারই চলছে রীতি। এহেন পরিস্থিতিকে দ্বীনী বিদ্যার ঘাটতি ও মূর্খতার ছড়াছড়ি ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে?

পার্থিব বিদ্যায় উত্তরোত্তর যত উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে, তারই হাত ধরে সমান তালে এগিয়ে চলছে মূর্খতা সূচক অপকর্ম। কারণ তা মানবিকতার বিদ্যা নয়। মানবতা বিরোধী সকল অপকর্মে ব্যবহৃত হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি। ফলে — খুন, রাহাজানি, চুরি, ঘুষ, ধোঁকাবাড়ি, ব্যভিচার, ধর্ষণ, শিশু ও মানব পাচার এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যা ইসলাম পূর্ব অজ্ঞতার যুগকেও হার মানিয়ে দেয়।

(৩) ব্যভিচার প্রকাশ পাবে ঃ এ হাদীসে বর্ণিত কিয়ামাতের তৃতীয় পূর্ব লক্ষণটি হল 'ব্যভিচারের প্রকাশ'। ব্যভিচার শুধু শরীআতেই নয়, আন্তর্জাতিক ভাবেও অপরাধের। এ এমনই এক অপরাধ যা মানুষকে পশুর সমসারিতে নামিয়ে দেয়। তবুও এ অপরাধকে দেওয়া হচ্ছে আইনী স্বীকৃতি। সকল মহানগর তো বটেই ছোটো শহরেও এ অপকর্মের কলোনী বিদ্যমান। ভদ্রবেশে হোটেলের নামে অন্দরে চলে এ নোংরা ক্রিয়াকলাপ, যা সকলেরই জানা।

দৈনন্দিন জীবনে নারীপুরুষে অবাধ মেলামেশা ও অর্ধ উলঙ্গ পোশাকের যে চিত্র তা ব্যভিচারকে স্বাগতম জানায়। ফলস্বরূপ সামাজিক জীবন আজ বিপর্যস্ত।

এ ব্যভিচার বর্তমানে এমনই বাজার পেয়েছে যে, এ কুকীর্তি প্রচার করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তিই এক নম্বর হাতিয়ার। ইন্টারনেট, মোবাইলের মাধ্যমে অপরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে এ অপকর্মের প্রতি বিনা বাধায়। পরিস্থিতি এত জটিল যে, এ অপকর্মের ভিডিও থেকে শিশুদেরও সুরক্ষা দেওয়ার পথ একেবারে শেষ প্রান্তে এসে হাজির। কিয়ামাতের পূর্ব লক্ষণ এ ব্যভিচার আজ পূর্ণ মাত্রা পেয়েছে। ফলে মানুষ স্বাভাবিকত্ব হারিয়ে সীমানা অতিক্রম করে সমকামের মত অস্বাভাবিক পন্থাকেও স্বীকৃতি দিতে আইনী লড়াইয়ে প্রস্তুত। সব মিলিয়ে বলা যায় ব্যভিচারের বাজার যদি এর চাইতে বেশি মাত্রা পায় তবে দার্সে হাদীসের লেখক, পাঠকবর্গ তো বটেই অন্য সাধারণ মানুষেরও বেঁচে থাকা দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। যার অপর অর্থ কিয়ামাত সংঘটিত হওয়াই অধিক প্রাসঙ্গিক।

(৪/৫) মহিলা অধিক হবে ও পুরুষ কমে যাবে ঃ প্রায় সমহারে পুরুষ ও মহিলার উপস্থিতি আল্লাহ্‌র দেওয়া এক সাধারণ নিয়ম। এ সাধারণ নিয়ম লংঘিত হয়ে কিয়ামাতের পূর্ব মুহূর্তে যা ঘটবে তা হল মহিলার সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে। পুরুষের অনুপাত কমে মহিলার অনুপাত ৪ (চার) গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেলে পৃথিবীর ভারসাম্য ঠিকই থাকবে। কেননা মহান আল্লাহ্ একজন পুরুষকে ৪ (চার) জন পর্যন্ত স্ত্রী রাখার অনুমতি প্রদান করেছেন (৪/৩)। কিন্তু হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী একজন পুরুষের পরিচালনায় পঞ্চাশজনও মহিলা থাকবে। এ সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ মহিলার জন্মহার বৃদ্ধি না অন্য কিছু এ বিষয়ে এ হাদীসে স্পষ্ট কোনো বর্ণনা বা ইঙ্গিত নেই। কাজেই এ মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি কন্যা জন্মহার বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে হতে পারে বা অন্য কারণেও হতে পারে।

নারী পুরুষের আনুপাতিক যে সমীক্ষা পেশ করা হয় তাতে সব সময়ই দেখা যায় পুরুষের সংখ্যা বেশি। আমাদের চারপাশের

বর্তমানে নারীর সংখ্যা দেখে এ রিপোর্ট আমাদেরকে ভাবায়। আমরা সমীক্ষা না চালালেও পারিবারিক সমীক্ষা বা পাশাপাশি নারীর সংখ্যা দেখে যা আঁচ করি তাতে মহিলার সংখ্যাই বেশি। আমি এ বিষয়ে জনা পঞ্চাশের সমীক্ষা করে দেখেছি, তাতে নারীর সংখ্যাই বেশি হয়েছে।

হাদীসের অর্থের প্রতি মনযোগ দিলে যে কথা ফুটে উঠে তা হল — নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এ সংখ্যা বৃদ্ধি এমন হবে যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে পঞ্চাশজন মহিলা মাত্র একজন পুরুষের পরিচালনায় থাকবে। বিশ্ব পুরুষের তুলনায় বিশ্ব নারীর সংখ্যা পঞ্চাশ গুণ হবে এমন নয়। কাজেই কিয়ামাতের পূর্ব লক্ষণ, নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি আমরা লক্ষ্য করছি এতে কোনো সন্দেহ নেই।

নারী সংখ্যা বৃদ্ধি এবং পঞ্চাশ জন পর্যন্ত একজন পুরুষের পরিচালনায় থাকার অপর একটি পরিস্থিতি আমরা স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করছি। তা হল যুদ্ধ বিগ্রহ। যেমন রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''কিয়ামাত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না বিদ্যা ছিনিয়ে নেওয়া হবে, ভূমিকম্প অধিক হবে, সময় দ্রুত অতিবাহিত হবে, ফিৎনা ফাসাদ ছড়িয়ে পড়বে, হত্যা দ্বন্দ্ব বেশি হবে, তোমাদের সম্পদ এত অধিক হবে যে গড়ে বেড়াবে'' (বুখারী, হাঃ নং ১০৩৬)।

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট যে, ফিৎনা ফাসাদ, যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে হত্যা দ্বন্দ্ব বেশি হবে। ফলে জন্মহার সমানুপাতে হলেও পুরুষ অধিক হারে মারা যাওয়ার কারণে মহিলার সংখ্যা বেড়ে যাবে। বর্তমানে বিশ্বের শত শত জায়গায় এ দ্বন্দ্ব বিরাজমান। তথাকার বাস্তব পরিস্থিতির রিপোর্ট আমরা খুব সামান্যই পাই। কাশ্মীর, মায়ানমার, আফগানিস্তান সহ পশ্চিমা বিশ্বের যে সকল জায়গায় এ দ্বন্দ্ব বিরাজমান, সে সকল জায়গার পুরুষ প্রতি মহিলার আনুপাতিক হার নিয়ে কোনো সমীক্ষা আমাদের সামনে নেই। তবে স্পষ্ট যে, নারীই বেশি হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একজন পুরুষের পরিচালনায় পঞ্চাশ জন মহিলা থাকাও স্বাভাবিক।

উপসংহার ঃ বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কিয়ামাতের পূর্ব লক্ষণ হিসাবে যে সকল লক্ষণের কথা বলেছেন তা এসে হয় হাজির, নতুবা দ্বার প্রান্তে এসে উঁকি মারছে। এমনিতেই নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''আমি এবং কিয়ামাত এভাবেই প্রেরিত হয়েছি, যেমন মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুলের মধ্যে (ছোটো বড়ো বা কাছাকাছির) সম্পর্ক'' (বুখারী, অভিসম্পাত অধ্যায় হাঃ নং ৫৩০১)। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আজ হতে চৌদ্দশ বছর পূর্বে বিদায় নিয়েছেন। কাজেই তাঁর এ হাদীস থেকেও প্রমাণিত যে, কিয়ামাত উঁকি মারছে।

আমাদের করণীয় ঃ আব্দুল্লাহ্ বিন শিমাশাহ্ আলমাহ্‌রী বলেন, আমি মাসলামাহ্ বিন মুখাল্লাদের নিকট ছিলাম, সেখানে আব্দুল্লাহ্ বিন আমর ইবনুল আসও ছিলেন। আব্দুল্লাহ্ বিন আম্র বলেন, কিয়ামাত অবশ্যই সর্ব নিকৃষ্ট সৃষ্টির উপর সংঘটিত হবে, তারা হবে ইসলাম পূর্ব অজ্ঞতার যুগের লোক থেকেও নিকৃষ্ট। তাদের দুআ প্রত্যাখ্যান করা হবে। তাঁরা একথা বলে যাচ্ছিলেন এমতাবস্থায় উকবাহ বিন আমের এসে হাজির হন। মাসলামাহ্ তাঁকে বলেন, হে উকবাহ! আব্দুল্লাহ্ কী বলেন শুনুন। উকবাহ্ বলেন, তিনি অধিক অবগত। তবে আমি যা শুনেছি তা হল — আল্লাহ্‌র নির্দেশ (দ্বীন) নিয়ে একদল মানুষ সংগ্রাম জারী রাখবে। তারা শত্রুদের উপর বিজয়ী থাকবে। বিরোধীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তারা এ রকমই থাকা অবস্থায় কিয়ামাত এসে হাজির হবে। আব্দুল্লাহ্ বলেন, হ্যাঁ (উকবাহ্) ঠিকই বলেছেন। অতঃপর আল্লাহ্ মিস্‌ক সুগন্ধির ন্যায় এক হাওয়া প্রবাহিত করবেন, যার স্পর্শ হবে রেশনের ন্যায়। এ হাওয়া, যাদের অন্তরে শস্য দানা বরাবর ঈমান থাকবে তাদের কবজ করে নেবে। এরপর সর্ব নিকৃষ্ট মানুষ অবশিষ্ট থাকবে। এদের উপরই কিয়ামাত সংঘটিত হবে (মুসলিম , অধ্যায় ঃ উম্মাতের একদল মানুষ সর্বদা হকের উপর অবিচল থাকবে, বিরোধীরা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না, নং ১৯২৪)।

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট যে, কিয়ামাত যাদের উপর সংঘটিত হবে তারা হবে সর্ব নিকৃষ্ট সৃষ্টি এবং সে সময় কোনো ঈমানদার অবশিষ্ট থাকবে না। কাজেই কিয়ামাতের পূর্ব লক্ষণ প্রকাশ পেলে জান্নাতের আশাবাদীদের উচিৎ ঈমানকে টিকিয়ে রাখা। যে সকল বিষয় কিয়ামাতের পূর্ব লক্ষণ, তা যেন ঈমানদারদের দ্বারা প্রকাশ না পায়। ঈমানদার ব্যক্তিবর্গ যেন এ সকল লক্ষণের শিকার না হন। কেননা, যে সকল লোকদের মধ্যে লক্ষণ সমূহ পাওয়া যাবে তাদের পরিণতি অবশ্যই ভাল হবে না।

এক্ষণে আমরা নিজেদের প্রশ্ন করব — আমরা দ্বীনী বিদ্যায় উন্নয়নের পথে না অবনতির পথে? দ্বীনী অবজ্ঞতা রোধের পথে না বৃদ্ধির পথে? ব্যভিচার প্রকাশের পথে না যদ্দুর সম্ভব তা কমানোর পথে? নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তাদের যথাযথ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হবে ঈমানের পরিচয়। এক্ষেত্রে যে সংখ্যাই বৃদ্ধি পেয়েছে সে বর্ধিত সংখ্যাকে কি আমরা যথাযথ আশ্রয় দেওয়ার পথে না অবহেলায় রেখে দেওয়ার পথে? যদি সর্বক্ষেত্রে উত্তর সদর্থক হয় তবে মুক্তির আশা আছে। অন্যথায় আসুন এখনই সংশোধনের পথ গ্রহণ করি।

পরিশেষে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা, হে আল্লাহ্! আমাদের মাঝে ঈমান অবশিষ্ট রেখে তোমার বিদ্যা গ্রহণ ও তদানুযায়ী আমল করার তাওফীক দাও এবং কিয়ামাতের চূড়ান্ত দিনের পূর্বে ঈমানী অবস্থায় মওত দাও — আমীন।

২৭ পর্ব

ফিক্বহুল হাদীস

মূল ঃ হাফিয ইমরান আইয়ূব লাহোরী

অনুবাদক ঃ তাজাম্মুল হক সালাফী

গোসলের বিবরণ (১) بَابُ الْغُسُلِ

তৃতীয় অধ্যায়
সুন্নাতী গোসলের বিবরণ

জুমআর স্বলাতের জন্য গোসল বিধিসম্মত ❶	وَ يُشْرَعُ بِصَلاَةِ الْجُمُعَةِ

(১) জুমআর গোসল শরীআত সম্মত হওয়াতে কোনো মত পার্থক্য নেই। অবশ্য জুমআর গোসল ওয়াজেব না সুন্নাতে মুআক্কাদা — এ বিষয়ে মত পার্থক্য রয়েছে।

যাঁরা ওয়াজেব বলেছেন, তাঁদের দলীল নীচে বর্ণিত হল ঃ—

(ক) আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —غُسُلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ. জুমআর দিনের গোসল প্রত্যেক বয়োঃ প্রাপ্তের উপর ফরয।[১]

(খ) ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন — اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ اِلٰى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ. যখন তোমরা কেউ জুমআর জন্য আসবে, তখন গোসল করবে।[২]

(গ) আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ اَنْ يَغْتَسِلَ فِىْ كُلِّ سَبْعَةِ اَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيْهِ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ.

প্রত্যেক সাত দিনে একদিন গোসল করা মুসলিমদের জন্য জরুরী এবং সেই গোসলে মাথা ও শরীর ধোওয়া জরুরী।[৩]

(ঘ) উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অযূ করে একটু দেরিতে জুমআতে উপস্থিত হলেন, তো উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে

---

(১) বুখারী ৮৫৮, কিতাবুল আযান ঃ বাবু অযূইস সিবইয়ান অ মাতা ইয়াজেবু আলাইহিমুল গুসলু অত ত্বহুরু, মুসলিম ৮৪৬, আবূ দাউদ ৩৪১, নাসায়ী ৩/৯৩, ইবনু মাজাহ্‌ ১০৮৯, আহমাদ ৩/৬। (২) বুখারী ৮৭৭, কিতাবুল জুমআ ঃ বাবু ফায্‌লিল গুসলে ইয়াওমাল জুমআতে ... মুসলিম ৮৪৪, আবূ দাউদ ৩৪২, নাসায়ী ৩/৯৩, ইবনু মাজাহ্‌ ১০৮৮, আহমাদ ২/৩৭, হুমাইদী ৬০৮, ইবনু খুযাইমা ৩/১২৫, ইবনুল জারুদ ২৮৩, বাইহাক্বী ৩/১৮৮। (৩) বুখারী ৮৯৮, ৮৯৭, কিতাবুল জুমআ ঃ বাবু হাল আলা মান লাম ইয়াশহাদুল জুমআতা গাসলুম্‌ মিনান্‌ নিসায়ে অস সিবইয়ান, মুসলিম ৮৪৯, বাইহাক্বী ৩/১৮৮, আব্দুর রায্‌যাক, ৫২৯৭, ইবনু খুযাইমা ১৭৬১, ইবনু হিব্বান ১২৩৪, ত্বহাবী ১/১১৯।

ডেটে বললেন — . إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তো জুমআর দিন গোসল করার হুকুম দিতেন।[১]

(ঙ) ইমাম ইবনু হাজম উমার, আবূ হুরাইরা, ইবনু আব্বাস, আবু সায়ীদ খুদরী, সাআদ বিন আবী অক্কাস, ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম), আমর বিন সালীম, ইমাম আতা, ইমাম কাআব, ইমাম মুসাইইব বিন রাফে (রাহেমাহুমুল্লাহ্ আজমাঈন) থেকে বর্ণনা করে বলেছেন যে, (জুমআর গোসল) ওয়াজেব।[২]

(চ) আমর বিন সালীমের বক্তব্য হল, ''আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, জুমআর গোসল ওয়াজেব''।[৩]

(ইবনু হাজার রহঃ) — জুমআর গোসল ফরয।[৪]

(ইবনু হাজম রহঃ) — জুমআর দিনে গোসল ফরয ও বাধ্যতামূলক।[৫]

(ইবনু কাইউম রহঃ) — জুমআর দিনে গোসলের হুকুমে বেশি তাগীদ রয়েছে। অন্যান্য বিতর্কিত মসলার থেকে জুমআর গোসলের ওয়াজেব বেশি মজবুত।[৬]

(আলবানী রহঃ) — ওয়াজেব হওয়াই হক বা যথার্থ।[৭]

ওয়াজেব নয় বলে যাঁরা দাবী করেছেন, তাঁদের দলীলসমূহ নীচে বর্ণিত হল —

(ক) সামুরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন — مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَ نِعْمَتْ وَ مَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ اَفْضَلُ. জুমআর দিনে যে অযূ করল সে খুবই উত্তম কাজ করল এবং যে গোসল করল, নিশ্চয় গোসল অযূ অপেক্ষা উত্তম।[৮]

(খ) আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন — যে উত্তমরূপে অযূ করে জুমআতে হাজির হয় এবং চুপ করে (খুতবা) শোনে —

غُفِرَلَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ اِلَى الْجُمُعَةِ و زِيَادَةُ ثَلاَ ثَةِ اَيَّامٍ.

সেই জুমআ থেকে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত এবং অতিরিক্ত আরো ৩ দিন (মোট ১০ দিনের অপরাধ) ক্ষমা করে দেওয়া হয়।[৯]

(গ) আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে রেওয়ায়াতে সকল বয়োঃপ্রাপ্তদের জন্য গোসল করা ওয়াজেবের বিবরণ রয়েছে, সেই রেওয়ায়াতে মেসওয়াক করা ও সাধ্যমত সুগন্ধি লাগানোকেও ওয়াজেব বলা হয়েছে।[১০]

(ঘ) জুমআর দিনে গোসল ওয়াজেব হওয়ার কারণ ছিল এই যে, সাহাবাগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) কঠিন অবস্থার কারণে গরমের মৌসুমেও পশমের পোশাক পরতেন। ফলে মসজিদে ঘামের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ত। তাই নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন — . لَوْ اَنَّكُم تَطَّهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هٰذَا তোমরা এ দিনে গোসল করে নাও, ভাল হবে।[১১]

---

(১) বুখারী ৮৭৮, কিতাবুল জুমআ ঃ বাবু ফায্লিল গুসলে ইয়াওমাল জুমআতে ....., মুসলিম ৮৪৫, মুআত্তা ১/১০১, তিরমিযী ৪৯৪, আব্দুর রায্যাক ৫২৯২, ইবনু হিব্বান ১২৩০। (২) আল্ মুহাল্লা বিল আসার ১/২৫৬। (৩) বুখারী ৮৮০, কিতাবুল জুমআ ঃ বাবুত তাইইব লিল জুমআ। (৪) ফাত্হুল বারী ৩/১৩। (৫) আল্ মুহাল্লা বিল আসার ১/২৫৫। (৬) যা'দুল মাআদ ১/৩৬৫। (৭) তামামুল মিন্নাহ্ পৃঃ ১২০। (৮) হাসান ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ৩৪১, কিতাবুত্ ত্বহারাত ঃ বাবুন ফির রুখসাতে ফী তারকিল গুসলে ইয়াওমাল জুমআতে, আবূ দাউদ ৩৫৪, তিরমিযী ৪৯৭, নাসায়ী ৩/৯৪, বাইহাক্বী ৩/১৯০, ইবনু খুযাইমা ১৭৫৭, আহমাদ ৫/১১। (৯) মুসলিম ৭৫৭ কিতাবুল জুমআ ঃ বাবু ফাযলে মানিস তামাআ অ আনসাতা ফিল খুতবাতে, ইবনু মাজাহ্ ১০৯০, ১০৫০, তিরমিযী ৪৯৮, আহমাদ ২/৪২৪, ইবনু খুযাইমা ১৭৫৬, বাইহাক্বী ৩/২২৩। (১০) সহীহ্ ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ৩৩২, কিতাবুত্ ত্বাহারাত ঃ বাবুন ফিল গুসলে ইয়াওমাল জুমআ। আবূ দাউদ ৩৪৪। (১১) বুখারী ৯০৩, কিতাবুল জুমআহ ঃ বাবু অক্তিল জুমআতে ইযা যালাতিশ শাম্স্, মুসলিম ৮৪৭, আবূ দাউদ ৩৫২, বাইহাক্বী ১/২৯৫।

বোঝা গেল, গোসল ওয়াজেব হওয়ার একটি বিশেষ কারণ ছিল। এখন সেই কারণ দূরীভূত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং ওয়াজেবের হুকুমও শেষ হয়ে গেছে।

(আবূ হানীফা, মালেক, শাফেয়ী, আহমাদ রহঃ) — জুমআর গোসল সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ ওয়াজেব নয়।[১]

(ইবনু তাইমিয়াহ্ রহঃ) — জুমআর গোসল মুস্তাহাব। অবশ্য যার ঘামের দুর্গন্ধি আছে, মুসল্লী ও ফেরেশতাদের কষ্ট না দেওয়ার জন্য তার গোসল করা ওয়াজেব।[২]

(জমহুর) — জুমআর গোসল মুস্তাহাব।[৩]

(আমীর সানআনী রহঃ) — সতর্কতামূলক জুমআর গোসল না ছাড়াই ভালো।[৪]

(অহাব যুহাইলী রহঃ) — জুমআর গোসল সুন্নাতে মুআক্কাদা এবং মুস্তাহাব।[৫]

(তিরমিযী রহঃ) — مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَ نِعْمَتْ . যে গোসল করল সে খুবই উত্তম কাজ করল। এই হাদীসের পর লিখেছেন — সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এবং পরবর্তী বিদ্বানগণ এর উপরই আমল করেছেন। তাঁরা জুমআর দিন গোসল করাকে পছন্দ তো করেছেন কিন্তু এ কথাও বলেছেন যে, জুমআর দিন গোসলের পরিবর্তে অযূই যথেষ্ট।[৬]

(শাওকানী রহঃ) — জুমআর গোসল সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্।[৭]

(আব্দুর রহমান মুবারকপুরী রহঃ) — এ কথাই বলেছেন।[৮]

(খাত্তাবী রহঃ) — জুমআর জন্য অযূও যথেষ্ট। অবশ্য গোসল উত্তম, ফরয নয়।[৯]

(সাইয়েদ সাবেক রহঃ) — জুমআর গোসল মুস্তাহাব।[১০]

রাজেহ বা তুলনামূলক সঠিক ঃ বিভিন্ন ধরণের সহীহ্ হাদীসগুলির একটিকে অপরটির থেকে প্রাধান্য না দিয়ে ওগুলোকে একত্রে করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায় ভালো। আর তা হল জুমআর গোসল সুন্নাতে মুআক্কাদা এবং মুস্তাহাব (আল্লাহ্ই ভালো জানেন)।

জুমআর দিনে গোসলের অর্থ হল জুমআর স্বলাতের জন্য গোসল। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন — اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ. তোমরা কেউ জুমআর স্বলাতে যখন আসবে, তখন গোসল করবে।[১১]

দুই ঈদের গোসল	وَ لِلْعِيْدَيْنِ

ফাকাহ্ বিন সাআদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে —

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ يَوْمَ النَّحْرِ.

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) জুমআর দিন, ঈদুল ফিতরের দিন এবং ঈদুল আযহার দিন গোসল করতেন।[১২]

---

(১) ফাত্হুল ক্বাদীর ১/৪৪, আদ্ দুররুল মুখতার ১/১৫৬, আল্ কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা পৃঃ ২৫, আশ্ শারহুস সাগীর ১/৫০৩, কাশ্শাফুল কানা' ১/১৭১, আল্ লুবাব ১/২৩, মুরাকাল ফাল্লাহ্ ১৮। (২) আত্ তালীক আলা সুবুলিস সালাম লিশ্ শাইখ আব্দুল্লাহ্ বাস্সাম ১/১৮৬। (৩) নাইলুল আওতার ১/৩৫০, আল্ মাজমূ ৪/৫৩৫। (৪) সুবুলুস সালাম ১/১৮৯। (৫) আল্ ফিকহুল ইসলামী অ আদিল্লাতুহু ১/৫৪১। (৬) তিরমিযী ৪৯৭, কিতাবুস্ স্বলাত ঃ বাবু মা জাআ ফিল অযূয়ে ইয়াওমাল জুমআতে। (৭) আস্ সাইলুল জাররার্ ১/১১৭। (৮) তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী ৩/২৪। (৯) কামা ফী কুফুইল আসার ১/১৪৭। (১০) ফিকহুস্ সুন্নাহ্ ১/৫১। (১১) আর্ রাওযাতুন্ নাদিয়্যা ১/১৬৮। (১২) মাওযূ বা জাল হাদীস ঃ ইরওয়ালুল গালীল ১৪৬, আহমাদ ৪/৭৮, ইবনু মাজাহ্ ১৩১৬, কিতাবু ইকামাতিস স্বলাত অস্ সুন্নাতি ফীহা ঃ বাবু মা জাআ ফিল ইগতিসালে ফিল ঈদাইন হাফেয বূসীরী (রহঃ) হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছেন — আয্ যাওয়ায়েদ ১/৪৩১।

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও একই অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেটি যয়ীফ।[১]

ইমাম বায্যার (রহঃ) আবূ রাফে (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[২]

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) ইমাম বায্যার (রহঃ) এর কথা উল্লেখ করে বলেছেন, ''ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার গোসল সম্পর্কে কোনো সহীহ্ হাদীস আমার স্মরণে নেই।[৩]

এই অর্থে যত রেওয়ায়াত বা বর্ণনা আছে, সবেতেই কিছু না কিছু দুর্বলতা রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য সাহাবাদের 'আসার' এর সপক্ষে বর্ণিত হয়েছে। যেমন ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে —

أَنَّـهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ اَنْ يَغْدُوَ اِلَى الْمُصَلَّى.

তিনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহ যাওয়ার পূর্বে গোসল করতেন।[৪]

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও একই অর্থে 'আসার' বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেটি যয়ীফ।[৫]

এভাবেই সালমা বিন আকওয়া, উরওয়া বিন যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম), সাঈদ বিন মুসাইব (রহঃ) থেকেও একই অর্থে 'আসার' বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলোও দলীলের যোগ্য নয়।[৬]

(শওকানী রহঃ) — এই মসলাতে এমন কোনও দলীল নেই, যার দ্বারা শারয়ী বিধান প্রমাণিত হয়।[৭]

(সিদ্দিক হাসান খাঁ) — এই মসলায় বর্ণিত কোনও হাদীস সহীহ্ নয়। কোনও একটিও হাসান লেযাতেহিও নয় এবং হাসান লেগাইরিহিও নয়।[৮]

(ইবনু কাইইম রহঃ) (যদিও বর্ণনাগুলি) যয়ীফ, তবুও কঠোরভাবে সুন্নাত পালনকারী ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর আমল থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করতেন।[৯]

উল্লিখিত বিবরণ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) থেকে কোনো সহীহ্ হাদীস বর্ণিত নেই। অবশ্যই ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর 'আসার' সহীহ্। সুতরাং সহীহ্ হাদীসের অনুপস্থিতিতে সাহাবাদের 'আসারে'র উপর আমল করাই বেশি যুক্তিযুক্ত (আল্লাহ্ই ভালো জানেন)।

---

(১) ইরওয়ালুল গালীল ১৪৬, তালখীসুল হাবীর ২/৮০, আদ্ দিরায়া ১/৫, ইবনু মাজাহ্ ১৩১৫। (২) কাশফুল আখতার ৬৪৮, হাদীসটিকে শাইখ সাজী হাসান হাল্লাক সহীহ্ বলেছেন — আত্ তালীকু আলাস সাইলিল জার্রার ১/২৯। কিন্তু ইমাম হাইসামী এটিকে যয়ীফ বলেছেন — আল্ মাজমা ২/১৯৮। (৩) তালখীসুল হাবীর ২/৮১। (৪) সহীহ্ ঃ মুআত্তা ১/১৭৭, কিতাবুল ঈদাইন ঃ বাবুল আমালে ফী গুসলিল ঈদাইন, আলউম্ম লিশ্ শাফেয়ী ১/২৬৫, ইমাম নওয়াবী রহঃ হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন —আল্ মাজমূ ৫/৬। (৫) আলউম্ম লিশ্ শাফেয়ী ১/২৬৫, বাইহাক্বী ৩/২৭৮, আল্ মাজমূ লিন্ নাওয়াবী ৫/৬। (৬) আলউম্ম লিশ্ শাফেয়ী ১/২৬৫, বাইহাক্বী ৩/২৭৮, আল্ মাজমূ লিন্ নাওয়াবী ৫/৬-৭। আল্ মাজমূ লিন্ নাওয়াবী ৫/৬। (৭) নাইলুল আওতার ১/৩৫৫। (৮) আর্ রাওযাতুন নাদিয়্যাহ্ ১/১৬৯। (৯) যা'দুল মাআদ ১/৪৪২।

ভুল সংশোধন ঃ ডিসেম্বর ২০১৬-র সংখ্যায় মহঃ নূর লতিফ সাহেবের মানবতার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)' প্রবন্ধে অসাবধানতা বশতঃ নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর জন্ম ১২ই রবিউল আওয়াল লেখা হয়েছে। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর জন্ম তারিখ নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও সব থেকে সঠিক মত হল এই যে, তিনি ৯ই রবিউল আওয়াল জন্মগ্রহণ করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত লেখা ইতিপূর্বে সরল পথ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সঠিক তথ্য জানতে দেখুন — আর্ রাখীকুল মাখতূম।

৪র্থ পর্ব

اَلتَّكَلُّفُ فِىْ ذِكْرِ التَّفَاصِيْلِ فِى الدُّعَاءِ

কষ্ট কল্পনা করে বিস্তারিত দুআ করা

নাজমে আলাম ইবনু আতাউর রহমান আস্ সানাবিলী

তাকাল্লুফ্ শব্দের আভিধানিক অর্থ ঃ تَكَلُّفُ (তাকাল্লুফ্) শব্দটি গৃহীত হয়েছে (ك ل ف) শব্দমূল থেকে। যার অর্থ হল কোনো জিনিসের প্রতি আসক্ত হওয়া, অনুরক্ত হওয়া, আকৃষ্ট হওয়া, তার সাথে সম্পর্ক রাখা এবং সম্পৃক্ত হওয়া (নায্‌রাতুন্ নায়ীম ৯/৪২৫০)।

শায়খ আব্দুল হামীদ মাদানী বলেছেন — تَكَلُّفُ হল, কষ্ট কল্পনা করে জানার থেকেও বেশি জ্ঞান প্রকাশ করা, যতটা খেতে বা খাওয়াতে পারি, কষ্ট করে তার থেকে বেশি উত্তম খাবার প্রকাশ করা, যতটা পরতে পারি, কষ্ট করে তার থেকে বেশি উত্তম পোশাক প্রকাশ করা ইত্যাদি (তাফসীর আহসানুল বায়ান, বাংলা ৩/১৮৮, তাওহীদ পাবলিকেশন)।

আল্লামাহ্ নববী বলেন —

اَلتَّكَلُّفُ هُوَ فِعْلٌ وَ قَوْلٌ مَا لَا مَصْلَحَةَ فِيْهِ بِمَشَقَّةٍ.

অর্থ ঃ তাকাল্লুফ্ হল, কথা ও কাজে কৃত্রিমতার সাথে এমন ভাব ফুটিয়ে তোলা যা বাস্তব সম্মত নয় বা তার মধ্যে কোনো কল্যাণও নেই (রিয়াযুস্ স্বালিহীন ২/২৪১, তাহক্কীক ডাঃ মাহের ইয়াসীন আল ফাহাল)।

আবুল ফয্‌ল বালয়াভী এবং ফিরোযাবাদী বলেন —

تَحَمُّلُ الْأَمْرِ بِمَا يَشُقُّ عَلَى الْاِنْسَانِ .

অর্থ ঃ কষ্টদায়ক হওয়া সত্বেও কোনো বিষয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করা (মিসবাহুল্ লুগাত ৭৪৯, বাস্বায়ের যাবিত্তাম্‌য়ীয্ ১/৮৩৩৩)।

ফলে মুতাকাল্লিফ্ বা তাকাল্লুফকারী হল সে ব্যক্তি, যে কষ্ট কল্পনা করে, তার সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন কাজে নিজেকে প্রবৃত্ত করবে।

বিস্তারিত দুআ (১) —

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنَا اِذَا ثَقُلَ مِنَّا اللِّسَانُ، وَ ارْتَخَتْ مِنَّا الْيَدَانُ وَ بَرَدَتْ مِنَّا الْقَدَمَانُ، وَدَنَا مِنَّا الْأَهْلُ وَ الْأَصْحَابُ، وَ شَخَصَتْ مِنَّا الْأَبْصَارُ، وَ غَسَّلَنَا الْمُغَسِّلُوْنَ، وَ كَفَّنَنَا الْمُكَفِّنُوْنَ، وَ صَلَّى عَلَيْنَا الْمُصَلُّوْنَ، وَ حَمَلُوْنَا عَلَى الْأَعْنَاقِ، وَ ارْحَمْنَا اِذَا وَضَعُوْنَا فِى الْقُبُوْرِ، وَ أَهَالُوْا عَلَيْنَا التُّرَابَ، وَ سَمِعْنَا مِنْهُمْ وَقْعَ الْاَقْدَامِ، وَ صِرْنَا فِى بُطُوْنِ اللُّحُوْدِ، وَ مَرَاتِعَ الدُّوْدِ.........

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! যখন আমাদের জিহ্বা ভারী হয়ে যাবে, হস্তদ্বয় শিথিল হয়ে যাবে, পদদ্বয় শীতল হয়ে যাবে, পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন নিকটবর্তী হবে, দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যাবে, গোসল দানকারীগণ আমাদেরকে গোসল করাবেন, যাঁরা কাফন পরানোর দায়িত্বে থাকবেন তাঁরা কাফন পরাবেন, মুস্বাল্লীগণ আমাদের জানাযার স্বলাত আদায় করবেন এবং (লোকেরা) আমাদেরকে কাঁধে করে (কবরস্থানে) নিয়ে যাবেন, তখন তুমি আমাদের প্রতি দয়া করবে।

হে আল্লাহ্! যখন লোকেরা আমাদেরকে কবরে রেখে দিবেন, আমাদেরকে মাটি চাপা দিয়ে দিবেন, আমরা তাঁদের পায়ের শব্দ শুনতে পাব, আমরা কবরগর্ভে অবস্থান করব এবং কীট-পতঙ্গের চারণক্ষেত্রে পরিণত হব, তখন তুমি আমাদের প্রতি দয়া করবে ...... (ইহ্‌যারুল্ ইতেদা ফিদ্ দুআ ১/৭)।

(২) দেখ আল্লাহ্ দেখ ফের তোমার বান্দীরও মহিমা
১০০০ টাকা দিল দান নামেতে রহিমা।
এই দান হল বুঝি তার মাতা-পিতার লাগিয়া
তারা বুঝি নাই ধরায় গিয়াছে চলিয়া।
সেই হেতু তোর কাছে জানাচ্ছি নালিশ
মাটির কবরে দিয়ো তোশক ও বালিশ।
মখমাল বিছানা প্রভু বিছাও কবরে
এই দুআ করি আল্লাহ্ তোমারি দরবারে।

প্রশস্ত করগো মওলা তাদের কবর
যতদূর গিয়ে পড়ে চোখের নযর।
ওগো আল্লাহ্ দয়াময় রহীম ও রহমান
কবরের আযাব হতে দিয়ো পরিত্রাণ।
যেদিন আসিবে সূর্য মাথার উপরে
এই দান থাকে যেন তাদের ছায়া করে।
ওগো খোদা দয়াময় পারওয়ারো দিগার
দয়া দানে পুলসিরাত করে দিয়ো পার।
স্বাগীরা কাবীরা আর যাহেরা বাত্বেনা
মাফ করে দিয়ো আল্লাহ্ তাদের সব গুনাহ্।
এই বলে খুলে খুলে দুআ দিবো কত
দানকারীকে নেকী দিয়ো তোমার মন মত।

জ্ঞানদীপ্ত পাঠক, উপরোল্লিখিত দুআসমূহ কয়েকটি কারণে শরীআতসম্মত নয়। (১) এ সমস্ত দুআ করতে গিয়ে প্রার্থনাকারীর কষ্ট কল্পনা করা এবং কৃত্রিমতাশ্রয়ী হওয়া আবশ্যিক যা শরীআতের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

قُلْ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّ مَآ اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ.

অর্থ ঃ (হে নাবী) এদেরকে বল, এই দ্বীন প্রচারের জন্য আমি তোমাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক চাই না। আর আমি ভানকারীদের (কৃত্রিমতাশ্রয়ীদের) অন্তর্ভুক্ত নই (সূরা স্ব-দ ৩৮/৮৬)।

হাফেয্ স্বলাহুদ্দীন ইউসুফ (রাহেমাহুল্লাহ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ নিজের পক্ষ থেকে এমন কথা, যা আল্লাহ্ বলেননি, তা আল্লাহ্ বলেছেন বলে চালিয়ে দেব। অথবা তোমাদেরকে এমন কথার দাওয়াত দেব, যার আদেশ আল্লাহ্ তাআলা আমাকে দেননি (আমি এমনটা করিনা)। বরং কোনো কম-বেশি করা ছাড়াই আল্লাহ্র আহকাম আমি তোমাদের নিকট পৌঁছে দিই (তাফসীর আহসানুল বায়ান ৩/১৮৮, তাওহীদ পাবলিকেশন)।

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন —

نُهِيْنَا عَنِ التَّكَلُّفِ

অর্থ ঃ আমাদেরকে কৃত্রিমতা প্রকাশ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে (বুখারী হাঃ ৭২৯৩)।

(২) ইহা দুআয় সীমালংঘনের শামিল ঃ

আবূ নুয়ামা কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনু মুগাফ্ফাল্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর ছেলেকে দুআ করতে শুনলেন (সে এভাবে বলছিল) —

اَللّٰهُمَّ اِنِّى أَسْئَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِيْنِ الْجَنَّةِ اِذَا دَخَلْتُهَا، قَالَ : يَا بُنَيَّ ! سَلِ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَ تَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ فَاِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : سَيَكُوْنُ فِى هٰذِهِ الْاُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ فِى الطَّهُوْرِ وَ الدُّعَاءِ.

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট অনুরোধ করি, যখন আমি জান্নাতে প্রবেশ করব, যেন তার ডান দিকের সাদা প্রাসাদে স্থান লাভ করতে পারি। শুনে (আব্দুল্লাহ্) বললেন, হে আমার বৎস! আল্লাহ্র নিকট জান্নাত চাও এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাও। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্র রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতে কিছু এমন লোকের উদ্ভব ঘটবে, যারা পবিত্রতা অর্জনে এবং দুআ করায় সীমা অতিক্রম করবে (আবূ দাউদ হাঃ ৯৬, মুস্তাদরাক হাকেম হাঃ ৫৭৯, ইবনু হিব্বান হাঃ ৬৭৬৩ সূত্র সহীহ্। হাকেম, আলবানী, শুয়াইব আরনাউত্ব প্রমুখ হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন এবং আবূ হাতেম আর্ রাযী ও এর সনদকে মাহফূয (সুরক্ষিত) বলে মন্তব্য করেছেন। সহীহ্ ইবনু হিব্বান হাঃ ৬৮৬৪ এর ব্যাখ্যায়)।

(৩) নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এসব দুআ অপছন্দ করতেন। যেমন আম্মা আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন —

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَ يَدَعُ مَاسِوٰى ذٰلِكَ.

অর্থ ঃ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) দুআর মধ্যে পূর্ণার্থবোধক দুআ পছন্দ করতেন এবং এছাড়া আর সব কিছু পরিত্যাগ করতেন (আবূ দাউদ হাঃ ১৪৮৪, আহমাদ হাঃ ২৫১৯৩, ইবনু হিব্বান হাঃ ৮৬৭, হাকেম হাঃ ১৯৭৮, সানাদ সহীহ্। হাকেম,

ইবনু হিব্বান, আলবানী, হাফেয যুবায়র, শুয়াইব আরনাউত্ব (রাহেমাহুমুল্লাহ্) ও হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন)।

শায়খ আবূ আম্মার উমার ফারূক সাঈদী (হাফিযাহুল্লাহ্) বলেছেন, জামে দুআ বলা হয় ওই সব দুআকে যা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের কল্যাণ একত্রিতকারী হবে, অধিকন্তু তার শব্দাবলী কম এবং অর্থ ব্যাপক হবে (যুবায়র আলী যায়ীর তাহক্বীক কৃত আবূ দাউদ ২/১৭৬, হাঃ ১৪৮২ এর টীকা)। যেমন (১)

رَبَّنَـا اٰتِنَـا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.

উচ্চারণ ঃ রব্বানা আ-তিনা ফিদ্ দুন্‌য়্যা হাসানাতাঁউ অফিল্ আ-খিরাতি হাসানাতাঁউ অক্বিনা আযা-বান্ নার। অর্থাৎ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দান করুন ও পরকালে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করুন (সূরা বাক্বারাহ্ ২/২০১)। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বেশির ভাগ সময় এই দুআ পড়তেন (বুখারী হাঃ ৬৩৮৯)।

اَللّٰهُـمَّ اِنِّـى اَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَ التُّقٰى وَ الْعَفَافَ وَ الْغِنٰى.

(২) উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল্ হুদা-অত্যুকা-অল্ আফাফা অল্ গিনা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তোমার নিকট আমি হিদায়াত, তাক্বওয়া সচ্চরিত্র ও স্বয়ং সম্পূর্ণতা ও স্বনির্ভরতা প্রার্থনা করছি (সহীহ্ মুসলিম হাঃ ৭০৭৯)।

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আম্মা আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে ব্যাপক অর্থ সম্বলিত দুআ বলার এবং এ ধরণের দুআ বেছে নেওয়ার আদেশ করেছেন (আদাবুল মুফরাদ হাঃ ৬৩৯, সূত্র হাসান, আলবানী সহীহ্ বলেছেন, সহীহ্ আদাবুল মুফরাদ হাঃ ৪৯৮/৬৩৯)।

(৪) এ দুআ, প্রার্থনাকারীকে আল্লাহ্র দিক থেকে নির্লিপ্ত করে দেয়। কারণ যখন কেউ কোনো কষ্টদায়ক কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে, সে কাজে নিমগ্ন হবে, অপরিহার্যরূপে আল্লাহ্ তাআলার দিক থেকে নির্লিপ্ত হয়ে পড়বে। ফলে তার এ দুআ আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হবে না। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

وَ اعْـلَـمُـوْا أَنَّ اللّٰـهَ لَا يَقْبَلُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ.

অর্থ ঃ জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ্ অমনযোগী ও উদাসীন অন্তরের দুআ গ্রহণ করেন না (তিরমিযী হাঃ ৩৮১৬, মুস্তাদরাক হাকেম াহঃ ১৮১৭, তারগীর ও তারহীব হাঃ ২৫৫৪, সূত্র হাসান। আলবানী এর সূত্রকে সহীহ্ বলেছেন - সিলসিলাহ্ সহীহা হাঃ ৫৯৪)।

وَ مِـنَ الْاِعْتِـدَاءِ، اَنْ يُـطْـلَـبَ نَـفْيُ مَا دَلَّ الشَّرْعُ عَلٰى ثُـبُوْتِهٖ.

দুআয় সীমালংঘনের অন্তর্ভুক্ত এমন জিনিস দূর করার দাবী জানানো শরীআত যার স্থায়িত্ব প্রমাণ করে ঃ—

(ক) যেমন কেউ কোনো কাফের (অবিশ্বাসীর) জন্য আল্লাহ্র নিকট দাবী জানাবে যে, তাকে যেন কোনো প্রকার শাস্তি না দেওয়া হয়। অথবা তাকে যেন জাহান্নামে চিরকাল না রাখা হয়।

অথচ কুরআন ও সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, কাফের জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

وَ اُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

অর্থ ঃ আর তারাই (অবিশ্বাসীরাই) অগ্নিবাসী, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে (সূরা আলে ইমরান ৩/১১৬)।

(খ) কিংবা এ দাবী জানানো যে, কোনো একজন মুসলিমও যেন জাহান্নামে প্রবেশ না করে। অথচ আল্লাহ্ তাআলা বলেন—

وَ اَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ، فَاُمُّهٗ هَاوِيَـةٌ.

অর্থ ঃ আর যার (নেকীর) পাল্লা (পাপের পাল্লার তুলনায়) হালকা হবে তার স্থান হবে হাবিয়াহ্ (জাহান্নামে) (সূরা আল্ ক্বা-রিআহ্ ১০১/৮,৯)।

أَوْ اَنْ يُطْلَبَ ثُـبُوْتُ مَادَلَّ الشَّرْعُ عَلٰى نَفْيِهٖ.

(দুআয় সীমালংঘনের অন্তর্ভুক্ত) এমন জিনিসের স্থায়িত্বের দাবী জানানো শরীআত যার স্থায়িত অস্বীকার করে ঃ—

(ক) যেমন কেউ আল্লাহ্র নিকট কোনো মুমিনের জন্য চাইল যে, সে যেন জাহান্নামে চিরস্থায়ী হয়। অথচ হাদীসে আছে

যে, যখন জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবেন, আল্লাহ্ তাআলা বলবেন —

أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا.

অর্থঃ যার অন্তরে একটি সরিষা পরিমাণও ঈমান রয়েছে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনো। তারপর তাদের সেখান থেকে বের করা হবে (বুখারী হাঃ ২২, মুসলিম হাঃ ৪৭৫)।

(খ) অথবা কোনো কাফেরের জন্য দুআ করা যে, তাকে যেন জান্নাতে দেওয়া হয়। অথচ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন — لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ .

অর্থঃ মুমিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৪২০৩, সহীহ্ মুসলিম হাঃ ২৭৩৫)।

(গ) কিংবা কোনো মুশরিক অথবা মুসল্লী ছিল না এমন লোকের (বেনামাযীর) স্বলাতে জানাযা আদায় করবে কিংবা তার জন্য মাগফিরাতের দুআ করবে। অথচ আল্লাহ্ তাআলা বলেন—

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى.

অর্থ ঃ অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নাবী ও বিশ্বাসীদের জন্য সঙ্গত নয়; যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন (সূরা তওবাহ্ ৯/১১৩)।

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

اِسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي.

অর্থঃ আমি আমার রবের নিকট আমার মার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু আমাকে তার অনুমতি দেওয়া হল না (সহীহ্ মুসলিম হাঃ ২৩০৪)।

(ঘ) কিংবা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ব্যতীত অন্য কারো জন্য এ দুআ করা যে, সে যেন সর্বপ্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে। অথচ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ. فَيَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ.

অর্থ ঃ আমি কিয়ামাতের দিন জান্নাতের দরজায় এসে দরজা খুলতে বলব। জান্নাতের দারোয়ান তখন বলবে ঃ আপনি কে? আমি বলব ঃ মুহাম্মাদ। দারোয়ান বলবে ঃ আপনার জন্যই দরজা খোলার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং আপনার পূর্বে অন্য কারো জন্য জান্নাতের দরজা খুলতে নিষেধ করা হয়েছে (সহীহ্ মুসলিম হাঃ নং ৫০৭)।

এ প্রবন্ধ থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায় ঃ—

১। ভান করা বা কৃত্রিমতা প্রকাশ করা শরীআতের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়।

২। সীমালংঘনের অন্যতম প্রকার বিস্তারিতভাবে দুআ করা।

৩। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এবং তাঁর অনুসারীগণ এ দুআ থেকে পরহেয করতেন।

৪। দ্বীনী শিক্ষা দান করে নির্দিষ্ট অর্থের দাবী জানানো অবৈধ।

৫। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নিজের পক্ষ হতে, শরীআতে কোনো কথা সংযোজন অথবা বিয়োজন করেন নি।

৬। ব্যাপক অর্থ সম্বলিত এবং উভয় জগতের কল্যাণ একত্রিতকারী দুআ বেছে নিতে হবে। পক্ষান্তরে বেশি বেশি শব্দ ব্যবহার করে বিস্তারিত দুআ করা থেকে বাঁচতে হবে। কেননা তা শরীআতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

৭। কিছু সংখ্যক মুমিনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে কোনো কাফের কোনো দিন জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

৮। বেনামাযী ও মুশরিকের জন্য দুআ করা জায়েয নয়।

৯। জান্নাতে সর্বপ্রথম নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) প্রবেশ করবেন।

১০। দুআ গৃহীত হওয়ার জন্য সমস্ত প্রকার সীমালংঘন থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যিক।

৬ষ্ঠ পর্ব

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ব্যভিচার ও সমকাম

মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ

ব্যভিচারের শাস্তি

কেউ শয়তানের ধোকায় পড়ে ব্যভিচার করে ফেললে সে যদি অবিবাহিত হয় তাহলে তাকে একশ'টি বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তর করা হবে। আর যদি সে বিবাহিত হয় তাহলে তাকে রজম তথা পাথর মেরে হত্যা করা হবে।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

اَلزَّانِيَةُ وَ الزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّ لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .

অর্থঃ ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী; তাদের প্রত্যেককে তোমরা একশ' করে বেত্রাঘাত করবে। আল্লাহ্র বিধান কার্যকরী করণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত করতে না পারে যদি তোমরা আল্লাহ্ তাআলা ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাকো এবং মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে (সূরা নূর, আয়াত নং ২)।

আবু হুরাইরাহ্ ও যায়েদ বিন খালিদ জুহানী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন —

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ : صَدَقَ ، اِقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : اِنَّ ابْنِىْ كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هٰذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَقَالُوْا لِىْ : عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ، فَفَدَيْتُ ابْنِىْ مِنْهُ بِمِائَةٍ مِّنَ الْغَنَمِ وَ وَلِيْدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوْا : اِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيْبُ عَامٍ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ، أَمَّا الْوَلِيْدَةُ وَ الْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَ عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيْبُ عَامٍ ، وَ أَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ! فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا فَارْجُمْهَا، فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا.

অর্থঃ জনৈক বেদুঈন ব্যক্তি রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকট এসে বলল ঃ হে আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)! আপনি আমাদের মাঝে কুরআনের ফায়সালা করুন। তার প্রতিপক্ষও দাঁড়িয়ে বলল ঃ সে সত্য বলেছে। আপনি আমাদের মাঝে কুরআনের ফায়সালা করুন। তখন বেদুঈন ব্যক্তিটি বলল ঃ আমার ছেলে এ ব্যক্তির নিকট শ্রমিক ছিল। ইতিমধ্যে সে এর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে বসে। সবাই আমাকে বললো ঃ তোমার ছেলেটিকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। তখন আমি আমার ছেলেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একে একটি দাসী ও একশ'টি ছাগল দিয়ে দিলাম। অতঃপর আলিমদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল ঃ তোমার ছেলেকে একশ'টি বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তর করতে হবে। এরপর নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, আমি তোমাদের মাঝে কুরআনের বিচার করছি, দাসী ও ছাগলগুলো তোমাকে ফেরত দেওয়া হবে এবং তোমার ছেলেকে একশ'টি বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তর করতে হবে। আর হে উনাইস্! তুমি এর স্ত্রীর নিকট যাও। অতঃপর তাকে রজম করো। অতএব উনাইস্ তার নিকট গেলো। অতঃপর তাকে রজম করলো (বুখারী, হাদীস ২৬৯৫, ২৬৯৬, মুসলিম হাদীস ১৬৯৭, ১৬৯৮, তিরমিযী হাদীস ১৪৩৩, আবু দাউদ হাদীস ৪৪৪৫, ইবনু মাজাহ্ হাদীস ২৫৯৭)।

উবাদা বিন্ স্বামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেন —

خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلاً، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْيُ سَنَةٍ، وَ الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ الرَّجْمُ.

অর্থ ঃ তোমরা আমার নিকট থেকে বিধানটি সংগ্রহ করে নাও। তোমরা আমার নিকট থেকে বিধানটি সংগ্রহ করে নাও। আল্লাহ্ তাআলা তাদের জন্য একটি ব্যবস্থা দিয়েছেন তথা বিধান অবতীর্ণ করেছেন। অবিবাহিত যুবক-যুবতীর শাস্তি হচ্ছে একশ'টি বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তর। আর বিবাবিহত পুরুষ ও মহিলার শাস্তি হচ্ছে, একশ'টি বেত্রাঘাত ও রজম তথা পাথর মেরে হত্যা (মুসলিম হাদীস ১৬৯০, আবু দাউদ হাদীস ৪৪১৫, ৪৪১৬, তিরমিযী হাদীস ১৪৩৪, ইবনু মাজাহ্ হাদীস ২৫৯৮)।

উক্ত হাদীসে বিবাহিত পুরুষ ও মহিলাকে একশ'টি বেত্রাঘাত করার কথা থাকলেও তা করতে হবে না। কারণ, রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মা'য়িয ও গা'মিদী মহিলাকে একশ'টি করে বেত্রাঘাত করেননি। বরং অন্য হাদীসে তাদেরকে শুধু রজম করারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

আরেকটি কথা হচ্ছে, শরীআতের সাধারণ নিয়ম এই যে, কারোর উপর কয়েকটি দণ্ডবিধি একত্রিত হলে এবং তার মধ্যে হত্যার বিধানও থাকলে তাকে শুধু হত্যাই করা হয়। অন্যগুলো করা হয় না। উমার ও উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এটির উপরই আমল করেছেন এবং আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও ইহা বর্ণিত হয়েছে। তবে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর যুগে কোনো এক ব্যক্তিকে রজমও করেছেন এবং বেত্রাঘাতও। আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস, উবাই বিন কা'ব এবং আবু যারও এ মত পোষণ করেন।

আব্দুল্লাহ্ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন —

ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ غَرَّبَ، وَ ضَرَبَ أَبُوْ بَكْرٍ ؓ وَ غَرَّبَ، وَ ضَرَبَ عُمَرُ ؓ وَ غَرَّبَ.

অর্থ ঃ রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মেরেছেন (বেত্রাঘাত করেছেন) ও দেশান্তর করেছেন, আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মেরেছেন ও দেশান্তর করেছেন এবং উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মেরেছেন ও দেশান্তর করেছেন (তিরমিযী হাঃ ১৪৩৮, এর সূত্রকে হাকেম, যাহাবী এবং আলবানী রাহেমাহুমুল্লাহ্ সহীহ্ বলেছেন, মুস্তাদরাক হাকেম হাঃ ৮১০৫)।

ইমরান বিন হুস্বাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন —

أَتَتِ النَّبِيَّ اِمْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ ، وَ هِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللّٰهِ ! أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلِيَّهَا، فَقَالَ : أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِيْ بِهَا، فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أُمِرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ : أَتُصَلِّيْ عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللّٰهِ ! وَ قَدْ زَنَتْ ؟ فَقَالَ : لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَ هَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّٰهِ تَعَالٰى.

অর্থ ঃ একদা জনৈকা জুহানী মহিলা রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকট আসলো। তখন সে ব্যভিচার করে গর্ভবতী। সে বলল, হে আল্লাহ্র নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)! আমি ব্যভিচারের শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত। অতএব আপনি তা আমার উপর প্রয়োগ করুন। অতঃপর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তার অভিভাবককে ডেকে বললেন, এর উপর একটু দয়া করো। এ যখন সন্তান প্রসব করবে তখন তুমি তাকে আমার নিকট নিয়ে আসবে। লোকটি তাই করলো। অতঃপর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আদেশ করলে তার কাপড় শরীরের সাথে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হলো। এরপর তাকে রজম করা হলে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তার জানাযার স্বলাত পড়ান। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে আশ্চর্যান্বিতের স্বরে বললেন, আপনি এর জানাযার স্বলাত পড়াচ্ছেন, অথচ সে ব্যভিচারিণী! রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি

অ সাল্লাম) বললেন, সে এমন তওবা করেছে যা মদীনাবাসীর সত্তর জনকে বন্টন করে দেওয়া হলেও তা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। তুমি এর চাইতেও কি উৎকৃষ্ট কিছু পেয়েছো যে তার জীবন আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য বিলিয়ে দিয়েছে? (মুসলিম হাদীস ১৬৯৬, আবু দাউদ হাদীস ৪৪৪০, তিরমিযী হাদীস ১৪৩৫, ইবনু মাজাহ্ হাদীস ২৬০৩)।

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর এক দীর্ঘ খুতবায় বলেন—

إِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا، وَ وَعَيْنَاهَا، وَ عَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ، وَ رَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللّٰهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللّٰهُ.

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর উপর কুরআন অবতীর্ন করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর উপর যা অবতীর্ণ করেছেন তার মধ্যে রজমের আয়াতও ছিলো। আমরা তা পড়েছি, মুখস্থ করেছি ও বুঝেছি। অতঃপর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) রজম করেছেন এবং আমরাও তাঁর ইন্তেকালের পর রজম করেছি। আশঙ্কা হয় বহু কাল পর কেউ বলবে ঃ আমরা কুরআন মাজীদে রজম পাইনি। অতঃপর তারা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত একটি ফরয কাজ ছেড়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে (বুখারী হাঃ নং ৬৮৩০।

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যে আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা হচ্ছে —

اَلشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا، فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ، نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ، وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

অর্থ ঃ বয়স্ক (বিবাহিত) পুরুষ ও মহিলা যখন ব্যভিচার করে তখন তোমরা তাদেরকে সন্দেহাতীতভাবে পাথর মেরে হত্যা করবে। এটি হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের জন্য শাস্তিস্বরূপ এবং আল্লাহ্ তাআলা পরাক্রমশালী ও সুকৌশলী (মুসনাদ আহমাদ হাঃ ২১২৪৫, সূত্র হাসান, যিয়া মাকদিসী স্বহীহ এবং হাফেয যুবায়র হাসান বলেছেন। আল্ - মুখাতারা হাঃ ১১৬৬, তাফসীর ইবনে কাসীর তাহক্বীক হাফেয যুবায়র আলী যায়ী ৪/২৪৭, এতেক্বাদ পাবলিসিং হাউস)।

উক্ত আয়াতটির তিলাওয়াত রহিত হয়েছে। তবে তার বিধান এখনও বিদ্যমান।

কোন অবিবাহিত ব্যভিচারী এবং ব্যভিচারিণী যদি এমন অসুস্থ এবং দুর্বল হয় যে, তাকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে একশ'টি বেত্রাঘাত করা হলে তার মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে তা হলে তাকে একশ'টি বেত একত্রে করে একবার প্রহার করা হবে।

সাঈদ বিন সাদ্ বিন উবা'দাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন —

كَانَ فِي أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ، فَخَبُثَ بِأَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ، فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعِيدٌ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ : اِضْرِبُوهُ حَدَّهُ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّٰهِ ! إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ : خُذُوا عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، ثُمَّ اضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، فَفَعَلُوا.

অর্থ ঃ আমাদের এলাকায় জনৈক দুর্বল ব্যক্তি বসবাস করতো। হঠাৎ সে জনৈকা দাসীর সাথে ব্যভিচার করে বসে। ব্যাপারটি সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে জানালে তিনি বললেন ঃ তাকে তার প্রাপ্য শাস্তি দিয়ে দাও তথা একশ'টি বেত্রাঘাত করো। উপস্থিত করলে বলল ঃ হে আল্লাহ্র রসূল ! সে তো তা সহ্য করতে পারবে না। তখন রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, একটি খেজুর বিহীন একশ'টি শাখাগুচ্ছ বিশিষ্ট থোকা নিয়ে তাকে তা দিয়ে একবার মারবে। অতএব তারা তাই করলো (মুসনাদ আহম হাঃ ২১৯৮৫, আল্ মুজামুল কাবীর লিত্তাবারানী হাঃ ৫৫২১, সূত্র যঈফ)।*

*সম্পাদকীয় নোট ঃ হাদীসটি যয়ীফ হওয়া সত্বেও এখানে উপস্থাপন করার উদ্দেশ্য হল যারা এ হাদীসকে দলীল করে একসঙ্গে অনেকগুলো বেত বা লাঠি বেঁধে ১০০ সংখ্যাটি পূর্ণ করে থাকেন তারা যেন এ আমল বর্জন করেন।

অমুসলিমকেও ইসলামী বিচারাধীন রজম করা যেতে পারে।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন —

رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ، وَ رَجُلاً مِنَ الْيَهُوْدِ وَ امْرَأَةً.

অর্থ ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আসলাম বংশের একজন পুরুষকে এবং একজন ইহুদি পুরুষ ও একজন মহিলাকে রজম করেন (সহীহ্ মুসলিম হাঃ নং ৪৫৩৮)।

ব্যভিচারের কারণে কোনো সন্তান জন্ম নিলে এবং ভাগ্যক্রমে সে জীবনে বেঁচে থাকলে মায়ের সন্তানরূপেই সে পরিচয় লাভ করবে। পিতার নয়। কারণ, তার কোনো বৈধ পিতা নেই। অতএব ব্যভিচারীর পক্ষ থেকে সে কোনো মিরাস পাবে না।

আবূ হুরাইরাহ্ ও আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেন — اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ অর্থ ঃ সন্তান বিছানার এবং ব্যভিচারীর জন্য পাথর তথা রজম (বুখারী হাদীস ২০৫৩, ২২১৮, ৬৮১৮, মুসলিম হাদীস ১৪৫৭, ১৪৫৮ ইবনু হিব্বান হাদীস ৪১০৪, হাকিম হাদীস ৬৬৫১, তিরমিযী হাদীস ১১৫৭, বায়হাক্বী হাদীস ১৫১০৬, আবু দাউদ হাদীস ২২৭৩, ইবনু মাজাহ্ হাদীস ২০৩৫, ২০৩৭, আহমাদ হাদীস ৪১৬, ৪১৭)।

আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন — রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেন —

مَنْ عَاهَرَ أَمَةً أَوْ حُرَّةً فَوَلَدُهُ وَلَدُ زِنَا، لَا يَرِثُ وَ لَا يُوْرَثُ.

অর্থঃ যে ব্যক্তি কোনো দাসী অথবা স্বাধীন মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার করলো তার সন্তান হবে ব্যভিচারের সন্তান। সে মিরাস পাবে না এবং তার মিরাসও কেউ পাবে না (ইবনু মাজাহ্ হাদীস ২৭৯৪, সূত্র হাসান)। যেমন কোনো ঈমানদার পবিত্র পুরুষের জন্য কোনো ব্যভিচারিণী মেয়েকে বিবাহ করা হারাম। তেমনিভাবে যে কোনো ঈমানদার সতী মেয়ের জন্যও কোনো ব্যভিচারী পুরুষকে বিবাহ করা হারাম।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَّ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ ঃ একজন ব্যভিচারী পুরুষ আরেকজন ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিকা মেয়েকেই বিবাহ করে এবং একজন ব্যভিচারিণী মেয়েকে আরেকজন ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিককেই বিবাহ করে। মুমিনদের জন্য তা করা হারাম (সূরা নূর, আয়াত নং ৩)।

দণ্ডবিধি সংক্রান্ত কিছু কথা

কাউকে লুকায়িতভাবে ব্যভিচার কিংবা যে কোনো হারাম কাজ করতে দেখলে তা তড়িঘড়ি বিচারককে না জানিয়ে তাকে ব্যক্তিগতভাবে নসীহত করা ও পরকালে আল্লাহ্ তাআলার কঠিন শাস্তির ভয় দেখানো উচিত।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেন —

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِيْ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

অর্থ ঃ কোনো মুসলিমের দোষ লুকিয়ে রাখলে আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষও লুকিয়ে রাখবেন (সহীহ্ মুসলিম হাঃ ৭০২৮, তিরমিযী হাদীস ১৪২৫, ইবনু মাজাহ্, হাদীস ২৫৯২)।

দণ্ডবিধি প্রয়োগের সময় চেহারার প্রতি লক্ষ্য রাখবে

কারোর উপর শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত কোনো দণ্ডবিধি প্রয়োগ করার সময় তার চেহারার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে তা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ক্ষত-বিক্ষত না হয়ে যায়।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেন —

اِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ.

অর্থঃ কেউ কাউকে (দণ্ডবিধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে) মারলে তার চেহারার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখবে যাতে তা আঘাতপ্রাপ্ত না হয় (সহীহ্ মুসলিম হাঃ নং ৬৮১৯)।

১০ম পর্ব

বাছাইকৃত ১০০ হাদীসে কুদসী

মূল ঃ সাইয়্যেদ মাসউদুল হাসান
ভাষান্তর ঃ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ নূর হুসাইন

মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া প্রতিষ্ঠার জন্য অনুপ্রেরণা

৫৭ ـ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : يَا اِبْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِىْ قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ اَعُوْدُكَ ؟ وَ اَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ : قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ عَبْدِىْ فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ عُدْتَهٗ لَوَجَدْتَنِىْ عِنْدَهٗ؟ يَا اِبْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْهٗ قَالَ : يَا رَبِّ وَ كَيْفَ اُطْعِمُكَ وَ اَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ؟ قَالَ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّهٗ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِىْ فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ اَطْعَمْتَهٗ لَوَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِىْ ؟ يَا اِبْنَ آدَمَ اِسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِىْ قَالَ : يَا رَبِّ؟ كَيْفَ اَسْقِيْكَ وَ اَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ؟ قَالَ : اسْتَسْقَاكَ عَبْدِىْ فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهٖ اَمَا اِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهٗ وَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِىْ.

৫৭। আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ জাল্লা জালালাহু বলবেন ঃ হে আদম সন্তান, আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে আসনি। বান্দা বলবে ঃ আমি কীভাবে আপনাকে দেখতে যেতে পারতাম? আপনি যে সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক। তখন আল্লাহ্ বলবেন ঃ তুমি কি জানতেনা যে অমুক ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল? অথচ তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে দেখতে যেতে তবে তুমি আমাকে তার নিকট পেতে? হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট খাবার চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাওনি। বান্দা বলবে ঃ হে আমার প্রতিপালক! আপনাকে আমি কীভাবে খাবার দিব? আপনি যে সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক! আল্লাহ্ বলবেন ঃ তুমি কি জানতেনা যে, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট খাবার চেয়েছিল, অথচ তুমি তাকে খাবার দাওনি? তুমি কি জানতেনা যে, যদি তুমি তাকে খাবার দিতে তবে তুমি তা আমার নিকট পেতে? হে বনী আদম! আমি তোমার নিকট পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। বান্দা বলবে ঃ হে আমার প্রভু! আপনি তো সারা জাহানের প্রতিপালক, আপনাকে কীভাবে আমি পানি করাতে পারি? আল্লাহ্ বলবেন ঃ আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পানি পান করাওনি। তুমি যদি তাকে পানি পান করাতে তবে তুমি তা আমার নিকট পেতে (মুসলিম হাদীস ২৫৬৯)।

নোট ঃ যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা ঈমানদারদেরকে ভালবাসেন, তাই তিনি তাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন - যেন তারাও একে অপরকে ভালবাসে এবং দরিদ্র, ক্ষুধার্ত ও বিবস্ত্রদের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে অনুধাবন করে। ফরয যাকাত আদায় ছাড়াও অতিরিক্ত পুরস্কারের জন্য এ সকল নফল সাদকার অনুপ্রেরণা।

যে ব্যক্তি অসচ্ছল ব্যক্তিকে ঋণ আদায়ের জন্য যথেষ্ট সময় দেয় তাঁর মাহাত্ম্য

৫৮ ـ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُوْسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهٗ مِنَ الْخَيْرِ شَىْءٌ اِلَّا اَنَّهٗ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَ كَانَ مُوْسِرًا فَكَانَ يَاْمُرُ غِلْمَانَهٗ اَنْ يَتَجَاوَزُوْا عَنِ الْمُعْسِرِ قَالَ : قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : نَحْنُ اَحَقُّ بِذٰلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوْا عَنْهُ.

৫৮। আবু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী এক লোককে কিয়ামতের দিন হিসাব নিকাশে আল্লাহ্র দরবারে (সামনে) হাজির করা হবে। তখন তার আমলনামায় কোনো নেক আমল পাওয়া যাবে না। তবে লোকটি মানুষের সাথে মিলামিশা করত এবং সে ধনী ছিল। তার নিকট থেকে ঋণগ্রহণকারী অভাবী লোকদেরকে যথাসময়ে পরিশোধ না করতে পারলে তাদেরকে আটকিয়ে না রেখে ছেড়ে দেওয়ার জন্য সে তার চাকর-বাকরদেরকে আদেশ করত। নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন ঃ আল্লাহ্ বলবেন ঃ আমি তার চেয়েও বেশি বদান্য (দানশীল) সুতরাং তাকেও ছেড়ে দাও (মুসলিম হাদীস ১৫৬১)।

নোট ঃ অসচ্ছলতার জন্য যে লোক ঋণ পরিশোধ করতে পারে না তাকে ছেড়ে দিন এবং ক্ষমা করে দিন বা টাকা পরিশোধ করার জন্য যথেষ্ট সময় দিন।

৫৯ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّ رَجُلاً لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ وَ كَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ فَيَقُوْلُ لِرَسُوْلِهٖ خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ وَ تَجَاوَزْ لَعَلَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهٗ : هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ ؟ قَالَ : لَا اِلَّا اَنَّهٗ كَانَ لِىْ غُلَامٌ وَ كُنْتُ اُدَايِنُ النَّاسَ فَاِذَا بَعَثْتُهٗ لِيَتَقَاضٰى قُلْتُ لَهٗ : خُذْ مَا تَيَسَّرَ وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ وَ تَجَاوَزْ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْكَ.

৫৯। আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন ঃ একজন লোক কখনও কোনো নেক আমল করেনি, কিন্তু লোকদেরকে টাকা ধার দিত এবং তার প্রতিনিধিকে বলত ঃ সচ্ছলদের কাছ থেকে ঋণ আদায় কর আর অসচ্ছলদেরকে ছেড়ে দাও এবং ক্ষমা করে দাও তাহলে হয়তো আল্লাহ্ আমাদেরকেও ছেড়ে দিবেন। যখন সে মারা গেল তখন আল্লাহ্ তাআলা তাকে বললেন ঃ তুমি কি কখনও কোনো নেক আমল করেছ ? লোকটি বলল ঃ না, তবে আমার একজন চাকর ছিল, আমি মানুষদেরকে ঋণ দিতাম, আর আমি যখন তাকে (চাকরকে) তাগাদায় ঋণ আদায় করতে পাঠাতাম তখন তাকে বলতাম, সচ্ছলদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ কর আর অসচ্ছলদেরকে ছেড়ে দাও ও তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। তাহলে হয়তো আল্লাহ্ও আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। তখন আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ আমিও তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম (এটি হাসান হাদীস, ইমাম নাসায়ী ৪৬১৫, সূত্র সহীহ্, আলবানী ও যুবায়র আলী যায়ী ও সহীহ্ বলেছেন)।

নোট ঃ এ ধনী লোকটি আল্লাহ্র খাতিরে গরীব লোকদের থেকে ঋণ আদায়ে সময় দিত বা শিথিলতা প্রদর্শন করত। তাই আখিরাতে তার পুরস্কার হলো ক্ষমা।

আল্লাহ্র খাতিরে পরস্পর ভালবাসার ফযিলত

৬০ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : اَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِىْ اَلْيَوْمَ اُظِلُّهُمْ فِىْ ظِلِّىْ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلِّىْ.

৬০। আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা বলবেন, তারা কোথায় যারা আমার খাতিরে একে অপরকে ভালবাসে ? আজ আমি তাদেরকে আমার আরশের ছায়ার নীচে ছায়া দিব। আজ এমন একদিন যে দিন আমার আরশের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া নেই (সহীহ্ মুসলিম হাঃ নং ২৫৬৬)।

ন্যায়বিচার ইসলামের বাধ্যতামূলক মূলনীতি

৬১ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضى) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَحْكِىْ عَنْ رَبِّهٖ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ : حَقَّتْ مَحَبَّتِىْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِىَّ وَ حَقَّتْ مَحَبَّتِىْ لِلْمُتَبَاذِلِيْنَ فِىَّ وَ حَقَّتْ مَحَبَّتِىْ لِلْمُتَزَاوِرِيْنَ فِىَّ، وَ

الْمُتَحَابُّوْنَ فِى اللّٰهِ عَلٰى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ فِىْ ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهٗ.

৬১। উবাদাহ্ ইবনে সামেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে তাঁর প্রভুর বরাত দিয়ে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ বলেন, আমার খাতিরে যারা একে অপরকে ভালবাসে তাদের প্রতি আমার ভালবাসা রইল। আমার খাতিরে যারা টাকা-পয়সা (ধন-সম্পদ) খরচ করে তাদের প্রতি আমার ভালবাসা রইল। আমার খাতিরে যারা পরস্পর সাক্ষাৎ করে তাদের জন্য আমার ভালবাসা রইল। আসলে যারা আল্লাহ্র খাতিরে একে অপরকে ভালবাসে তারা সেদিন আল্লাহ্র আরশের ছায়ার নীচে নূরের মিম্বারে বসে থাকবে — যেদিন আল্লাহ্র আরশের ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে না (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৮৬৫০, সূত্র হাসান)।

٦٢ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضى) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : اَلْمُتَحَابُّوْنَ فِىْ جَلَالِىْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَ الشُّهَدَاءُ.

৬২। মু'আজ ইবনে জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আমার মর্যাদার খাতিরে যারা একে অপরকে ভালবাসে তাদের জন্য (কিয়ামতের দিন) নূরের মিম্বার থাকবে যা দেখে নাবীগণ ও শহীদগণ তাদের ঈর্ষা করবেন (এটি হাসান হাদীস, তিরমিযী ২৩৯০, সূত্র হাসান)।

আপনজনের মৃত্যুতে যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে তার ফযীলত

٦٣ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى : مَا لِعَبْدِى الْمُؤْمِنِ عِنْدِىْ جَزَاءٌ اِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهٗ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهٗ اِلَّا الْجَنَّةَ.

৬৩। আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন ঃ আল্লাহ্ বলেন, আমি যখন আমার কোনো মুমিন বান্দার প্রিয়জনকে দুনিয়া থেকে মৃত্যু দিয়ে নিয়ে যায়, আর তাতে সে আমার প্রতি সন্তুষ্ট থেকে ধৈর্যধারণ করে, তখন আমি আমার নিকট তার পুরস্কার রাখি জান্নাত (বেহেশত) (বুখারী হাদীস ৬৪২৪)।

٦٤ — عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : يُقَالُ لِلْوِلْدَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ، قَالَ : فَيَقُوْلُوْنَ يَا رَبِّ حَتّٰى يَدْخُلَ اٰبَاؤُنَا وَ اُمَّهَاتُنَا ، قَالَ : فَيَاْتُوْنَ قَالَ : فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالِىْ اَرَاهُمْ مُحْبَنْطِئِيْنَ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ، قَالَ : فَيَقُوْلُوْنَ يَا رَبِّ اٰبَاؤُنَا وَ اُمَّهَاتُنَا ، قَالَ : فَيَقُوْلُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَ اٰبَاؤُكُمْ.

৬৪। কতক সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন, কিয়ামতের দিন শিশুদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন ঃ তখন তারা বলবে, হে আমার প্রভু! আমাদের পিতা-মাতাগণ যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আমরাও জান্নাতে প্রবেশ করব না। নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন ঃ তখন তারা আসবে বা তাদেরকে আনা হবে। নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন ঃ তখন আল্লাহ্ তাআলা বলবেন, কী ব্যাপার! তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে চাচ্ছে না কেন? নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, তারা বলবে, হে প্রভু! আমাদের পিতা-মাতাদের কী হবে? নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন ঃ তখন আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা ও তোমাদের পিতা-মাতাগণ জান্নাতে প্রবেশ কর (মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং ১৬৯৭১, সানাদ হাসান)।

٦٥ — عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِبْنَ آدَمَ اِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى لَمْ اَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ.

৬৫। আবু উমামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা বলবেন ঃ হে আদম সন্তান! তোমরা যদি বিপদের প্রথম আক্রমণের (আঘাতের) সময়ে ধৈর্য ধরতে তবে আমি প্রতিদানে তোমাদেরকে জান্নাত দিতাম (ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৫৯৭, সূত্র হাসান)।

٦٦ ـــ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِيِّ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللّٰهُ لِمَلاَئِكَتِهٖ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِىْ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهٖ فَيَقُوْلُوْنَ نَعَمْ فَيَقُوْلُ مَاذَا قَالَ عَبْدِىْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ ابْنُوْا لِعَبْدِىْ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَسُمُّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.

৬৬। আবু মূসা আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, যখন কোনো বান্দার সন্তান মারা যায় তখন আল্লাহ্ তাঁর ফেরেশতাদেরকে বলেন ঃ তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানের জান কবজ করেছ? তখন তারা বলে ঃ হ্যাঁ। তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ তোমরা কি তাঁর জানের (প্রিয়জনের) জান কবজ করেছে? তারা বলে ঃ হ্যাঁ। তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ আমার বান্দা কী বলল? তখন তারা বলে ঃ সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং ইন্না লিল্লাহি অ ইন্না ইলাহে রাজিউন — এ দুআ পড়েছে অর্থাৎ সে বলেছে যে, আমরা আল্লাহ্রই জন্য এবং আল্লাহ্র নিকটে আমরা ফিরে আসব। তখন আল্লাহ্ ফেরেশতাদেরকে বলেন ঃ তোমরা আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি তৈরি কর এবং বাড়ির নাম রাখ বাইতুল হাম্দ বা প্রশংসা গৃহ।

(আল্লামা আলবানী রহঃ এ হাদীসকে হাসান বলেছেন এবং এ হাদীসখানাকে ইমাম তিরমিযী রহঃ ও ইবনে হিব্বান ১০২১ তাঁর যাওয়ায়েদে বর্ণনা করেছেন, সূত্র যঈফ। আলবানী, মুস্তাফা আস্সায়েদ, শায়খ বাশ্শাদ, শাইখ আজমাবী, আলী আহমাদ এবং হাসান আব্বাস, হাসান বললেও শুয়াইব আরনাউত্ব এবং হাফেয যুবায়র আলী যায়ী যঈফ বলেছেন। ইবনু কাসীর ইমরান লাহোরীর তাহক্বীক ১/৩২৪, হাফেয যুবায়রের তাহক্বীক ১/২৭৬, ইবনু হিব্বান হাঃ ২৯৪৮)

নোট ঃ এসব হাদীস থেকে আপন জনের মৃত্যুতে ধৈর্যের ফযীলত (মাহাত্ম্য) বুঝা যায়। যেহেতু আমরা বিশ্বাস করি যে, মুমিনের মৃত প্রিয়জনের সাথে জান্নাতে সাক্ষাৎ হবে এবং আরেকটি চিরস্থায়ী জীবন আছে, সেহেতু আমাদের উচিৎ আল্লাহ্র প্রতি আমাদের আনুগত্য ও ধৈর্য প্রদর্শন করা এবং জান্নাতে তাদের সাথে (মৃত প্রিয়জনের সাথে) আমাদের সাক্ষাৎ হওয়ার আশা রাখা। আমাদের উচিৎ নয় কাফেরদের মত হওয়া। যারা এ ধরণের বিয়োগে আত্মহারা হয়ে পড়ে। কেননা, তারা হতাশ এবং তারা অন্য আরেকটি জীবনের প্রত্যাশা করে না।

٦٧ ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوْ بْنِ الْعَاصِ (رضى) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ : هَلْ تَدْرُوْنَ اَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ ؟ قَالُوْا : اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ : اَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ اَلْفُقَرَاءُ وَ الْمُهَاجِرُوْنَ الَّذِيْنَ تُسَدُّ بِهِمُ الثُّغُوْرُ وَ يُتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارِهُ وَ يَمُوْتُ اَحَدُهُمْ وَ هَاجَتُهٗ فِىْ صَدْرِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُ لَهَا قَضَاءً فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلاَئِكَتِهٖ : اُئْتُوْهُمْ فَحَيُّوْهُمْ فَتَقُوْلُ الْمَلاَئِكَةُ : نَحْنُ سُكَّانُ سَمَائِكَ وَ خِيَرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ اَفَتَاْمُرُنَا اَنْ نَاْتِىَ هٰؤُلَاءِ فَنُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ : اِنَّهُمْ كَانُوْا عِبَادًا يَعْبُدُوْنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا وَ تُسَدُّ بِهِمُ الثُّغُوْرُ وَ يُتَّقٰى بِهِمُ الْمَكَارِهُ وَ يَمُوْتُ اَحَدُهُمْ وَ حَاجَتُهٗ فِىْ صَدْرِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُ لَهَا قَضَاءً قَالَ فَتَاْتِيْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ ذٰلِكَ

فَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ : سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ.

৬৭। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আম্র ইবনে আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন ঃ তোমরা কি জান যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে কে প্রবেশ করবে? সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সবচেয়ে বেশি জানেন। নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে প্রথমে যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা হলো দরিদ্র (ঈমানদার) জনগণ এবং সেসব মুহাজিরগণ যারা (ইসলামী রাষ্ট্রের) সীমান্ত পাহারা দেয় ও (ইসলামী দেশকে) ক্ষতি থেকে রক্ষা করে ও এমন অবস্থায় মারা যায় (শহীদ হয়) যে, তাদের মনোবাসনা অতৃপ্ত থেকে যায়। তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ফেরেশতাদের মধ্য থেকে যাদেরকে ইচ্ছা বলেন ঃ তোমরা তাদের নিকটে গিয়ে তাদেরকে অভিবাদন কর। তখন ফেরেশতারা বলে ঃ আমরা আপনার আকাশের বাসিন্দা এবং আপনার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। অথচ আপনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, আমরা যেন তাদেরকে সালাম (অভিবাদন) করি। তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ তারা আমার এমন বান্দা ছিল যে, তারা আমার ইবাদাত করত, আমার সাথে কাউকে শরীক করত না, তারা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দিত এবং ইসলামী রাষ্ট্রকে ক্ষতি বালা-মুসবিত, বিপদাপদ থেকে রক্ষা করত আর তাদের কেউ যখন মারা যেত তখন তার মনোবাসনা অপূর্ণই থেকে যেত। এরপর নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, তখন ফেরেশতাগণ তাদের নিকট প্রতিটি দরজা দিয়ে (নিম্নোক্ত) একথা বলতে বলতে প্রবেশ করবে —

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ.

অর্থ ঃ তোমরা ধৈর্যধারণ ধরেছ এজন্য তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক! তোমাদের চূড়ান্ত ঘর কতই না উত্তম (মুসনাদে আহমাদ হাঃ নং ৬৫৭০, সূত্র হাসান)।

নোট ঃ দারিদ্র কখনো কখনো একটি নিয়ামাত। আপনি সহজ সরল জীবন যাপন করুন আপনার হিসাবও সহজ সরল হবে। অনেক সম্পদের অর্থ হলো আপনি যেভাবে সম্পদ অর্জন করেছেন এবং যেভাবে তা খরচ করেছেন তার সততা ও ন্যায্যতা আপনাকে প্রমাণ করতে হবে।

দাফন শেষে মৃত্যু ব্যক্তির জন্য দুআ করুন

খলিলুর রহমান সালাফী

মৃত্যু ব্যক্তির জন্য দুআ অবশ্যই করুন তবে যেভাবে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবাগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) করেছেন।

মনে রাখা দরকার নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ও তারপর তাঁর অনুসারী (সাহাবাগণ) আমাদের জন্য অনুসরণযোগ্য। তাই তাঁদের তরীকা অনুযায়ী আমাদের দুআ খায়ের করতে হবে এবং বিদ্‌আতী তরীকা বর্জন করতে হবে।

উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদীস বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যখন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করে ফারেগ হতেন তখন তাঁর কবরের পাশে দাঁড়াতেন এবং উপস্থিত ব্যক্তিদের বলতেন যে, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা চাও এবং সে যেন তাঁর (কবরে) ফেরেশতাদের উত্তর দানে সফল হতে পারে তার প্রার্থনা কর। কেননা এখন সে (কবরে) জিজ্ঞাসিত হবে (আবূ দাউদ হাদীস নং ৩২২১, সূত্র হাসান)।

নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মৃত ব্যক্তির দাফন শেষে মৃত ব্যক্তির ভাইদের দুআ তো করতে বললেন বটে কিন্তু তা কী রূপে করতে বললেন — স্পষ্টভাবে বর্ণিত না হওয়ায় প্রশ্ন, একাকী হবে, না সম্মিলিতভাবে হবে, তা হাত তুলে হবে, না বিনা হাত তুলে হবে?

আসুন, তা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাহাবাদের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) নিকট হতে তার রূপ ও পদ্ধতি অবশ্যই গ্রহণ করি এবং ঝগড়া বিবাদ নিরসন করি।

১। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর দ্বিতীয় খলীফাহ, তাঁর শ্বশুর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মৃত ব্যক্তির দাফন শেষে নিম্নের দুআটি বিনা হাত তুলেই করেছেন।

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمَهُ اِلَيْكَ الْمَالُ وَ الْاَهْلُ وَ الْعَشِيْرَةُ وَ ذَنْبُهُ عَظِيْمٌ فَاغْفِرْ لَهُ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আসলামাহু ইলাইকাল্ মালু অল্ আহ্লু অল্ আশীরাতু অ যাম্বুহু আযীমুন ফাগফির্‌লাহ্।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তোমার নিকটে একে (মৃত ব্যক্তিকে)

তার মাল ও তার পরিবার এবং গোত্রবর্গ সঁপে দিল এবং তার পাপ ও প্রচুর। অতএব তাকে তুমি ক্ষমা করে দাও (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ্, হাদীস নং ১১৮১৮, ৩০৪৬৩, মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক হাদীস নং ৬৫০৫, দুআ অধ্যায়, ত্ববারনী হাদীস নং ১২১৫, সূত্র হাসান)।

২। আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মৃত ব্যক্তিকে দাফন করে যখন ফারেগ হতেন তখন তাঁর কবরের পাশে দাঁড়াতেন ও নিম্নের দুআটি পাঠ করতেন —

اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ رُدَّ اِلَيْكَ فَارْاَفْ بِهٖ وَارْحَمْهُ اَللّٰهُمَّ جَافِ الْاَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ وَ افْتَحْ اَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوْحِهٖ وَ تَقَبَّلْهُ مِنْكَ بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَضَاعِفْ لَهٗ فِىْ اِحْسَانِهٖ وَ اِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهٖ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আব্দুকা রুদ্দা ইলাইকা ফারআফ্ বিহী অরহামহু আল্লাহুম্মা জাকিল আরযা আন জাম্বাইহি অফ্‌তাহ্ আব্ওয়াবাস সামা-ই লিরূহিহী অ তাক্বাব্বালহু মিনকা বিক্বাবূলিন হাসান, আল্লাহুম্মা ইন কানা মুহসিনান ফাযা-ইক্ লাহু ফী ইহ্‌সানিহী অ ইনকালা মুসী আন ফাতাজাআয্ আন্ সাইয়েআ-তিহী।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তোমার বান্দাকে তোমার নিকটে প্রত্যাবর্তন করা হলো। বস্তুত তুমি তার সঙ্গে কোমল আচরণ করবে এবং তার প্রতি দয়া করবে। হে আল্লাহ্! তার উভয় পাশের যমীনকে তুমি (শাস্তি হতে) দূরে করে দিও এবং তার আত্মার জন্য আকাশের দ্বারসমূহকে উন্মুক্ত করে দিও। তাকে তুমি নিজ গুণে উত্তমরূপে গ্রহণ করে নাও? হে আল্লাহ্! যদি সে নেককার (বান্দাহ্) হয় তাহলে তার (খাতায়) আরো দ্বিগুণ ভাবে নেকী বৃদ্ধি করে দাও এবং সে যদি পাপী (বান্দাহ্) হয় তাহলে তার হতে তার পাপ মোচন করে দাও (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্, হাদীস নং ৩০৪৭১, সূত্র সহীহ্)।

এবার কোনো ব্যক্তি প্রশ্ন করতে পারেন যে, সাহাবাদ্বয় বিনা হাত তুলেই দুআ করেছেন এর স্পষ্ট দলীলটি কোথা হতে নেওয়া হল?

উত্তর ঃ এর দলীল একটু ঠাণ্ডা মাথায় এবং তা খুব নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করলেই উক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারাই প্রমাণ স্পষ্ট রূপে উজ্জ্বল হবে। কারণ উল্লিখিত হাদীস দুটিতে (ইয়াদ) শব্দ যার অর্থ হাত হাদীসের শব্দে বৃদ্ধি করা নেই। ফলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সাহাবাগণ বিনা হাত তুলেই দুআ করেছেন।

হাদীসে দেখতে পাবেন যেখানে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হাত তুলে দুআ করেছেন সেখানে (ইয়াদুন) 'হাত' শব্দটি হাদীসের মধ্যেই স্পষ্টভাবে লাগানো রয়েছে আর যেখানে (ইয়াদুন) শব্দটি লাগানো আছে সেখানে হাত তুলে দুআ করা অবশ্যই কর্তব্য। মনে রাখা দরকার প্রায় দুআ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) না হাত তুলেই মুখে মুখেই করেছেন। যথা খাবার শুরুতে, মধ্যে, শেষে, মাসজিদে প্রবেশে, বের হওয়াতে, স্বলাতে, স্বলাতের শেষে ইত্যাদি জায়গাতে।

এবার কেউ যদি হাদীসের বরাতে বিদ্যমান ইয়াদুন লাগানো শব্দকে গোপন করে তার মনের মত মুখে মুখে দুআ করেন তাহলে তিনি অবশ্যই গোনাহ্গার হবেন।

অনুরূপভাবেই কেউ যদি নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর বর্ণিত সেই হাদীসে যেখানে হাত (ইয়াদুন) শব্দ যোগ করা নেই সেখানে যদি যোগ করেন ও হাত তুলে দুআ করেন তবে তিনি অবশ্য গোনাহ্গার হবেন।

এক কথায় হাদীসের শব্দ যেমন কমিয়ে দিলে পাপাচারী হতে হয় তেমনই বেশি করে দিলেও পাপাচারী হতে হবে। আর মনে রাখা দরকার হাদীসের শব্দ বেশি করে দিয়ে আমল করার নামই বিদআত।

আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে বিদআত হতে মুক্তি দেন এবং সঠিক প্রমাণ সহকারে শরীআত মেনে চলার তাওফীক দান করেন — আমীন।

একটি কথা খুব ভালভাবে স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয় যে, দাফন শেষে হাত তুলে দুআর স্পষ্ট প্রমাণে এ পর্যন্ত একটিও সহীহ্ হাদীস খুঁজে পাওয়া যায়নি এবং যারা প্রমাণ করতে গিয়ে আগের মনগড়া রেওয়াজকে অটুট রাখার ও লোক তুষ্ট করার জন্য অপচেষ্টা করেছেন, তারা খোঁড়া হাদীস প্রমাণে পেশ করেছেন। অন্যথায় অন্য স্থানের (রাফউল ইয়াদাঈন) বাক্যকে হাদীসের মধ্যে নিক্ষেপ করে গড়িমসি করে প্রমাণ করতে গিয়ে শিক্ষিত সমাজের নিকটে ব্যর্থতার শিকার হয়েছেন। অতএব এই ধোঁকা হতে বেঁচে থাকুন।

অ আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন।

১ম পর্ব

স্বলাতের মধ্যে সাজদায় যাবার আগে হাঁটু রাখার দলীলসমূহের পর্যালোচনা

আহমাদুল্লাহ্

হানাফী মাযহাবের অনেকেই এই দাবী করেছেন যে, সাজদায় যাওয়ার সময় আগে হাঁটু রাখা সুন্নাত। হাত আগে রাখলে তা সুন্নাতের খেলাফ। তাঁরা অত্র দাবীর পক্ষে কতিপয় দলীল পেশ করে থাকেন। নিম্নে এগুলির তাহক্বীক্ব উপস্থাপন করা হল।

দলীল —১ঃ

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَ حُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى، قَالَا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَ اِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

আল-হাসান বিন আলী এবং হুসাইন বিন ঈসা আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। উভয়েই বলেছেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইয়াযীদ বিন হারুন। (তিনি বলেছেন), আমাদেরকে সংবাদ প্রদান করেছেন শারীক, আসেম বিন কুলাইব হ'তে, তিনি তাঁর পিতা হ'তে, তিনি ওয়ায়েল বিন হুজর হ'তে। তিনি বলেছেন, আমি নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে দেখেছি, যখন তিনি সাজদা করতেন তখন হাত রাখার আগে হাঁটু রাখতেন। আর যখন উঠতেন তখন হাঁটুর পূর্বে হাত উঠাতেন (আবু দাউদ হাঃ ৮৩৮; মিশকাত হাঃ ৮৯৮)।

তাহক্বীক্ব ঃ এর সনদ যঈফ। এটি দলীলের অযোগ্য।

মনীষীগণের উক্তি —

(১) শায়খ্ নাসিরুদ্দীন আলবানী রহেমাহুল্লাহ্ যঈফ বলেছেন — **و هذا سند ضعيف** (আসলু সিফাত ২/৭১৫; আল-ইরওয়া হাঃ ৩৫৭)।

(২) শায়খ্ যুবায়ের আলী যাঈ রহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন, 'এর সনদটি যঈফ। শারীক আল-ক্বাযী আন শব্দে বর্ণনা করেছেন' (আনওয়ারুস্ সহীফাহ্, যঈফ আবূ দাউদ হাঃ ৮৩৮ পৃঃ ৪৩)।

(৩) উবায়দুল্লাহ্ মোবারকপুরী রহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন, لكن الحديث ضعيف كما ستعرف. কিন্তু হাদীসটি যঈফ যেমনটি অচিরেই জানবে (মিরআতুল মাফাতীহ্ হাঃ ৯০৫ এর আলোচনা দ্রঃ)।

(৪) ইবনে হাজার রহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন —

شريك بن عبد الله النخعى القاضى مشهور كان من الاثبات و لما و لى القضاء تغير حفظه و كان يتبرأ من التدليس و نسبه عبد الحق فى الاحكام الى التدليس و سبقه الى وصفه به الدارقطنى.

শারীক বিন আব্দুল্লাহ্ আন-নাখাঈ আল-ক্বাযী প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি মযবুত রাবীদের অন্যতম। যখন তাঁকে ক্বাযী নিয়োগ করা হ'ল, তখন তাঁর হিফয পরিবর্তন হয়ে গেল। আর তিনি তাদলীস হ'তে মুক্ত ছিলেন। আব্দুল হক্ব 'আল্ আহকাম' গ্রন্থে তাঁকে তাদলীসের প্রতি সম্বন্ধিত করেছেন। তাঁর পূর্বে দারাকুত্নী তাঁকে মুদাল্লিস হিসাবে উল্লেখ করেছেন (ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন রাবী নং ৫৬, ২য় স্তর। এর সম্পর্কে শায়খ্ যুবায়ের আলী যাঈ বলেছেন, সম্ভবত তিনি 'তাদলীসুত্ তাসবিয়া' হ'তে মুক্ত ছিলেন, আল-ফাৎহুল মুবীন ফী তাহক্বীক্ব ত্বাবাক্বাতিল মুদাল্লিসীন, রাবী ৫৬ এর আলোচনা দ্রঃ)।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

شريك ابن عبد الله النخعى الكوفى القاضى بواسط ثم الكوفة أبو عبد الله صدوق يخطىء كثيرا تغير حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة و كان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع من الثامنة.

শারীক .... ওয়াসিত্বের ক্বাযী ছিলেন অতঃপর কূফার। আবূ আব্দুল্লাহ্ সত্যবাদী ছিলেন। অত্যন্ত ভুল করতেন। কূফার ক্বাযী পদে নিযুক্ত হওয়ার পরে তাঁর স্মৃতি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। আর তিনি ন্যায়-পরায়ণ, মর্যাদাবান, ইবাদাতগুযার, বিদআতীদের বিরুদ্ধে কঠোর ছিলেন। তিনি নবম স্তরভুক্ত (আত্ তাক্বরীব, রাবী নং ২৭৮৭)।

(৫) হাফেয আলাঈ রহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন —

شريك بن عبد الله النخعي القاضي كوفي و ليس تدليسه بالكثير.

শারীক বিন আব্দুল্লাহ্ আন-নাখাঈ আল-ক্বাযী কূফীর তাদলীস অত্যধিক ছিল না (জামেউত তাহসীল, রাবী নং ২৩)।

(৬) ইবনু ইরাক্বী 'আল মুদাল্লিসীন' (রাবী নং ২৮) গ্রন্থে, বুরহানুদ্দীন হালাবী (রহঃ) 'আত্ তাবাঈন লি আসমাইল মুদাল্লিসীন' (রাবী নং ৩৩) গ্রন্থে, জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহঃ) 'আসমাউল মুদাল্লিসীন' (রাবী নং ২৪) গ্রন্থে, ইবনে হাযম (রহঃ) 'আল্ মুহাল্লা' (৭/১১৮, ১০/১৬১) গ্রন্থে, ইবনুল ক্বাত্তান আল ফাসী (রহঃ) 'বায়ানুল ওয়াহমি ওয়াল ঈহাম' (হাঃ ১৩১৩, ১৩১৪) গ্রন্থে তাঁকে মুদাল্লিস রাবী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

(৬) ইবনে আব্দুল হাদী হাম্বলী রহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন — و شريك كثير الغلط و الوهم শারীক হলেন অত্যধিক ভুলকারী এবং শংসয় পোষণকারী (আল্ মুহার্রার ফিল হাদীস হাঃ ২৪৭)।

(৭) ইবনে রজব রহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন- و هو مما تفرد به شريك ، و ليس بالقوى শারীক শক্তিশালী নন (ফাৎহুল বারী ৭/২১৫)।

মোট কথা এটি যঈফ বর্ণনা। গ্রহণযোগ্য রাবী হওয়া সত্বেও শারীকের তাদলীসের কারণে এটি যঈফ। এটিই হল সঠিক সিদ্ধান্ত। অত্র হাদীসটি ইমাম তিরমিযী রহেমাহুল্লাহ্ (তিরমিযী হাঃ ২৬৮), ইমাম নাসাঈ রহেমাহুল্লাহ্ (নাসাঈ হাঃ ১০৮৯), ইমাম ইবনে মাজাহ্ রাহেমাহুল্লাহ্ (ইবনে মাজাহ্ হাঃ ৮৮২), ইমাম ইবনে খুযায়মাহ্ রাহেমাহুল্লাহ্ (সহীহ্ ইবনে খুযায়মাহ্ হাঃ ৬২৬) এবং ইমাম ইবনে হিব্বান রাহেমাহুল্লাহ্(ইবনে হিব্বান হাঃ ১৯১২) বর্ণনা করেছেন। প্রতিটি সনদেই উপরোল্লিখিত শারীক রয়েছেন এবং কোনো সনদেই তাঁর হাদীস শ্রবণের বিষয়টি উল্লেখ নেই। অতএব সবগুলি সনদের হুকুম একই অর্থাৎ সবগুলিই যঈফ।

দলীল — ২ঃ

حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ الصَّفَّارُ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا الْعَلَاءُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ، عَنْ اَنَسٍ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَبَّرَ حَتَّى حَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ رَكَعَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ مَفْصِلٍ مِنْهُ فِى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ مَفْصِلٍ مِنْهُ فِى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ انْحَطَّ بِالتَّكْبِيْرِ فَسَبَقَتْ رُكْبَتَاهُ يَدَيْهِ. تَفَرَّدَ بِهِ الْعَلَاءُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ، عَنْ حَفْصٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ.

ইসমাঈল আস্ সফ্ফার আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেছেন) আমাদেরকে আল্ আব্বাস বিন মুহাম্মাদ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেছেন) আল-আলা বিন ইসমাঈল আত্তার আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেছেন) হাফ্স বিন গিয়াস আমাদেরকে হাদীস বলেছেন আসেম আহওয়াল হ'তে, তিনি আনাস হ'তে। তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে দেখলাম তিনি তাকবীর দিলেন এবং হাত রাখার আগে হাঁটু রাখলেন (দারাকুতনী হাঃ ১৩০৮, বায়হাক্বী হাঃ ২৬৩২)।

তাহক্বীক্ব ঃ এটি যঈফ হাদীস।

(১) ইবনে আব্দুল হাদী রহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন —

فان العلاء بن اسماعيل : غير معروف

নিশ্চয়ই আল-আলা বিন ইসমাঈল হ'লেন অপরিচিতি (রাবী) (তানক্বীহুত তাহক্বীক হাঃ ৮১২)।

(২) শায়খ্ আলবানী বলেছেন —

قلت : و هو مجهول আমি বলছি, তিনি মাজহূল (আসলু সিফাত ২/৭১৬)।

(৩) ইবনুল ক্বাইয়িম রহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন —

و العلاء هَذَا مَجْهُوْلٌ আর এই আল-আলা মাজহূল (যাদুল মাআদ ১/২২১)।

আমাদের গবেষণা মতে, 'আল-আলা বিন ইসমাঈল' হলেন মাজহূল ব্যক্তি। তাঁর কোনো তাওসীক্ব বা তাযঈফ আমরা অবগত হ'তে পারিনি।

অপর রাবী হলেন হাফস বিন গিয়াস। যিনি প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস রাবী।

(১) ইবনে হাজার আসক্বালানী রহেমাহুল্লাহ্ বলেছেন —

حفص بن غياث الكوفى القاضى أحد الثقات من أتباع التابعين وصفه أحمد بن حنبل و الدارقطنى بالتدليس.

হাফস বিন গিয়াস আল-কূফী আল-ক্বাযী সিক্বাহদের অন্যতম। তিনি তাবে-তাবেঈনদের মধ্যে হ'তে ছিলেন। আহমাদ বিন হাম্বল এবং দারাকুতনী তাঁকে তাদলীসের সাথে উল্লেখ করেছেন (ত্বাবাকাতুল মুদাল্লিসীন জীবনী নং ৯, প্রথম স্তর)। তিনি অন্যত্র বলেছেন —

حفص ابن غياث بمعجمة مكسورة وياء و مثلثة ابن طلق ابن معاوية النخعى أبو عمر الكوفى القاضى ثقة فقيه تغير حفظه قليل فى الآخر من الثامنة.

হাফস বিন গিয়াস... সিক্বাহ, ফক্বীহ, শেষ বয়সে তাঁর হিফয পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি অষ্টম স্তরভুক্ত (তাক্বরীবুত তাহযীব, জীবনী নং ১৪৩০)।

(২) হাফেয আলাঈ তাঁকে মস্তিষ্ক বিকৃত রাবীদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (আল্ মুখতালিত্বীন, জীবনী নং ১২)।

(৩) ইবনুল ইরাক্বী রহেমাহুল্লাহ্ (মৃত ৮২৬ হিঃ) বলেছেন—

حفص بن غياث الكوفى ذكره بالتدليس أحمد بن حنبل فى رواية الأثرم عنه.

হাফস বিন গিয়াস আল-কূফী, তাঁকে আহমাদ বিন হাম্বল আসরমের বর্ণনায় তাদলীসের সাথে বর্ণনা করেছেন ..... (আল্ মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ১৩)। অনুরূপ কথা বুরহানুদ্দীন হালাবী রহেমাহুল্লাহ্ (মৃত ৮৪১ হিঃ) স্বীয় 'আত-তাবঈন লি-আসমাইল মুদাল্লিসীন' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন (জীবনী নং ১৬)। ইমাম সুয়ূত্বী রহেমাহুল্লাহ্ তাঁকে আসমাউল মুদাল্লিসীন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (জীবনী নং ১১)।

ইবনে সা'দ বলেছেন — وَ كَانَ ثِقَةً مَأْمُوْنًا اِلَا أَنَّـهُ كَانَ يُدَلِّسُ এবং তিনি সিক্বাহ্, নিরাপদ, শক্তিশালী ছিলেন। তবে তিনি তাদলীস করতেন (আততাবাক্বাতুল কুবরা, জীবনী নং ২৭০৬)। ইমাম আহমাদ বলেছেন —

قَالَ أَبِى هَذَا مِمَّا لم يسمعهُ حَفُص من الشَّيْبَانِى كَانَ يدلسه لَيْسَ فِيْهِ شكٌ.

তিনি তাদলীস করতেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই (আব্দুল্লাহ্ বিন আহমাদ, আল-ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল হাঃ ১৯৪১)।

২য় পর্ব

মানুষের প্রশ্ন আল্লাহ্‌র উত্তর

মহম্মদ মজাহারুল ইসলাম

১১। প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্‌র পরিচয় কী?

উত্তর ঃ পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে আল্লাহ্‌র পরিচয় তথা বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর বর্ণনা আছে। এখানে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হল। আল্লাহ্ বলেন, ''বল, তিনিই আল্লাহ্ একক (অদ্বিতীয়), আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী। তাঁর কোনো সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই'' (সূরা ইখলাস ১-৪)। আল্লাহ্ আরো বলেন, ''কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ্য নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা'' (সূরা শূরা ১১)। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, ''নসুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র কোনো উপমা পেশ করো না, নিঃসন্দেহে আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না'' (সূরা নাহ্‌ল ৭৪)। এছাড়াও আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, সব কিছুর ধারক, সুউচ্চ মহামহিম সর্বশক্তিমান ইত্যাদি অনেক বৈশিষ্ট্য ও গুণ বর্ণিত হয়েছে।

২। প্রশ্ন ঃ তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ' সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কী বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ আল্লাহ্‌র শাশ্বত দ্বীন ইসলামের মূল ভিত্তি হল তাওহীদ। এর অর্থ এককীকরণ অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহ্‌কেই রব হিসাবে মানা। তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ-র অর্থ সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা এবং জীবনমৃত্যু দাতা, সন্তান দাতা, কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক, কর্তৃত্ব সার্বভৌমত্ব, প্রভুত্ব ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ্‌র ক্ষমতাকে স্বীকার করা এবং মেনে নেওয়া। (ক) সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহ্ বলেন, ''আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তাঁর বিরুদ্ধে তোমাদের কোনো অভিভাবক অথবা সুপারিশকারী নেই। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?'' (সূরা সাজদা ৪)। (খ) রিযিকদাতা হিসাবে ইরশাদ হচ্ছে, ''পৃথিবীতে এমন কোনো বিচরণশীল (প্রাণী) নেই যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্‌র উপর নেই'' (সূরা হূদ ৬)। এছাড়াও আল্লাহ্ বলেন, ''আমি তাদের নিকট কোনো রিযিক চাই না। এটিও চাই না যে তারা আমাকে খাওয়াবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ নিজেই তো রিযিক দাতা, মহান শক্তিধর ও প্রবল পরাক্রান্ত'' (সূরা যারিয়াত ৫৭-৫৮)। (গ) জীবন ও মৃত্যুর মালিক হিসাবে আল্লাহ্ বলেন, ''যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য যে, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে সর্বোত্তম? আর তিনি পরাক্রমশালী বড় ক্ষমাশীল'' (সূরা মুলক ২)। (ঘ) সন্তান প্রদানকারী হিসাবে আল্লাহ্‌র ঘোষণা, ''আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা দান করেন পুত্র-কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশিক্তমান'' (সূরা শূরা ৪৮-৫০)। (ঙ) কল্যাণ ও অকল্যাণকারী হিসাবে আল্লাহ্ বলেন, ''আর আল্লাহ্ যদি তোমার কোনো ক্ষতি ও অকল্যাণ পোঁছান তাহলে তিনি ছাড়া তা থেকে পরিত্রাণ দেওয়ার কেউ নেই। পক্ষান্তরে তিনি যদি তোমার কল্যাণ চান, তবে তার অনুগ্রহ রহিত করার মত কেউ নেই। তিনি নিজ বান্দাহ্‌দের মধ্যে যার প্রতি অনুগ্রহ করতে চান তাকেই তিনি অনুগ্রহ করেন। বস্তুতঃ তিনিই ক্ষমাশীল, দয়ালু'' (সূরা ইউনুস ১০৭)। (চ) কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে মহান আল্লাহ্‌র ঘোষণা, ''তুমি বল ঃ হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্! আপনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন, যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন; আপনারই হাতে যাবতীয় কল্যাণ, নিশ্চয়ই আপনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান'' (সূরা আল্ ইমরান ২৬)। (ছ) প্রভুত্ব হিসাবে কুরআন মাজীদে আল্লাহ্‌র পরিচয়ে মোট ৪২ বার রাব্বুল আলামীন' বা বিশ্ব জাহানের রব' বা প্রভু বলা হয়েছে। আয়াতগুলি উল্লেখ না করে আসুন, রব' শব্দটি অর্থ জানার চেষ্টা করি। প্রকৃতপক্ষে আরবী রব' শব্দটিকে অন্য ভাষায় যথাযথ অনুবাদ করা যায় না। তবে বাংলায় এর অর্থ করা হয় প্রভু, স্রষ্টা, ব্যবস্থাপক, পরিচালক, স্বত্বাধিকারী, পরিচর্যাকারী, পরিকল্পনাকারী, নিরাপত্তা দানকারী ইত্যাদি। রব' এই শব্দটির অর্থ সম্পর্কে (The Noble Quran English Translation, P. :1) গ্রন্থে বলা হয়েছে — There is no proper equivalent for 'Rabb' in English language. It means the one and the only Organizer, Provider, Master, Planner, Sustainer, Cherisher and giver of security.

১৩। প্রশ্ন ঃ তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ'র সম্পর্কে কুরআনী দলীল ও প্রমাণ কী?

উত্তর ঃ তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ'র অর্থ হচ্ছে ইলাহ বা উপাস্য হিসাবে একমাত্র আল্লাহ্‌কে মানা। মুসলিমের স্বলাত, সিয়াম, দুআ, যিকির, আশা-ভরসা, ভয়, যবেহ, সাহায্য প্রার্থনা, সন্তানসহ যাবতীয় কামনা-বাসনা, রোগমুক্তির প্রার্থনা, কল্যাণ কামনা ও

অকল্যাণ দূর করার জন্য প্রার্থনা ইত্যাদি সমস্ত কিছুই হবে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে। অন্য কারো কাছে কখনো কোনো অবস্থাতেই তা করা যাবে না। অর্থাৎ আনুগত্য ও দাসত্ব পাওয়ার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্ অন্য কেউ বা কোনো কিছু (জড় বস্তু) নয়। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে বহু আয়াত বিদ্যমান; এখানে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আয়াত হলো — (ক) এবং তোমাদের ইলাহ (উপাস্য)ই একমাত্র ইলাহ্। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। তিনি মহা করুণাময় দয়ালু (সূরা বাক্বারাহ্ ১৬৩)। (খ) হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রভুর ইবাদাত করো যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী সকলকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা মুত্তাকী (ধর্মভীরু / পরহেজগার) হতে পার (সূরা বাক্বারাহ্ ২১)। (গ) আল্লাহ্ তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। তিরি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক (সূরা আল্ ইমরান ২)। (ঘ) আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ (উপাস্য) নেই। ফেরেশতাগণ ও ন্যায়নিষ্ঠা জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নাই। তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় (সূরা আল্ ইমরান ১৮)। (ঙ) তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের রব'। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা। অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদাত কর। তিনি প্রত্যেক বস্তুর কার্যনির্বাহী (সূরা আন্‌আম ১০২)। (চ) তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদাত করবে (সূরা বানী ইসরাঈল ২৩) (ছ) তিনিই আল্লাহ্ তোমাদের রব। সাম্রাজ্য ও কর্তৃত্ব তাঁরই। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছ? (সূরা যুমার ৬)। (জ) আমি জ্বিন ও ইনসানকে শুধু আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি (সূরা যারিয়াত ৫৬)। (ঝ) আমি তোমার পূর্বে যত রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের প্রতি এই নির্দেশই দিয়েছি যে, আমি ব্যতীত সত্য কোনো মাবূদ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর (সূরা আম্বিয়া ২৫)। (ঞ) তাদেরকে শুধু এ নির্দেশই দেওয়া হয়েছে যে, তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করবে (সূরা বাইয়্যিনাহ্ ৫) ইত্যাদি। এ সম্পর্কীয় বহু আয়াত কুরআনে বিদ্যমান। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় মাত্র দশটি আয়াত পরিবেশন করা হল যথেষ্ট মনে করে। প্রশ্ন জাগে, যেখানে কুরআনের একটি আয়াতের নির্দেশ অমান্য করলে মুসলিম থাকা যায় না সেখানে বহুসংখ্যক আয়াত ও বহুসংখ্যক সহীহ্ হাদীসের নির্দেশ অমান্য করে যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদেরকে ইলাহ্ বানিয়ে তাদের পূজা করে তারা মুসলিম থাকে কীভাবে? অত্যন্ত সত্যি কথা এটাই যে, যে মুসলিম 'রব' হিসাবে আল্লাহ্‌কে জানে এবং মানে তাকে মুসলিম থাকতে হলে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌রই ইবাদাত করতে হবে। আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করতে হবে। আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চাইতে হবে। বিপদে-সংকটে আল্লাহ্‌র কাছেই মুক্তি ও পরিত্রাণ চাইতে হবে। অন্য কারো কাছে নয়।

(১৪) প্রশ্ন ঃ শুধুমাত্র তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ্ অর্থাৎ আল্লাহকে রব' হিসাবে স্বীকার করলে কি মুসলিম হওয়া যাবে?

উত্তর ঃ না, তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ্‌কে স্বীকার না করা পর্যন্ত শুধুমাত্র তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ্‌কে স্বীকার করেই মুসলিম হওয়া যাবে না। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সময়ের কাফির ও মুশরিকরা তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহকে স্বীকার করতো কিন্তু তারা মুসলিম ছিল না। আল্লাহ্ বলেন, ''তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবেঃ এগুলো তো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্'' (সূরা যুখরুফ ৯)।

এই আয়াতে বুঝা যায় তারা আল্লাহ্‌কে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে জানতো। অনুরূপ ভাবে তারা আল্লাহ্‌কে রিযিকদাতা ও জীবন-মৃত্যুদানকারী হিসাবেও বিশ্বাস করতো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, ''তুমি বল! কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন হতে রিযিক পৌঁছিয়ে থাকেন? অথবা কে কর্ণ ও চক্ষুসমূহের উপর পূর্ণ অধিকার রাখেন? আর কে জীবন্তকে প্রাণহীন হতে বের করেন আর প্রাণহীনকে জীবন্ত হতে বের করেন? আর কে সমস্ত কাজ পরিচালনা করেন? তখন অবশ্যই তারা বলবে যে, আল্লাহ; অতএব তুমি বল ঃ তবে কেন তোমরা ভয় করো না''? (সূরা ইউনুস ৩১)। আল্লাহ্ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করে যমীনকে সজীব করেন; তারা এও বিশ্বাস করতো। যেমন আল্লাহ্ বলেন, ''যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর কে আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করে, অতঃপর তা দ্বারা মাটিকে ওর মৃত হবার পর সঞ্জীবিত করে? তবে তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ্। বল ঃ প্রশংসা আল্লাহ্‌রই; কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা অনুভব করে না'' (সূরা আনকাবুত ৬৩)।

এছাড়াও সূরা মুমিনের ৮৪-৮৯ নং আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, তারা আল্লাহ্‌কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রভু ও প্রতিপালক বলে বিশ্বাস করতো। মহান আরশের রব' এবং সর্বোপরি সকল বিষয়ে আল্লাহর কর্তৃত্বের বিশ্বাসী হয়েও তারা মুসলিম হিসাবে স্বীকৃতি পায়নি। কারণ একটাই যে, তারা ইবাদাত ও উলুহিয়্যাতে আল্লাহ্‌কে একক মর্যাদা দেয়নি। তাই আল্লাহ্‌কে রব' মানার সাথে সাথে একমাত্র ইলাহ' মানলে মুসলিম থাকা যাবে। অন্যথায় শুধুমাত্র

রব' বা প্রভু মেনে মুসলিম থাকা যাবে না।

১৫। প্রশ্ন ঃ সমস্ত নাবী ও রসূলগণ কোন্ তাওহীদের দিকে নিজ নিজ জাতিকে ডাক দিয়েছিলেন ?

উত্তর ঃ সমস্ত নাবী ও রসূলগণ তাওহীদুল উলুহিয়্যার প্রতি নিজ নিজ জাতিকে ডাক দিয়েছিলেন। কারণ আল্লাহ্‌র প্রভুত্বের ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস ছিলই; ইলাহ বা উপাস্য হিসাবে তারা আল্লাহ্‌র পাশাপাশি অন্য উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিল। তাই তাদেরকে বার বার যে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল তা হলো আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। যেমন নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ বলেন, ''আমি তোমার পূর্বে কোনো রসূল প্রেরণ করি নাই এই অহী ব্যতীত যে, আমি ছাড়া অন্য কোনো (সত্য) মাবূদ নেই; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর'' (সূরা আম্বিয়া ২৫)। এরূপ বহু আয়াত কুরআনে বিদ্যমান।

১৬। প্রশ্ন ঃ তাওহীদুল আসমা অস্ সিফাত' এর অর্থ কী? এর কোনো প্রমাণ আছে কী?

উত্তর ঃ এই প্রকার তাওহীদের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীতে তাওহীদ। অর্থাৎ কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্‌তে আল্লাহ্‌র যেসব নাম ও গুণাবলীর উল্লেখ আছে সেসব নাম ও গুণাবলীতে বিশ্বাস রাখতে হবে। এসব যেখানে যে অর্থ বহন করে সেখানে সে অর্থেই বিশ্বাস করতে হবে; ব্যাখ্যা করে মূল অর্থ বাদ দিয়ে অন্য অর্থ করা যাবে না। পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর উল্লেখ আছে। তার মধ্যে কয়েকটি হলো — (ক) আল্লাহ্‌র অসংখ্য সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাকবে' (সূরা আরাফ ১৮০)। (খ) আল্লাহ্ ছাড়া কোনোই সত্য মাবূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সকল সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণকারী (সূরা বাক্বারাহ্ ২৫৫ এবং সূরা আল ইমরান ২)। (গ) কোনো বস্তুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' (সূরা শূরা ১১)। এছাড়াও সূরা হাশরের ২৩ নং এবং ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ্‌র কিছু গুণাবলী ও উত্তম নামের ঘোষণা আছে। সহীহ্ বুখারীতে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ্‌র নিরানব্বইটি নাম আছে যে এ নামগুলো মুখস্ত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'' এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি যে, আল্লাহ্‌র গুণাবলীর মত বা গুণাবলীর কিছু অংশ অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে আছে এরূপ মনে করা শির্কের অন্তর্ভুক্ত। যেমন গায়েবী জ্ঞান (অদৃশ্যের খবর) রাখা, দূর ও নিকট থেকে সকলের প্রার্থনা শোনার ক্ষমতা, বিশ্বজগতের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি এই ধরণের যত ইলাহী গুণাবলী রয়েছে আল্লাহ্ ছাড়া কোনো নাবী, অলী বা অন্য কাউকে ও ধরণের গুণের অধিকারী মনে করা যাবে না। করলে তা স্পষ্ট শির্ক হয়ে যাবে। বড় দুঃখের বিষয় যে, কবর পূজারীদের মধ্যে এই প্রকারের শির্ক ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। কারণ তারা অনেক অলীকে উল্লিখিত গুণসমূহের অধিকারী মনে করে। একই রকম ভাবে কবর পূজার ব্যধিতে আক্রান্ত বহু মানুষ কবরে সমাধিস্থ মৃত অলীদের উদ্দেশ্যে ইবাদাত করছে যা সুস্পষ্ট বড় শির্ক। আল্লাহ্ আমাদের শির্কের গুনাহ্ থেকে রক্ষা করুন — আমীন।

১৭। প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ কি নিরাকার, নাকি তাঁর কোনো আকার আছে ?

উত্তর ঃ না, আল্লাহ্ নিরাকার নন, তাঁর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা কুরআনে আছে। গোটা বিশ্বজাহান ও তাতে ছোট বড় যা কিছু আছে তিনি সব কিছুর স্রষ্টা। কিন্তু কোনো সৃষ্টির সাথে তাঁর কোনো সাদৃশ্যতা নেই। তিনি তাঁর মত, কোনো কিছুই তার মত নয়। কুরআনে আল্লাহ্ তাঁর হাত আছে বলে ঘোষণা দিয়েছেন একাধিক জায়গায়। যেমন ''বল! নিশ্চয়ই অনুগ্রহ আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি যাকে চান তাকে তা দেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ'' (সূরা আল ইমরান ৭৩)। আরো বলেন, ''বরং তাঁর দু' হাত উন্মুক্ত তিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন ব্যয় করেন'' (সূরা মায়েদা ৬৪)। আল্লাহ্‌র হাতের মুঠো ও ডান হাতের বর্ণনায় উল্লেখ আছে, ''সমস্ত পৃথিবী কিয়ামতের দিন থাকবে তাঁর হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে ভাঁজকৃত তাঁর ডান হাতে'' (সূরা যুমার ৬৭)। আল্লাহ্‌র চেহারা বা মুখমণ্ডলের বর্ণনায় ইরশাদ করেন, ''ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই ধ্বংসশীল, এবং অবশিষ্ট থাকবে শুধু তোমার প্রতিপালকের মুখমণ্ডল (সত্ত্বা) যা মহিমাময়, মহানুভব'' (সূরা কাসাস ৮৮)। আল্লাহ্‌র চোখের প্রমাণে বহু বর্ণনা কুরআনে আছে যেমন ''তুমি আমা চোখের সামনেই রয়েছ'' (সূরা তুর ৪৮)। অতঃপর ''আমি তাঁর (নূহের) কাছে অহী নাযিল করলাম, তুমি আমার চোখের সামনে ও আমার অহী অনুযায়ী নৌযান নির্মাণ কর'' (সূরা মুমিনুন ২৭)। এছাড়াও সূরা কামার ১৪, সূরা হূদ ৩৭ ইত্যাদি আয়াতে আল্লাহ্‌র চোখের উল্লেখ আছে। আল্লাহ্‌র চেহারার অস্তিত্ব পাওয়া যায়, সেদিন শুভ্র মুখমণ্ডলময় লোকেরা নিজেদের রবকে দেখতে থাকবে'' (সূরা কিয়ামাহ্ ২২-২৩)। সহীহ্ বুখারীর ৬৮৮২ নং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নিশ্চয়ই তোমরা শীঘ্রই তোমাদের রবকে এ চাঁদের মতই দেখতে পাবে। সহীহ্ বুখারীর ৪৪৭০ নং হাদীসে আল্লাহ্‌র পা-এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

পবিত্র কুরআনের সূরা আরাফের ৫৪ নং আয়াত সহ

আরো অনেক স্থানে ঘোষণা হয়েছে তিনি (আল্লাহ্) আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন অতঃপর আরশের উপর সমাসীন হন। এছাড়াও বলা যায় তিনি কথা বলেন, কারণ সম্পূর্ণ কুরআন তাঁর বাণী। অতএব কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের এসব বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ নিরাকার নন। আল্লাহ্ নিরাকার — এই আক্বীদা বা ধারণা সম্পূর্ণভাবে কুরআন ও সুন্নাহ্ বিরোধী।

১৮। প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্র অবস্থান কোথায় বা আল্লাহ্ কোথায় আছেন ?

উত্তর ঃ পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসে আল্লাহ্র অবস্থান বিষয়ে সুস্পষ্ট আলোচনার পরও এ প্রশ্নটিকে ঘিরে মারাত্মক বিভ্রান্তি রয়েছে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ নিজ সম্পর্কে কমপক্ষে সাতবার বলেছেন যে, তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত রয়েছেন। এই আয়াতগুলি হল ঃ সূরা আরাফ ৫৪, ইউনুস ৩, রাদ ২, ত্বাহা ৫, ফুরকান ৫৯, সাজদাহ্ ৪, হাদীদ ৪। মহান আল্লাহ্ যে, আরশে অধিষ্ঠিত এবং আল্লাহ্র আরশ যে উপরে অবস্থিত এ বিষয়ে কুরআনে অনেক আয়াত আছে। এখানে কয়েকটিমাত্র পেশ করা হলো ঃ— (ক) ফেরেশতাগণ ও রূহ আল্লাহ্ তাআলার দিকে উর্ধ্বমুখী হয় (সূরা মাআরিজ ৪)। (খ) বরং আল্লাহ্ তাঁকে (ঈসা আলাইহিস্ সালামকে) উঠিয়ে নিয়েছেন নিজের দিকে অর্থাৎ নিজের কাছে (সূরা নিসা ১৫৮)। (গ) কুরআন মাজীদের বহু স্থানে আল্লাহ্ বলেন, এই কিতাব তাঁর কাছ থেকে নাযিল বা অবতরণ হয়েছে। এই নাযিল বা অবতরণ উপর থেকে নীচে হয়। আল্লাহ্ বলেন, এই কিতাব, এটা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি (সূরা ইবরাহীম ১)। নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি সত্য সহ গ্রন্থ অবতরণ করেছি (সূরা নিসা ১০৫)। নিশ্চয় আমি এটা (কুরআন) কদরের রাতে নাযিল করেছি (সূরা কদর ১)। (ঘ) হিজরতের পর মহা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কাবাকে ক্বিবলা করার আকাঙ্খায় আল্লাহ্র অবস্থান উপরে জেনে বারবার আকাশের দিকে তাকাতেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, নিশ্চয় আমি তোমাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি" (সূরা বাক্বারাহ্ ১৪৪)।

অনেক সহীহ্ হাদীস দ্বারা এটি প্রমাণিত যে, আল্লাহ্র অবস্থান সাত আকাশের উপরে। যেমন (ক) যয়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমাকে (রসূলের সাথে) বিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ্, সাত আকাশের উপর থেকে (বুখারী ৭৪২০)। (খ) রাতের ও দিনের ফেরেশতারা (মানুষের কৃত কর্মের হিসাব নিয়ে) উপরে উঠে যান (বুখারী ৫৫৫)। (গ) প্রতিরাতের এক তৃতীয়াংশে আল্লাহ্ প্রথম আকাশে নেমে আসেন (বুখারী ১১৪৫)। (ঘ) মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে মিরাজের ঘটনায় সপ্ত আকাশের উপরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল (বুখারী, বাবুল মিরাজ)। এরূপ বহু বর্ণনা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র অবস্থান আকাশের উপর।

স্বভাব ও প্রকৃতিগত বিশ্বাসেও আমরা (ক) দুআ করি হাত উপরে তুলে, দু' হাত দুদিকে প্রসারিত করে নয়। (খ) বলে থাকি উপরওয়ালা তোমার বিচার করবে, সবই উপরওয়ালার ইচ্ছা ইত্যাদি কথাগুলিও প্রমাণ করে আল্লাহ্র অবস্থান আকাশের উপর। তাই আল্লাহ্র অবস্থান সম্পর্কে এই আক্বীদা পোষণ করা অবশ্য কর্তব্য।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করি কুরআন ও সুন্নাহ্র উল্লিখিত সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ দলীল ও প্রমাণাদির পরও কোনো মুসলিম কি একথা বলতে পারে যে, আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান'? এই আক্বীদা বা বিশ্বাস কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থী তাই সুস্পষ্ট গোমরাহী ছাড়া আর কিছু নয়।

১৯। প্রশ্ন ঃ কুরআনের একাধিক জায়গায় আল্লাহ্ বলেন, আমি তোমাদের সাথে আছি" এই সাথে থাকার অর্থ কী ?

উত্তর ঃ এ সাথে থাকার অর্থ হচ্ছে তিনি সব জানেন, দেখেন ও শোনেন। আল্লাহ্ মুসা ও হারূন (আলাইহিস্ সালাম) কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তিনি (আল্লাহ্) বলেন, তোমরা ভয় করো না। আমি তোমাদের সাথে আছি, আমি শুনি ও দেখি (সূরা ত্বাহা ৪৬)। অন্যত্র তিনি বলেন, তিনি তোমাদের সাথে আছেন, তোমরা যেখানেই থাক। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা দেখেন (সূরা হাদীদ ৪)।

এই সাথে থাকার অর্থ সহ অবস্থান নয়। আল্লাহ্র সৃষ্টি সূর্য নিজ অবস্থান থেকে সমস্ত পৃথিবীকে আলো ও তাপ প্রদান করে এর জন্য সূর্যকে নেমে আসতে হয় না। প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ্ তাঁর জ্ঞান দ্বারা পৃথিবীর সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন, সপ্ত আকাশ এবং পৃথিবী ও অনুরূপ, ওগুলোর মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ; ফলে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানের (দ্বারা) আল্লাহ্ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন (সূরা তালাক ১২)।

আশা করি সংক্ষেপে হলেও বিষয়টি বুঝার জন্য যথেষ্ট হয়েছে।

২০। প্রশ্ন ঃ মানুষের স্বভাবজাত (ফিতরাতী) বিশ্বাস তাওহীদ না শির্ক ?

উত্তর ঃ মানুষের স্বভাবজাত বিশ্বাস হচ্ছে তাওহীদ’ বা আল্লাহ্কে একক মর্যাদা দেওয়া। এ বিশ্বাসের উপরেই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি একনিষ্ঠ হয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহ্র প্রকৃতির (ফিতরাত) অনুসরণ কর, যে প্রকৃত অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই, এটা সরল দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না (সূরা রূম ৩০)। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে, তুমি তোমার নিখুঁত প্রকৃতি ও স্বভাবকে আঁকড়ে ধর, যে প্রকৃতি ও স্বভাবের উপর আল্লাহ্ সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন। আর আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিকে তাঁর মারেফাত (মানে পরিচয়), তাওহীদ এবং তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই — এ বিশ্বাসের উপর সৃষ্টি করেছেন (৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৫৩-৫৪ সংক্ষিপ্ত)। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, প্রতিটি মানব সন্তানই তার সহজাত প্রকৃতি তথা তাওহীদের উপর জন্মগ্রহণ করে (বুখারী হাঃ ১৩৮৫, মুসলিম হাঃ ৬৯২৬)। (খ) আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দাহ্দেরকে আমি আমার প্রতি একাগ্রচিত্ত (তাওহীদমুখী) করে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শয়তানরা তাদেরকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে। আমি তাদের জন্য যা হালাল করেছি সে তা হারাম করে দিয়েছে (মুসলিম হাঃ ৭৩৮৬)। উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস দুটি প্রমাণ করে যে, মানুষের জন্মই হয়েছে তাওহীদের উপর। তাই তাওহীদি চেতনা তার স্বভাবের মধ্যে মিশে আছে; শির্ক নয়।

আরও জেনে রাখা ভাল যে, যে সমস্ত মানুষ শির্ক করে তারাও কিন্তু বিশ্বজাহানের স্রষ্টা, প্রতিপালক ও মালিক হিসাবে একমাত্র আল্লাহ্কেই মানে। জন্মগত স্বভাব সুলভ এ বিশ্বাসের কারণেই মানুষ বিপদ ও সংকটে একমাত্র আল্লাহ্রই কাছে উদ্ধার কামনা করে। পবিত্র কুরআনে এর বহু প্রমাণ বিদ্যমান। যেমন আল্লাহ্ বলেন — (ক) মানুষকে যখন কোনো দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করে তখন তাদের রবের দিকে ঝুঁকে পড়ে শুধু তাঁকে ডাকে (সূরা রূম ৩৩)। (খ) মানুষকে যখন দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তার প্রতিপালককে ডাকে (সূরা যুমার ৮)। সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি (আল্লাহ্) ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা ডাক তারা তোমাদের মন থেকে সরে যায় (সূরা বানী ইসরাঈল ৬৭)। এছাড়াও পবিত্র কুরআনে আরও অনেক আয়াত আছে যেমন সূরা ইউনুস ১২, আনকাবুত ৬৫, লুকমান ৩২, যুমার ৪৯ ইত্যাদি। উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের স্বভাবজাত বিশ্বাস তাওহীদ, শির্ক নয়।

২১। প্রশ্ন ঃ শির্ক কী? এটি কী ধরণের অপরাধ বা গুনাহ্?

উত্তর ঃ শির্ক অর্থ শরীক করা, অংশীদার স্থাপন করা। আল্লাহ্র সাথে অন্য কোনো সত্ত্বাকে শরীক করাকেই শির্ক বলে। শির্ক হচ্ছে তাওহীদ এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ইংরেজীতে এর অনুবাদ করা হয়েছে polytheism (একাধিক উপাস্যে বিশ্বাসী) Sharer, Partner, Associate. আকীদার পরিভাষায় শির্ক হলো আল্লাহ্র সাথে সংশ্লিষ্ট ও সীমাবদ্ধ কোনো বিষয় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য প্রয়োগ করা। আল্লাহ্ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করা তার প্রভুত্বে, প্রতিপালনে, উপাসনায়, আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর যে কোনটিরই ক্ষেত্রে হোক না কেন নিঃসন্দেহে তা দুনিয়ার সকল গুনাহের একেবারে শীর্ষে অবস্থিত। আল্লাহ্ বলেন, ‘‘শির্ক বড় জুলুম’’ (সূরা লুকমান ১৩)। আল্লাহ্ আরো বলেন, যে আল্লাহ্র সাথে শির্ক করল, সে জঘন্য পাপ করল’’ (সূরা নিসা ৪৮)। যে শির্ক করল সে তো গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতায় অনেক দূর গড়িয়ে গেল’’ (সূরা নিসা ১১৬)। ইত্যাদি আয়াত সমূহ প্রমাণ করে যে শির্কের উপর আর কোনো বড় গুনাহ্ বা গুমরাহী নেই। বুখারীর ২৬৫৪ ও ৫৯৭৬ নং হাদীসে এবং মুসলিমের ৮৭ নং হাদীসে শির্ককে সর্ববৃহৎ গুনাহ্ বলা হয়েছে।

২২। প্রশ্ন ঃ আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল ও দয়ালু; শির্কের গুনাহ তিনি কি ক্ষমা করবেন না?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ তাআলা নিজেকে রাহমান ও রাহীম’ এবং গফুর ও হালীম’ অর্থাৎ পরম করুণাময় ও দয়ালু; ক্ষমাশীল ও সংযমী হিসাবে বিশেষিত করেছেন। কিন্তু তিনি শির্কের গুনাহ্ (তাওবা ছাড়া) ক্ষমা করবেন না বলে সতর্ক করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন, নিশয়ই আল্লাহ্ তাঁর সাথে অংশী স্থাপন করলে তাকে ক্ষমা করবেন না এবং তদ্ব্যতীত যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন’’ (সূরা নিসা ৪৮, ১১৬)।* শির্কের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিরঙ্কুশ আধিপত্য ও সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন করা হয়, তাই শির্ক জঘন্যতম অপরাধ যা থেকে আমাদের বেঁচে থাকতেই হবে।

---

* আখেরাতের শির্ক ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত গুনাহ্ আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন। তবে বেঁচে থাকাকালীন তাওবা করলে শির্ক সহ সমস্ত গুনাহ্ আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন — সম্পাদক।

অপসংস্কৃতির কবলে মুসলিমদের বিবাহ

মুহাম্মাদ ইসমাঈল

প্রসঙ্গ কথা ঃ ইসলামে নারী-পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র বৈধ পন্থা হল বিবাহ। পরিবার গঠন, সংরক্ষণ ও বংশ বিস্তারের জন্য বিয়ে ছাড়া আর কোনো বিধি সম্মত পথ নেই। এর মাধ্যমেই ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন পবিত্র ও কলুষমুক্ত হয়ে নৈতিকতার সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হতে পারে। এজন্যই ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করলে আল্লাহ্‌র চিরাচরিত বিধান এবং নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সুন্নাত হিসাবে বিয়ে করা ফরয (বুখারী হাঃ ৫০৬৩-এর ২ নং টীকা দ্রঃ)।

মহান আল্লাহ্‌র এহেন পবিত্র বিধানকে প্রতিপালন করতে গিয়ে আমরা (মুসলিমরা) বিয়ের অনুষ্ঠানে যেসব বিষয়ের উদ্ভাবন ও অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছি তা একবার গভীরভাবে অনুধাবন করা দরকার যে, উক্ত উদ্ভাবিত ও অনুপ্রবিষ্ট বিষয়সমূহ কি শরীআত সম্মত নাকি অবৈধ? নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যুগে, সাহাবাদের যুগে বা তৎপরবর্তী তাবা-তাবেঈনদের যুগে কি বর্তমানকালের এইসব নব উদ্ভাবিত ক্রিয়াকাণ্ডগুলি বিবাহ অনুষ্ঠানের নামে সম্পৃক্ত ছিল? আসুন, বিষয়গুলো নিয়ে একটু পর্যালোচনা করে দেখি।

মুসলিমদের বিয়ে যে পদ্ধতিতে হওয়ার কথা ঃ যে কোন বিবাহযোগ্য পাত্রের অভিভাবক বিবাহযোগ্য পাত্রীর অভিভাবকের নিকট কিংবা পাত্রীর অভিভাবক পাত্রের অভিভাবকের নিকট (অনুরূপ বয়ঃপ্রাপ্ত পাত্র-পাত্রী) স্বয়ং বা লোক মারফৎ বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবে। উভয় পক্ষের সহমত ও সম্মতি ক্রমে নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে কিছু সংখ্যক ব্যক্তির সম্মুখে মোহনারা ধার্য করে তা পাত্র কর্তৃক আদায় করার মাধ্যমে (সম্পূর্ণ আদায় করাই বাঞ্ছনীয়, সম্ভব না হলে কিয়দাংশ অবশ্যই আদায় দিতে হবে)। পাত্রীর ওয়ালীর অনুমোদন ও অনুমতি ক্রমে প্রথমে খুৎবা প্রদান এবং তৎপর ইজাব কবুলের মাধ্যমে বিবাহ কার্য সমাধা করতে হয়। উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত পাত্রীকে পাত্র বিয়ের আগে চাক্ষুষ (ফটো কপি নয়) দেখে নেবার নির্দেশ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) থেকে রয়েছে, যা অবশ্যই পালনীয়। প্রকাশ থাকে যে, ওয়ালী এবং (কম পক্ষে) দু'জন সাক্ষী ব্যতিরেকে বিয়েই হয় না (আহমাদ, বুলুগুল মারাম হাঃ ৯৭৬, বিয়ে অধ্যায়)।

হাদীসের প্রথম অংশ 'অলী ছাড়া বিয়ে হবে না।' মুসনাদ আহমাদ হাঃ ১৯৭২৫, আবূ দাউদ হাঃ ২০৮৭ তে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) থেকে সহীহ্ সূত্রে প্রমাণিত কিন্তু দ্বিতীয় অংশ 'দুজন সাক্ষী ছাড়া বিয়ে হবে না' মুসনাদ আমাদে বিদ্যমান নয়। বরং সহীহ্ ইবনু হিব্বানে হাঃ ৪০৭৫ ইত্যাদি যঈফ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যাকে আলবানী সহীহ্ (ইরওয়া হাও ১৮৬০) এবং শুয়াইব আরনাউত্ব হাসান বলেছেন (ইবনু হিব্বান হাঃ ৪০৭৫)। তবে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে হাসান সূত্রে তার উক্তি হিসাবে প্রমাণিত (মুসনাদুশ্ শাফেয়ী হাঃ ০১৭৫)।

ইদানীং যেভাবে বিয়ে হচ্ছে ঃ বিয়ের প্রস্তাব এখন আর অভিভাবকেরা নিজেরা দেন না (ব্যতিক্রম অবশ্যই কিছু আছে)। ঘটক নামক এক শ্রেণির দালাল লোক এই কাজ করে থাকেন। তাদের কাছে বেশ কিছু পাত্র-পাত্রীর নাম ঠিকানা সংবিলিত লিষ্ট থাকে। তারা উপজাযক হয়ে বা অভিভাবকের অনুমতি ক্রমে বিয়ের ব্যাপারে অনুঘটকের কাজ করেন। বিনিময়ে অবশ্যই কিছু লেনদেনের কারবার (গোপনে) থাকে। যার জন্য এঁরা বিভিন্ন ছল - চাতুরীর মাধ্যমে বিয়ের কাজটি সমাধা করে দেন, কিন্তু পরবর্তীতে হয় পাত্র পক্ষ নয় তো পাত্রী পক্ষ, যে কোনো এক পক্ষকে প্রতারিত হতে হয়।

আজকাল বিয়েতে যা হচ্ছে ঃ বিয়ের প্রস্তাব হওয়ার পর শুরু হয় পাত্রী দেখার পালা। শরীআত অনুমতি দিয়েছে কেবলমাত্র পাত্র পাত্রীকে এককভাবে দেখবে। এতটুকুই নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নির্দেশ। তবে একজন যুবা পুরুষের পক্ষে অপর একজন যুবতী নারীকে তাৎক্ষণিক ভাবে দেখে সঠিক নির্বাচন দূরূহ ব্যাপার। তাই পাত্রের সাথে তার মা, খালা বা ভগ্নি থাকা ভালো (এটা কিন্তু শরীআতের নির্দেশ নয়, কল্যাণকর কাজের সহায়তার জন্য তা বলা হল — লেখক)। এর অধিক কিছু করার কোনো অনুমতি শরীআতে নেই। অথচ বর্তমানে পাত্রী দেখার নামে যা চলছে তা সম্পূর্ণ সুন্নাহ্ বিরোধী, অমানবিক এবং সমাজ বিরোধীও বটে।

পাত্রী দেখার প্রথম পর্বে এখন আর পাত্রের যাওয়ার প্রশ্ন নেই। সর্বাগ্রে পাত্রের বাবা-কাকা-মামা ইত্যাকার বয়োজ্যেষ্ঠরা দেখতে যান। পাত্রীর বাবাকে উক্ত মেহমানের মেহমানদারীর জন্য বিভিন্ন রকম খাদ্য-পানীয়র ব্যবস্থা রাখতে হয়। কোনোরূপ ত্রুটি

না ঘটে, তার জন্য থাকতে হয় তটস্থ। তাঁর খাদ্য-পানীয়তে সন্তুষ্ট হলে মেয়ে পছন্দের সার্টিফিকেট দিবেন এবং তার পর পাত্র, পাত্রের ভাই, ভগ্নিপতি, বন্ধু-বান্ধব সহ সদল বলে উক্ত পাত্রীকে দেখার জন্য যাবে। আবার সেই মেহমানদারীর সুব্যবস্থা করতে হয় বেচারী পাত্রীর পিতাকে। এরপর যদি সকলের পছন্দের মতামত পাওয়া যায় তখন শুরু হয় বর পণ নিয়ে দর কষাকষি। অনেক ক্ষেত্রে তা বরপক্ষের চাহিদা মত না হওয়ায় বিয়ের সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সমঝোতার মাধ্যমে বিয়ে ঠিক হয়। বরপণ' যা শরীআতে হারাম, তাই দিয়ে সূচনা হয় বিয়ের।

এরপর শুরু হয় বিয়ের অনুষ্ঠান। পাত্রের বাড়িতেই হোক বা পাত্রীর বিয়ের উভয় বাড়িতেই নিম্ন বর্ণিত অপকর্মগুলি সংঘটিত হয় (শতকরা দু একটি ছাড়া)।

প্রথম অপকর্ম ঃ বিয়ের নির্ধারিত তারিখের তিন-চার দিন আগে থেকেই পাত্রের বা পাত্রীর ভাই-ভগ্নিপতি, বন্ধু-বান্ধবরা মিলে অনুষ্ঠানে আনন্দ উপভোগের জন্য অতি উৎসাহের সাথে অন্য কিছু হোক বা না হোক গান-বাদ্য-বাজনার ব্যবস্থা করে। সাধারণ মাইক বাজানো মনঃপূত হয় না আর। তাই এখন ডেক, বক্স, ডিজে ইত্যাদি যন্ত্র, যেগুলোর আকার-আয়তন যেমন বিরাট, তেমনি শব্দ আরো ভীষণ ভয়ানক বিকট। লাগাম ছাড়া মাত্রাহীন উচ্চ থেকে উচ্চতর উৎকর্ষ আওয়াজে সেই যন্ত্রগুলোকে বাজানো হয় এবং তৎসঙ্গে পরিবেশিত হয় অশ্লীল কুরুচিকর সংঙ্গীত। তদ্সঙ্গে চলে যুবক ছেলেদের উদ্দাম নাচ, হাত তালি, সিটি বাজানো ইত্যাদি। কোনো কোনো স্থানে অতি উৎসাহী যুবক দর্শক কোনো যুবতী মেয়েকে আকর্ষিতভাবে হাত ধরে টেনে নিয়ে তার নাচের পার্টনার করে নেয়। এক্ষেত্রে শুধু ছেলেরাই নয়, অনেক মেয়ে, যুবতী এমনকী বয়স্কা মহিলারাও নিঃসংকোচে উক্ত নৃত্যে অংশ নিচ্ছে। আর বহু সংখ্যক লোক তা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে আর বাহবা দিচ্ছে। চিন্তা করুন, কী নির্লজ্জ এই দৃশ্য আর কতই না জঘন্য এই ক্রিয়া-কলাপ।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ ও তদীয় রসূলের বিধান কী, আসুন একটু যাচাই করে দেখা যাক। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কী বলেছেন —

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّ يَتَّخِذَهَا هُزُوًا اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ.

অর্থ ঃ মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ্র পথ হতে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে এবং আল্লাহ্র প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। ওদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি (সূরা লুকমান, আয়াত নং ৬)।

সাহাবায়ে কেরাম لهو الحديث (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) (অসার বিনোদন কথাবার্তা) এর ব্যাখ্যা করেছেন গান' দিয়ে। আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ বর্ণনা হিসাবে এটি বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আবি শায়বা, ইবনে জারির, হাকেম প্রমুখ সাহাবা আল বিকরী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদকে বলতে শুনেছেন যে, যখন তাকে এই আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল। তিনি বললেন, সেই সত্ত্বার শপথ, যিনি ছাড়া আর অন্য কোনো উপাস্য নেই, এর দ্বারা গানের কথা বলা হয়েছে। কথাটি তিনি তিন বার উল্লেখ করলেন' (তাফসীরে ত্বাবারী ১০/২০২)।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বিশুদ্ধ সানাদে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ আয়াত দ্বারা গান-বাজনা এবং তা শোনা উদ্দেশ্য' (ত্বাবারী ১০/২০৩)। তাফসীর আহসানুল বায়ানে لهو الحديث এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে — لهو الحديث (অসার বাক্য) হল গান-বাজনা ও তার সামগ্রী বাঁশি এবং ওই সকল যন্ত্র যা মানুষকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে উদাস করে দেয়। কেচ্ছা-কাহিনী রূপকথা- উপকথা, নাটক, উপন্যাস, অশ্লীল ও সেক্সী পত্র-পত্রিকা এবং বর্তমানের রেডিও, অডিও, টি.ভি., সিডি, ভিসিয়ার, সিনেমা ইত্যাদি এর মধ্যে পড়ে। এই সকল বস্তুর মাধ্যমে অবশ্যই মানুষ আল্লাহ্র পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যায় এবং দ্বীনকে ঠাট্টা-বিদ্রুপের নিশানা বানায়। যারা এসবের পৃষ্ঠপোষক উৎসাহ দাতা ও পরিচালক, তারা সবাই এই কঠোর শাস্তির ভাগী হবে' (তাফসীর আহসানুল বায়ান, উক্ত আয়াতের টীকা দ্রঃ)।

এতদ্ বিষয়ে মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

ليكونَنّ من امّتى اقوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف ـ الحديث.

অর্থঃ আমার উম্মাতের মধ্যে এমন একদল লোক আসবে যারা ব্যভিচার, রেশম, মদ আর গান-বাজনাকে হালাল মনে করবে। আর অনেক সম্প্রদায় এমন হবে যারা পর্বতের পাদদেশে বাস করবে। গোধূলী লগ্নে যখন তারা পশুর পাল নিয়ে গৃহে ফিরবে, যখন কোনো ফকির এসে তাদের নিকট কিছু চাইবে তারা বলবেঃ আগামীকাল এসো। রাতের অন্ধকারেই আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করে দেবেন পাহাড়কে ধসিয়ে দিয়ে। আর অন্যদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত বানর ও শুকর বানিয়ে রাখবেন” (বুখারী হাঃ ৫৫৯০)।

এতদ্ব্যতীত বহু হাদীসে গান-বাদ্য-বাজনাকে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং বানর ও শুকর রূপে রূপান্তরিত করে দেবার শাস্তির কথা দ্ব্যর্থহীন ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। হে আল্লাহ্ রাহমানুর রহীম! আমাদেরকে এমন শাস্তির হাত থেকে রক্ষা কর।

আলোচ্য বাদ্য-বাজনা গান ’ এর ক্ষতিকারক দিকগুলো একটু পর্যালোচনা করা দরকার।

(১) মাত্রাতিরিক্ত উচ্চ শব্দে মাইক ইত্যাদি বাজানো শব্দ দূষণের আওতায় পড়ে যা সম্পূর্ণ বে-আইনী তথা দণ্ডনীয় অপরাধ।

(২) এর ফলে বহু মানুষ জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। যথা হার্ট, কিডনি, উচ্চ রক্তচাপ, বধিরতা, গ্যাস্ট্রিক, ডায়াবেটিস, মানসিক অস্থিরতা, স্নায়ুবিক উত্তেজনা, শারীরিক দুর্বলতা, বিরক্তি, ক্রোধ, হতাশা, টেনশন, উত্তেজনা, অবসাদ সহ ইত্যাদি বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি।

(৩) কোনো পরীক্ষার্থী বা চাকুরী প্রার্থী, যার এই পরীক্ষার উপরই ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করছে, যাকে রাত পোহালেই ছুটতে হবে পরীক্ষা কেন্দ্রে। ওই অনুষ্ঠান স্থলের সন্নিকটে যদি তার আবাস হয়, তবে তার কী মর্মান্তিক অবস্থা হবে?

(৪) মাসজিদ বা কারো বাড়ি যদি উক্ত এলাকায় হয়, তবে মুসল্লীদের তথা তাহাজ্জুদগুযার কোনো বান্দার স্বলাতে কী পরিমাণ বিঘ্ন সৃষ্টি হবে।

(৫) অনুষ্ঠান সংলগ্ন স্থলে যদি কোনো মুমূর্ষ রোগী থাকে, তবে তার অবস্থাই বা কী হবে এবং তার পরিবারের লোকেরাই বা কী করবে?

এমন আরো অনেক ক্ষতির সম্ভাব্য বিষয় আছে।

এতক্ষণে আমরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করলাম, আমাদের বিবাহ অনুষ্ঠানে বর্তমানে যা হচ্ছে তা কতখানি ভয়াবহ ও বিপদ সঙ্কুল। আমাদের ঘরের সন্তানেরা এহেন অপকর্মে লিপ্ত, অথচ আমরা চোখ কান বুজে নির্লিপ্ত উদাসীনতায় অবস্থান করছি। এসবের জন্য আমরাও কি দায়ী নই? অনুরোধ রাখছি ভেবে দেখার।

নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর হাদীস—

عن عبد الله بن عمر انّ رسول الله ﷺ قال الا كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته ـ الحديث

অর্থঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, তোমরা সাবধান হও! তোমরা প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল। আর (কিয়ামতের দিন) তোমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ...... (বুখারী হাঃ ৬৬৩৯)।

অত্র হাদীস দৃষ্টে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মাসজিদের ইমাম, গ্রামের সরদার, গৃহকর্তা এবং গৃহকর্ত্রী এমন যারা দায়িত্বশীল ব্যক্তি তারা সকলেই এই হাদীসের আওতাভুক্ত। অতএব আমরা যারা উল্লেখিত দায়িত্বে আছি, তারা কতখানি সেই দায়িত্ব পালন করছি? মনে হয় এতটুকুও না। কিংবা করলেও দায়সারা গোছের একটু আধটু। যেভাবে করলে কার্যকরী হবে সেভাবে মোটেই নয়।

অপর একটি হাদীসের প্রতি লক্ষ করুন —

عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله ﷺ من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه و ذٰلك أضعف الايمان.

অর্থ ঃ আবু সাঈদ আল্ খুদরী বর্ণনা করেছেন, রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে যে অসংগত ও অন্যায় কাজ দেখবে সামর্থ থাকলে সে (সেকাজ) হাত দ্বারা পরিবর্তন করবে। তা না থাকলে মুখ দ্বারা (কথা বলার মাধ্যমে) পরিবর্তন করবে। এও যদি সম্ভব না হয়, তবে অন্তর দ্বারা পরিবর্তন করবে, আর এটি হল সর্বাপেক্ষা দুর্বল ইমানের পরিচয় (মুসলিম হাঃ ৪৪)।

এবার আমাদের অবশ্যই ভেবে দেখা দরকার যে, আমাদের অবস্থান কোথায় —

দ্বিতীয় অপকর্ম ঃ বিয়ের অনুষ্ঠান মানেই যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশার চূড়ান্ত ছাড়পত্র। আর তারা এই সুযোগকে ষোলো আনা পূর্ণ করে নেয় উদ্দাম অশ্লীলতা, বেলেল্লাপনা, বেহায়াপনার মাধ্যমে। হলুদ মাখানোর ছুতোয় চলে পুরো রং মাখানোর খেলা। এ যেন গায়র কওমদের হোলী উৎসব। বস্তুতঃ আমরা বিজাতীয় আনন্দ উৎসবকে অতি আপন করে নিয়েছি, তাই তো আমাদের এই হাল হকিকত।

এ সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর হাদীস কী বলে তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য —

من تشبه بقوم فهو منهم

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি অন্য জাতির অনুসরণ করলো, সে সেই জাতির দলভুক্ত হয়ে গেল (আহমাদ, আবু দাউদ হাঃ ৪০৩৩, সূত্র হাসান)।

এক্ষেত্রে আমাদের সন্তান-সন্ততিরা কোন পর্যায়ভুক্ত হচ্ছে তাও অবশ্যই বিবেচ্য।

তৃতীয় অপকর্ম ঃ এরপর আসে বরানুগমনের পালা। যে স্থলে বর, দু'জন সাক্ষী, কনের অভিভাবক ও অপরাপর গুটি কয়েক লোকের প্রয়োজন, সেখানে বরযাত্রীর সংখ্যা ন্যূনতম একশত। যার অর্ধেক সংখ্যকই মহিলা। বিশেষতঃ যুবতী ও কুমারী। পনেরো-কুড়িটি ট্যাক্সি, মারুতী। গাড়ীর সে এক বিশাল বর্ণাঢ্য শোভা যাত্রা।

পাত্রীপক্ষের অনুষ্ঠান স্থলে পৌঁছানোর পর শুরু হয় বিভিন্ন ধরণের পটকা ও আতস বাজির খেলা। যেখানে যেকোনো মুহূর্তে ধুর্ঘটনা ঘটার সমূহ সম্ভবনা বিদ্যমান। এতদ্‌ব্যতীত এই আতসবাজী, পনেরো-কুড়িটা গাড়ির সঙ্গে আনা বাদ্য-বাজনা ইত্যাদির তো একটা মোটা অংকের খরচ আছে। এই বাহুল্য ব্যয় করার কি শরীআত অনুমতি দেয়? আল্লাহ্‌ রাব্বুল ইজ্জাত তাঁর কালাম মাজীদে কী ইরশাদ করেছেন দেখুন—

وَ لَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ٥ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوْٓا إِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ وَ كَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا.

অর্থ ঃ আর কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয় যারা অপব্যয় করে, তারা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রতিপালকের অতিশয় অকৃতজ্ঞ (সূরা বানী ইসরাঈল আয়াত নং ২৬-২৭)।

অত্র আয়াতটির ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে —

تبذير হল, অবৈধ কার্যকলাপে ব্যয় করা, যদিও তা সামান্য হয়। আর এটা এতবড় জঘন্য কাজ যে, এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শয়তানের সাথে রয়েছে পূর্ণ সাদৃশ্য। অথচ শয়তানের সাদৃশ্য গ্রহণ করা থেকে দূরে থাকা মানুষের জন্য ওয়াজিব, যদি তা (শয়তানের) কোনো একটি অভ্যাসেও হয় (তাফসীর আহসানুল বায়ান, উক্ত আয়াতের টীকা দ্রঃ)।

অপরপক্ষে পাত্রীর অভিভাবকের মাজলুম অবস্থা। কন্যাদায় বলে কথা। তিনি বাধ্য হচ্ছেন এই অতগুলো লোকের মাছ-মাংস খাদ্য-পানীয়, মিষ্টি-মিষ্টান্ন ইত্যাদির পরিবেশন দ্বারা মেহমানদারীর। বলুন, এটিই বা কতখানি মানবিক যুক্তি সংগত?

চতুর্থ অপকর্ম ঃ বিবাহ পর দিবস অলিমা। অলিমা করা সুন্নাত সম্মত। কিন্তু এক্ষেত্রেও যথেষ্ট অপব্যয় আর অপচয়ের বাহুল্য লক্ষণীয়। অপরদিকে আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ সাধারণতঃ ধনী লোকেরাই হয়ে থাকে। দরিদ্র লোকেদের উপস্থিতি তেমন কাম্য নয়। অথচ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর হাদীস, যা আবু হুরাইরাহ্‌ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট খাদ্য হচ্ছে অলীমার সেই খাদ্য, যাতে (শুধু) ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয়, আর গরীবদের করা হয় পরিহার" (বুখারী হাঃ ৫১৭৭, মুসলিম হাঃ ১৪৩২, আহমাদ হাঃ ৭২৮৩)।

এমন বাছ-বিচার তো আছেই, পরন্তু বিয়ের অনুষ্ঠান গুলোতে বর্তমান যুগে যে পরিমাণ বেপর্দা আর বেহায়াপনা লক্ষ্য করা যায়, তাতে যদি মেয়েদের অলীমার খাওয়ার স্থান পৃথক করে মহিলা পরিবেশক দ্বারা খানা পরিবেশনের ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে এরূপ বিয়েতে পর্দা করা ফরয। এতে কোন মুসলিম মেয়ে বা মহিলার উপস্থিত হওয়া উচিৎ নয়। এছাড়া বিয়ের অনুষ্ঠানে অনৈসলামিক কোনো কিছু করা হলে সে বিয়েতে দাওয়াত কোনো মুসলিম নর-নারীর গ্রহণ করাই জায়েজ নয়" (বুখারী ৫১৪৭ নং হাদীসের টীকা দ্রষ্টব্য)। অতএব বিষয়টি একান্তই বিচার্য।

পঞ্চম অপকর্ম ঃ বাসর রাত্রির পর দিবস নব বর-বধুকে গোসল দেওয়ার যে প্রথা- যথা নব বধুকে হলুদ মাখানোর কাপড় (যে কাপড় পরিয়ে গায়ে হলুদ মাখানো হয়েছিল) পরিয়ে বাড়ির আঙিনায় বা বহির্বাড়ির অঙিনায় একত্রে (বধুকে সামনে, বরকে

পেছনে) দাঁড় করিয়ে সম্পূর্ণ বেপর্দায় বধুর শ্বশুর-শাশুড়ী, চাচা শ্বশুর, মামা শ্বশুর, ভাসুর, দেওর ইত্যাদি সম্মানীয় আত্মীয় তথা মাহ্‌রিম, গায়র মাহ্‌রিম সকলে একের পর এক তাদের মাথায় পানি ঢালতে থাকে। আর এই সুযোগকে (যাদের মধ্যে হাসি-মস্করার সম্পর্ক রয়েছে) যেমন দেওর-ভাবী। কাজে লাগিয়ে যথেচ্ছ বেলেল্লাপনা ও বেহায়ারপনার সমাবেশ ঘটায়। কে কাকে পানি ছিটাতে পারে, তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। এখানেই শেষ নয়, পানির অভাবে শুরু হয় কাদা ছোঁড়া-ছুঁড়ি। কে কার হাত ধরে, বস্ত্র ধরে টানাটানি ইত্যাদি বেইজ্জতি কাজ করে, তার সীমা পরিসীমা থাকেনা। ভাবুন, ব্যাপারটা কতই না লজ্জার?

উক্ত বর-বধুর এই গোসলটি ছিল ফরয গোসল। ফরয গোসলের যে শর্ত তা এভাবে গোসল দিলে কি পূরণ হয়, তা ছাড়া গোসল তো একান্ত গোপনীয় নিভৃতের কাজ। এহেন প্রকাশ্য জন সমক্ষে উন্মুক্ত স্থানে গোসল দেবার অনুমতি কোথায় আছে? যা অবৈধ শরীআত বহির্ভূত ও বেদলীল, তাই নিয়ে আমরা মেতে আছি। তাছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মিলন যদি ফজরের পূর্বে হয়ে থাকে, তবে ফজর স্বলাতের পূর্বেই গোসল করতে হবে। দিনের বেলায় নয় বা সূর্য উঠার পরে পরেও নয়।

উল্লিখিত বিষয় গুলোই নয়, আরো বিভিন্ন রকম ক্রিয়া-কাণ্ড যুক্ত আছে মুসলিমদের বিবাহে। যথা — ক্ষীর খাওয়ানো, থুবড়া খাওয়ানো, কড়ি খেলা, পাত্রের ভগ্নিপতিকে দিয়ে নব বধুকে গাড়ি থেকে কোলে করে নামানো। আরো আরো অনুরূপ অনেক কিছু। যে সবের শরীআতে কোনোরূপ অনুমতি নেই।

এই হচ্ছে আমাদের মুসলিমদের বর্তমানকালের বিবাহের অবস্থা, যা কিনা সম্পূর্ণ অপসংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ। আমাদের কি উচিৎ নয় এসব অপকর্ম থেকে নিষ্কৃতির পথ খোঁজা? আসুন, উক্ত অপকর্মকাণ্ডগুলোর নিরসনের পথ খুঁজি। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান মনে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আলোচ্য অপসংস্কৃতিগুলোর বিলোপ সাধন সম্ভব তা নিম্নরূপ ঃ—

(১) গোড়ায় গলদ ঃ আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততিদের প্রথমেই আধুনিক শিক্ষার দিকে এগিয়ে দিচ্ছি। যার ফলে তারা সহজেই বিজাতীয় কৃষ্টি-কালচারের শিকার হচ্ছে (যেহেতু এই শিশুরাই যুবক হয়ে এই সব কাজে অগ্রণীয় ভূমিকা পালন করে)। তাই যদি তাদের সর্বাগ্রে দ্বীনী শিক্ষার পরিবেশে রেখে দ্বীনী শিক্ষার সাথে আধুনিক শিক্ষার পাঠ দেওয়া হত, তবে তারা এতটুকু নিশ্চয়ই জানত যে, তাদের জন্য কোন্ কাজ কতখানি করা উচিৎ আর কতখানি অনুচিত। অতএব সন্তানের শিক্ষার বিষয়টি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে।

(২) যুবকদের ভূমিকা ঃ প্রতিটি মহল্লায় অবশ্য অবশ্যই কিছু সৎ ও শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন যুবক থাকে। তারা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হিলফুল ফুযুল' এর মত সংঘ বা ক্লাব গঠন করতে পারে। যাতে তাদের মুখ্য এজেণ্ডা হবে অন্যায়ের প্রতিরোধ, ন্যায় নিষ্ঠার প্রতিষ্ঠা। আর যুব শক্তির একটা আলাদা উদ্দাম, আলাদা গতি আছে। তাদের সেই শক্তির কাছে অপরাজেয় বলে কিছু নেই। অতএব তাদেরকে এ ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণে এগিয়ে আসতে হবে। তারাই সক্ষম হবে তাদের বন্ধু-বান্ধবদের এসব কাজ থেকে বিরত রাখার।

(৩) গৃহকর্তা-কর্ত্রীর কর্তব্য ঃ যাদের পুত্র-কন্যার বিবাহ, তাদের কর্তব্য হল পূর্ব উল্লিখিত ব্যাপারগুলি যেন কোনো ছিদ্র পথেই উক্ত অনুষ্ঠানে অনুপ্রবেশ না করতে পারে তার জন্য সজাগ থাকা। জামাই-এর আবদার, ছোট বড় ছেলে মেয়ের ইচ্ছা, আত্মীয়-অনাত্মীদের উসকানি, কোনো কিছুর কাছেই মাথা নত করা চলবে না।

(৪) ইমামের দায়িত্ব ঃ মহল্লার মসজিদের যিনি ইমাম, তার উপর সমগ্র মহল্লা তথা সমগ্র মুসলিম সমাজ দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে পুরোপুরি নির্ভরশীল। তিনি শুধু স্বলাত পরিচালকই নন। তাঁর দায়িত্বে তাঁর আওতাধীন সমস্ত মুসলিমের ধর্মীয় বিষয়ক করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলি একান্তভাবেই বর্তায়। তিনি সপ্তাহের প্রতিটি জুমআর খুতবায় এক একটি বিষয় নিয়ে কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্ ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত মুসল্লীকে সজাগ করে তুলবেন, যাতে করে এইসব অপকর্ম থেকে সকলে দূরে থাকে।

(৫) গ্রাম সরদারের করণীয় ঃ সরদার বা গ্রাম পরিচালক যিনি, এক্ষেত্রে তাঁরও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। গ্রামের বিচার সালিশ, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা যেমন তাঁর দায়িত্ব, তেমনি ধর্মীয় বিষয় সমূহ তত্ত্বাবধান করাও তাঁর দায়িত্ব। তিনি তাঁর সহযোগীদের নিয়ে ওই সব দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে বুখে দাঁড়াবেন এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন।

(৬) আলেম-উলামাগণের ঈমানী দায়িত্ব ঃ আলেম-

উলামাগণ নাবীগণের ওয়ারিশ' হওয়ার সুবাদে তাদের প্রতি দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগের তথা আমর বিল মা'রূফ, নাহী আনিল মুনকার' এর দায়িত্ব সর্বাধিক। এ দায়িত্ব পালন করা তাদের অপরিহার্য কর্তব্য। এরজন্য যেমন মহা সাফল্যের ওয়াদা রয়েছে তেমনি রয়েছে ভয়ানক শাস্তির ঘোষণা। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীসটি অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য —

من كتم علما الجمه الله بلجام من نار .

অর্থাৎ যিনি তার অধিক জ্ঞান গোপন করবেন, কাল কিয়ামতে আল্লাহ্ তার মুখে আগুনের লাগাম পরাবেন (মুস্তাদারেক হাকীম ১ম খণ্ড ১০২ পৃঃ, সূত্র হাসান)।

অতএব বিষয়টির প্রতি তারা যদি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন, তবে নিশ্চয় সুফল পাওয়া যাবে — ইনশাআল্লাহ্।

(৭) সমাজের সর্বস্তরের ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা ঃ সমাজের সমস্ত লোকেরা যদি উক্ত অপকর্মগুলোকে অপকর্ম বলে জ্ঞান করেন, বোঝেন তবে একযোগে সকলে মিলে এর প্রতিরোধ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে কোনোরূপ দলাদলি না করে এক অভিন্ন ঐক্যমত্য কাজ করলে নিশ্চিয় সুফল পাওয়া যাবে— ইনশাআল্লাহ্।

শেষের কথা ঃ বর্তমান সময়ে আলোচ্য বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি। আশা করি সুধী পাঠকগণ আমার মতের সাথে সহমত পোষণ করবেন। কেননা, এটি এমন একটি বিষয়, যদ্দরুন পূত পবিত্র ইসলাম নামক ধর্ম কলুষ কালিমায় লিপ্ত হচ্ছে। ইসলামের প্রকৃত ভাবধারা, তাহজীব তামাদ্দুন, কৃষ্টি-কালচার আজ ভয়ঙ্কর হুমকির সম্মুখীন। এমন একটি নাজুক মুহূর্তে ইসলাম দরদী সকল ব্যক্তির উচিৎ একযোগে এসবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। বিষয়টিকে কোনো মতেই অবহেলা না করা। আগুন লাগার সূচনা পর্বে নিভানোর চেষ্টা না করলে তা অতি সত্বর আয়ত্বের বাইরে চলে যায়। তখন আর করার কিছুই থাকেনা। আমাদের ঘরে আগুন লেগেই গেছে, আমরা কী এখনও নির্বিকার চিত্তে বসে থাকবো? অতএব আসুন, সম্মিলিত ভাবে সর্বশক্তি দিয়ে তা প্রতিরোধের আপ্রাণ চেষ্টায় নিয়জিত হই। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে সঠিক জ্ঞান দান করুন ও শুদ্ধ আমল করার তাওফীক দিন — আমীন।

বিশৃঙ্খলা বিরাজ কেন?

আব্দুস সামাদ

পাপাচারে করেছো পূর্ণ
তব এই জীবনটারে,
দূষিত ভুবন কম্পে ঘন
তব ওই পাপের ভারে।
খুঁজিছো কি তুমি কারণ তাহার
কেন এই সঙ্কট বেলা?
বলিতেছেন তব সৃষ্টিকর্তা
তব সব পাপের খেলা!
উচ্চাকাঙ্খে শয়তানি লোভে
করিয়াছো পয়মাল,
সোজার ঘাড়ে চাপিয়ে বোঝা
রচিয়াছো ধূম্রজাল।
ভস্মে তুমি ঢালিয়াছো ঘি
জেনেও করেছো ভান,
কিঞ্চনেরে করেছো রক্ষে
ভিখারির পাত্রে দিয়ে টান।
বিনা চর্বনে গিলেছো গোটা
আধকামড়ে দিয়েছো বিসর্জন,
ডাস্টবিনে পচা খাদ্য খুঁটে
দেখনি চেয়ে সে কোন্ জন!
জ্ঞানী কে তুমি আঁধারে রেখে
করনি তাহার মান,
জ্ঞানহীনে রে শিরে উঠিয়ে
করেছো তারে সম্মান।
কীসের স্বার্থে শয়তানের সাথে
গড়িয়াছো নব নব ফিরকা?

যাহার তরে তব আগমন ভবে
সেদিকে ঘোরেনি তব চরকা।
শয়তানকে তুমি চিনোনি আজও
বুঝোনি তার ওই মায়াজাল,
উল্টে স্বয়ং সেজেছো শয়তান
ধরিয়াছো তার কর্মহাল।
একককে তুমি বুঝোনি কখনো
মাননি তার একত্ববাদ,
বিশৃঙ্খলা তাই বিরাজ ভবে
টুটেছে সকল ঐক্য বাঁধ।

বিভেদ কেন

ফরমান সেখ

আমি মুসলিম　　তুমি মুসলিম
এই মোদের পরিচয়।
তবুও কেন　　মোদের মাঝে
ভেদাভেদ সঞ্চয়।।

মোদের মাঝে　　একটি কুরআন
নাবীর হাদীস রক্ষিত।
তাও যে কেন　　লেগে থাকে
মারামারি পক্ষিত।।

সবাই যে এক　　রবেরই উপাসক
এক যে জাতি কয়।
তবুও কেন　　নতুন জনের
নিয়মনীতি সয়।।

আমরা বলি　　সব মুসলিম
এক সহোদর ভাই।
তবুও কেন　　মনের মাঝে
মধুর মিলন নাই।।

জানা-অজানা

সংকলনে - মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান

১। প্রশ্ন ঃ শায়বাহ আব্দুল মুত্তালিব নামে পরিচিত লাভের কারণ কী?

উঃ — হাশেম বিন আবদে সাফফ এক ব্যবসায়িক সফরে শাম যাওয়ার পথে মদীনায় যাত্রা বিরতি করেন এবং বনু আদী বিন নাজ্জার গোত্রে সালমা বিনতে আমরকে বিবাহ করেন। অতঃপর সেখানে অন্তসত্ত্বা স্ত্রীকে রেখে ফিলিস্তীনের গাযায় চলে যান এবং সেখানে মৃত্যুবরণ করেন। এদিকে তার স্ত্রী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। সাদা চুল নিয়ে ভূমিষ্ট হওয়ার কারণে মা তার নাম রাখেন শায়বাহ্। এভাবে তিনি ইয়াসরিবে মায়ের কাছে প্রতিপালিত হন। যৌবনে পদার্পণের কাছাকাছি বয়সে উপনীত হলে তাঁর জন্মের খবর জানতে পেরে চাচা মুত্তালিব বিন আব্দে মানাফ তাঁকে মক্কায় নিয়ে আসেন। লোকেরা তাঁকে মুত্তালিবের ক্রিতদাস মনে করে আব্দুল মুত্তালিব বলেছিল। সেই থেকে তিনি উক্ত নামে পরিচিত হন।

২। প্রশ্ন ঃ আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান সংখ্যা কয়টি ও তাদের নাম কী?

উঃ— ১০টি পুত্র ও ৬টি কন্যা। পুত্রগণের নাম আব্বাস, হামযাহ্, আব্দুল্লাহ্, আবু তালেব, আব্দু মানাফ, যুবায়ের, হারেস, হাজলা, মুক্বউভিম, যেরার ও আবু লাহাব আব্দুল উয্যা। কন্যাগণের হান — সাফিয়া, কায়যা, আতেকাহ্, উমাইমাহ্, আর ওয়া ও বার্‌রাহ্।

৩। প্রশ্ন ঃ স্বপ্নে আদেশপ্রাপ্ত হয়ে যমযম কূপ খননের সময় আব্দুল মুত্তালিবের কোন পুত্র তার সঙ্গে ছিল?

উঃ— হারেস।

৪। প্রশ্ন ঃ কত বছর বয়সে মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর পিতা আব্দুল্লাহ্ মৃত্যু বরণ করেন?

উঃ— মাত্র ২৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন মদীনায় এবং সেখানেই সমাধিস্থ হন।

৫। প্রশ্ন ঃ আবূ তালিবের অপর নাম কী? তাঁর সন্তান সংখ্যা কয়টি?

উঃ— আবু তালিবের অপর নাম আব্দুল মানাফ। তাঁর চার পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রদের নাম — ত্বালিব, আক্বীল, জাফর ও আলী। কন্যার নাম — ওহোনী, জুমানাহ্।

৬। প্রশ্ন ঃ মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর আপন চাচাগণ কোন ধরণের মানুষ ছিলেন?

উঃ— মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর আপন চাচারা তিন ধরণের মানুষ ছিলেন — (ক) যাঁরা তাঁর উপরে ঈমান এনেছিলেন ও তাঁর সাথে জিহাদ করেছিলেন। যেমন হামযাহ ও আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)। (খ) যাঁরা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করেন। যেমন আবূ ত্বালিব। (গ) যারা শুরু থেকে মৃত্যু অবধি শত্রুতা করেন। যেমন আবূ লাহাব। উল্লেখ্য যে, আবূ সুফিয়ান ছিলেন বনু আব্দে শামস গোত্রের, আবূ জাহল ছিলেন বনু শামযুম গোত্রের এবং উমাইয়া বিন সালাফ ছিলেন বনু জুমাহ্ গোত্রের। যদিও সকলেই ছিলেন কুরাইশ বংশের অন্তর্ভুক্ত এবং সকলেই ছিলেন রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সম্পর্কীয় চাচা। আবূ সুফিয়ান ব্যতীত সকলেই তৃতীয় ধরণের মানুষ ছিলেন।

৭। প্রশ্ন ঃ আবূ তালিবের সন্তানরা কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন?

উঃ— আবূ তালিবের ব্যাপারে কিছুই জানা যায় না, তালিব ছাড়া সকলেই সাহাবী ছিলেন এবং দুজন কন্যাই ইসলাম কবুল করেন।

৮। প্রশ্ন ঃ নাবী পরিবার বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?

উঃ— নাবী পরিবার বলতে তাঁর স্ত্রীগণ, আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইনকে বোঝানো হয়েছে (৩৩ঃ৩৩, মুসলিম হাঃ ২৪২৪)। তবে অন্য এক বর্ণনায় আহ্‌লে বায়াত' তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, তাঁর মৃত্যুর পরেও যাদের সাদক্বা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। তাঁরা হলেন আলী, আক্বীল, জাফর ও আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এর বংশধরগণ (মুসলিম হাঃ ২৪০৮)।

৯। প্রশ্ন ঃ আহমাদ' নাম কে রাখেন? এই নামের অর্থ কী? এই নাম কুরআনের কোথায় উল্লেখিত হয়েছে?

উঃ— মা আমীনা তাঁর নাম রাখেন আহমাদ'। এর অর্থ সর্বাধিক প্রশংসিত, পবিত্র কুরআনের সূরা সফ্-এর ছয় নম্বর আয়াতে (৬১ঃ৬)।

১০। প্রশ্ন ঃ মুহাম্মাদ নাম কে রাখেন? তিনি এই নাম রাখার কারণ কি উল্লেখ করেছেন?

উঃ— দাদা আব্দুল মুত্তালিব। তিনি বলেন, আমি চাই যে, আমার বাচ্চা সারা দুনিয়ায় প্রশংসিত হোক।

১১। প্রশ্ন ঃ মুহাম্মাদ শব্দের অর্থ কী? পবিত্র কুরআনে এই নাম কত বার উল্লেখ হয়েছে?

উঃ— মুহাম্মাদ শব্দের অর্থ প্রশংসিত। কুরআনে চারবার উল্লেখিত হয়েছে (৩ঃ১৪৪, ৩৩ঃ৪০, ৪৭ঃ২, ৪৮ঃ২৯)।

১২। কোন সম্প্রদায় তাদের ঐশি গ্রন্থের পরিবর্তন করে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল?

উঃ— নাসারা সম্প্রদায় ইঞ্জীলের পরিবর্তন করে মারিয়াম, ঈসা ও আল্লাহ্‌কে নিয়ে তিন উপাস্যের সম্বন্ধে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী পড়ে পড়েছিল।

সওয়াল জওয়াব

সম্পাদনা পরিষদ

১। প্রশ্ন ঃ জামা' বাইনাস্ স্বলায়াতন অর্থাৎ দু ওয়াক্তের স্বলাত এক ওয়াক্তে পড়ার বিষয়ে জামা' সূরী কিংবা জামা' তাখীরের বিষয়টি বর্তমানে মাযহাবীরা মেনে নিলেও কিন্তু জামা' তাক্বদীমের ব্যাপারে কেউ কেউ বলেন, আহ্লে হাদীসেরা সফরে বের হলে জামা' তাক্বদীম করে থাকেন, যা হাদীস সম্মত নয়। কেননা এর জন্য কুরআন ও সুন্নাহ্তে কোনো দলীল নেই। তাদের কি একথা সঠিক? যদি সঠিক না হয়, তবে দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন। — ডাঃ নাযিমুদ্দীন, কলকাতা।

উত্তর ঃ মাযহাবীদের একথা সঠিক নয়। কারণ, যেমন জামা'সূরী ও জামা' তাখীরের প্রমাণ রয়েছে তেমনি জামা' তাকদীমেরও প্রমাণ আছে। মুআয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাবুকের অভিযানে সূর্য হেলে পড়ার পূর্বে রওয়ানা হলে যুহ্রকে বিলম্বিত করে আসরের সাথে মিলিয়ে উভয়টি একত্রে আদায় করতেন। আর সূর্য ঢলার পর রওয়ানা হলে যুহ্র ও আসর একত্রে আদায়ের পর রওয়ানা হতেন। আর তিনি মাগরিবের পূর্বে রওয়ানা হলে মাগরিবকে বিলম্বিত করে তা এশার সাথে আদায় করতেন এবং মাগরিবের পরে রওয়ানা হলে এশাকে এগিয়ে নিয়ে তা মাগরিবের সাথে আদায় করতেন (আবূ দাউদ ১২২০, আহমাদ ২২০৯৪, ইরওয়াউল গালীল ৫৭৮, সহীহ্ আবূ দাউদ ১১০৬)।

২। প্রশ্ন ঃ আরবী ভাষায় কথা বললে কি প্রত্যেক হরফে ১০ করে নেকী পাওয়া যাবে? দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন। — যায়েদ সিদ্দীকী, হুগলী।

উত্তর ঃ আরবী ভাষায় কথা বললে কোনো নেকী পাওয়া যায় না। কারণ অন্যান্য ভাষার ন্যায় আরবীও একটি ভাষা। তাই এর পৃথক কোনো মর্যাদা নেই। কেবলমাত্র পবিত্র কুরআন পড়লেই বর্ণে বর্ণে নেকী পাওয়া যাবে। এটা কুরআনের বিশেষ মর্যাদা, আরবী ভাষার নয়। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পড়বে, সে তার বিনিময়ে ১০টি নেকী পাবে। আমি বলছি না যে, আলিফ-লাম-মীম' একটি হরফ বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ (তিরমিযী ২৯১০, মুস্তাদরাক ২০৪০)।

উল্লেখ্য যে, আরবী ভাষার মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো যয়ীফ (সিলসিলাহ্ যঈফা ১৬০-১৬১, যঈফুল জামে ১৭৩)।

৩। প্রশ্ন ঃ শ্রমিককে পারিশ্রমিক দিতে হবে তার গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই" মর্মে বর্ণিত হাদীসটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন। — বেনামে, কাঁকুড়িয়া, উমরপুর

উত্তর ঃ হাদীসটি সহীহ্ (ইরওয়াউল গালীল ঃ ১৪৯৮, শার্হু মুশকি লিল আসার ৩০১৪, ইবনু মাজাহ্ ২৪৪৩)।

৪। প্রশ্ন ঃ সাজদাহ্র অবস্থায় দুই পায়ের গোঁড়ালি মিলিয়ে রাখতে হবে নাকি দাঁড়ানোর অবস্থায় যেভাবে ছিল সেভাবেই রাখতে হবে। মূল হাদীসসহ জানিয়ে বাধিত করবেন। — সুলতান, ধলা মাসজিদের ইমাম, সূতী।

উত্তর ঃ সাজদাহ্র অবস্থায় দুই পায়ের গোঁড়ালি একত্রে মিলিয়ে রাখতে হবে।

قالت عائشة زوج النبى ﷺ : فقدت رسول الله ﷺ و كان معى على فراشى فوجدته ساجدا رَاصًّا عقبيه مستقبلا بأطراف اصابعه القبلة فسمعته يقول : أعوذ برضاك من سخطك و بعفوك من عقوبتك وبك منك أثنى عليك لا أبلغ كل ما فيك فلما انصرف قال : يا عائشة اخذك شيطانك ؟ فقلت أَمَا لك شيطان ؟ قال : ما من ادمّى الا له شيطان فقلت : و اياك يا رسول اللّٰه ؟ قال : و اياى لكنّى اعاننى اللّٰه عليه فاسلم.

অর্থ ঃ নাবীপত্নী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আমার বিছানায় আমার

সাথে ছিলেন। আমি তাঁকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অতঃপর তাঁকে তাঁর পায়ের আঙ্গুলগুলি কিবলামুখী গোড়ালীদ্বয় সম্মিলিত অবস্থায় সাজদারত পেলাম। তাঁকে বলতে শুনলাম, "(হে আল্লাহ্) আমি তোমার ক্রোধ থেকে মুক্ত হয়ে সম্মতি চাইছি, তোমার শাস্তি থেকে মুক্ত হয়ে ক্ষমা চাইছি। তোমার সকল প্রশংসা করার ক্ষমতা রাখিনা তবুও তোমার নামে তোমার প্রশংসা করছি।" তিনি যখন সালাম ফিরালেন, বললেন, হে আয়েশাহ্! তোমাকে তোমার শয়তানে ধরেছে না? আমি (আয়েশা) বললাম, আপনার কি শয়তান নাই? রসূলুল্লাহ্ বললেন, প্রত্যেক মানুষের শয়তান আছে। আমি বললাম, আপনারও , হে আল্লাহ্র রসূল? তিনি বললেন, আমারও আছে, কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে তার উপর সাহায্য করেন ফলে আমি তার থেকে সুরক্ষিত থাকি (মুস্তাদরাক ৮৩২, সহীহ্ ইবনু হিব্বান ১৯৩৩, সহীহ্ ইবনু খুযাইমাহ্ ৬৫৪, বাইহাকীর কুবরা ২৭১৯)।

৫। প্রশ্ন ঃ স্বলাত চলাকালীন কেউ সালাম দিলে তার জবাব দেওয়া যাবে কি? একজন বলেছেন, আঙ্গুলের ইশারায় জবাব দিবে, আর কেউ কেউ বলেছেন স্বলাতরত অবস্থায় কোনোভাবেই সালামের জবাব দেওয়া যাবে না। কোন্টা সঠিক জানিয়ে বাধিত করবেন। — রফিকুল ইসলাম, ফারাক্কা, আসমাউল, সামশেরগঞ্জ।

উত্তর ঃ স্বলাত চলাকালীন মুসল্লী আঙ্গুলের ইশারায় জবাবও দিতে পারে (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১/৭/৩১-৩২, মুসলিম ৫৪০, শার্হেনাঅবী সহ)। সুহাইব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি তখন স্বলাত আদায় করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি ইশরায় আমার সালামের জবাব দিলেন। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি এটাই জানি যে, সুহাইব বলেছেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করেছেন (আবূ দাউদ ৯২৫, নাসাঈ ১১৮৬)।

৬। প্রশ্ন ঃ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, দাজ্জালের একটি দিন তোমাদের এক বছরের দিনের সমান হবে' এটার তাৎপর্য কী? এবং দাজ্জাল কত প্রকার ও কী কী? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।— আলমগীর সরদার, দহারকান্দা, উঃ ২৪ পরগণা।

উত্তর ঃ দাজ্জাল তিন প্রকার (ক) আলমাসীহুদ্ দাজ্জাল (খ) মিথ্যুক নাবী দাজ্জাল (গ) হাদীস জালকারী দাজ্জাল।

(ক) আল মাসিহুদ দাজ্জাল ঃ এর দু চোখই ত্রুটি যুক্ত হবে। সুতরাং তার ডান চোখ কানা হবে যেন তা আঙ্গুরের মত ফোলা (বুখারী ৩৪৩৯, ৭৪০৭, মুসলিম ১৬৯)। আর বাম চোখ হবে লেপা, যা বাইরের দিকে ফোলাও নয়, আবার ভিতরের দিকে ঢুকাও নয় (মুসলিম ২৯৩৪, আবূ দাউদ ৪৩২০, আহমাদ ২৩৪৩৯)। সে হবে মোটা লালবর্ণের এবং তার কোঁকড়ানো চুল থাকবে (বুখারী ৭০২৬, মুসলিম ১৭১)। তার দুই চোখের মাঝখানে কাফের শব্দটি লিপিবদ্ধ থাকবে (বুখারী ৭১৩১, মুসলিম ২৯৩৩)। যা প্রত্যেক মুসলিম পড়তে পারবে (মুসলিম ২৯৩৪, আবূ দাউদ ৪৩১৮, আহমাদ ৩২০৬)। বাইতুল মাকদিসের নিকট লুদ্দ' নামক স্থানে ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) তাকে হত্যা করবেন (মুসলিম ২৯৩৭, তিরমিযী২২৪৪)। এই দাজ্জালের একটি দিন প্রকৃত অর্থেই আমাদের এক বছরের সমপরিমাণ হবে। নাওওয়াস বিন সামআন বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, দাজ্জাল পৃথিবীর বুকে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে — একটি দিন হবে এক বছরের সমান, একটি দিন এক মাসের সমান, একটি দিন এক জুমুআর (সপ্তাহের) সমান এবং তার বাকি দিনগুলি তোমাদের দিনের সমান। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল! যখন একটি দিন এক বছরের সমান হবে তখন কি আমাদের জন্য একদিনের স্বলাত যথেষ্ট হবে? নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, না, বরং হিসাব করে স্বলাত আদায় করবে (মুসলিম ২৯৩৭, আবূ দাউদ ৪৩২১, আহমাদ ১৭৬২৯)।

(খ) মিথ্যুক নাবী দাজ্জাল ঃ আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত,জ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, কিয়ামত কায়িম হবে না যে পর্যন্ত দুটি দলের মধ্যে যুদ্ধ না হবে, তাদের মধ্যে হবে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, তাদের দাবী হবে এক। কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত প্রায় ৩০ জন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব না হবে, তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহ্র রসূল বলে দাবী করবে (বুখারী ৩৬০৯, মুসলিম ১৫৭)।

(গ) হাদীস জালকারী দাজ্জাল ঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন,

শেষ যুগে মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব হবে, তারা তোমাদের কাছে এমনসব হাদীস বর্ণনা করবে যা তোমরা শুনোনি এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও শুনেনি। তাদের ব্যাপারে তোমরা সতর্ক থাকবে, যাতে তারা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে না পারে এবং ফিত্‌নায় ফেলতে না পারে (মুসলিম ৭, সহীহুল জামি ৮১৫১)।

৭। প্রশ্ন ঃ কোনো মজলিসে উপস্থিত হলে সালাম দিতে হয়, কিন্তু মজলিস থেকে যাওয়ার সময়ও কি সালাম দিতে হবে? —সেরাজুল ইসলাম, নিউ বঙ্গাইগাঁও, আসাম।

উত্তর ঃ উভয় অবস্থাতেই সালাম দিতে হবে। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, তোমাদের কেউ যখন মজলিসে যাবে তখন সে যেন সালাম দেয় এবং সেখান থেকে প্রস্থান করলেও যেন সালাম দেয়। কারণ প্রথম সালাম শেষ সালামের চেয়ে বেশি হকদার নয় (আবূ দাউদ ৫২০৮, আহমাদ ৯৬৬৪)।

৮। প্রশ্ন ঃ জুমুআর স্বলাতের আগে কত রাকাআত সুন্নাতে মুআক্কাদা আছে? কেননা কেউ বলছেন দু' রাকাআত, আবার কেউ বলছেন চার রাকাআত। সঠিক কোন্‌টা জানিয়ে বাধিত করবেন। — আব্দুন্ নূর, বীরভূম।

উত্তর ঃ জুমুআর স্বলাতের আগে সুন্নাতে মুআক্কাদা নেই। তবে মসজিদে উপস্থিত হয়ে খুৎবার আগে পর্যন্ত দু-দু রাকাআত করে নফল হিসাবে যত ইচ্ছা পড়া যায় (ফাতাওয়া নূর উসাইমীন ৮/২, ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১/৮/২৬০)। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি গোসল করল, অতঃপর জুমুআর জন্য এলো, তারপর স্বলাত আদায় করলো যা তার ভাগ্যে নিহিত ছিল। অতঃপর ইমামের খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত নীরব থাকলো। তারপর ইমামের সাথে স্বলাত আদায় করলো, তার দুই জুমুআ মধ্যকার দিনসমূহের এবং আরো তিন দিনের (ছোট গুনাহ) মাফ করে দেওয়া হয় (মুসলিম ৮৫৭, সহীহ্ ইবনু হিব্বান ২৭৮০)।

৯। প্রশ্ন ঃ আমরা শুনেছি সন্তান প্রসব করতে গিয়ে যে নারী মারা যায় সে শহীদ। তাহলে কি তাকে গোসল দিতে হবে না? শহীদ কত প্রকার ও কী কী? — জাহানারা, মুরারই, বীরভূম।

উত্তর ঃ শহীদ হল ৮ প্রকার। প্রকৃত শহীদ হল তারাই যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হয়। এদের গোসল দিতে হয় না; বরং তাদেরকে তাদের পরিহিত কাপড়েই রক্তমাখা অবস্থায় দাফন করতে হয় (বুখারী ১৩৪৩, আবূ দাউদ ৩১৩৮)। এতদ্ব্যতীত ৭ শ্রেণির মানুষ শহীদের মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত হবে। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ্‌র পথে যোদ্ধা শহীদ ব্যতীত ৭ শ্রেণির মানুষ শহীদ বলে গণ্য হবে — (ক) মহামারীতে মৃত, (খ) পানিতে ডুবে মৃত, (গ) পাঁজরে ঘা হয়ে ব্যাথার কারণে মৃত, (ঘ) পেটের পীড়ায় মৃত, (ঙ) আগুনে পুড়ে মৃত, (ছ) ধ্বংস স্তূপে চাপা পড়ে মৃত এবং (জ) সন্তান প্রসবকালীন মৃত (আবূ দাউদ ৩১১১, নাসাঈ ১৮৪৬, আহমাদ ২৩৭৫৩, সহীহ্ ইবনু হিব্বান ৩১৯০)।

এদের গোসল দিতে হবে, কাফন পরাতে হবে এবং জানাযার স্বলাতও আদায় করতে হবে।

১০। প্রশ্ন ঃ মৃত্যুকেও কি মরণের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে? — মীযানুর রহমান, হুগলী।

উত্তর ঃ হ্যাঁ। মৃত্যুকেও মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আব্দুল্লাহ্ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সল্লাম) বলেন, যখন জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন মৃত্যুকে নিয়ে এসে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে দাঁড় করানো হবে। তারপর তাকে যবেহ করে দেওয়া হবে। অতঃপর একজন ঘোষক ঘোষণা করবে ঃ হে জান্নাতবাসীগণ! (এখানে তোমাদের) মৃত্যু নেই, হে জাহান্নামীগণ! (এখানে তোমাদের) মৃত্যু নেই। এতে জান্নাতীদের আনন্দের সাথে আরো আনন্দ বেড়ে যাবে এবং জাহান্নামীদের শোকের সাথে আরো শোক বেড়ে যাবে (বুখারী ৬৫৪৮, মুসলিম ২৮৫০)।

১১। প্রশ্ন ঃ কেউ কেউ বলে জাহান্নামীদের দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের সমান। তাদের একথা কি সত্য? — মাসীহুর রহমান, ব্যাঙ্গালোর।

উত্তর ঃ জাহান্নামীদের দাঁত উহুদ পাহাড় সমান হবে একথা সত্য। আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, কাফিরের দাঁত উহুদ পাহাড়ের ন্যায়

বড় হবে এবং তাদের চামড়া তিন দিনের দূরত্ব পরিমাণ মোটা হবে (মুসলিম ২৮৫১, তিরমিযী ২৫৭৯)।

১২। প্রশ্ন ঃ উইন চ্যানেলে শুনলাম, শিয়া আলেমের এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, আযানে আস্‌স্বলাতু খাইরুম্ মিনান নাওম' বলার কোনো প্রমাণ নেই। তার ফাতাওয়ার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন। — কাজী রকি, বালিঘাটা, কাজীপাড়া।

উত্তর ঃ এ ফাতাওয়া সঠিক নয়। কেননা, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আবূ মাহ্‌যূরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে ফজরের আযানে আস্‌স্বলাতু খাইরুম্ মিনান্ নাওম' বলার নির্দেশ দিয়েছিলেন (সহীহ্ ইবনু খুযাইমাহ্ ৩৮৫, নাসাঈ ৬৩৩)।

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ফজরের আযানে সুন্নাত হল ফজরের আযানে হাইয়া আলাল ফালাহ্' বলার পরে আস্ স্বলাতু খাইরুম্ মিনান্ নাওম', আস্ স্বলাতু খাইরুম্ মিনান্ নাওম' বলা (বাইহাকীর কুবরা ১৯৮৪, দারাকুতনী ৯৪৪)।

১৩। প্রশ্ন ঃ অনেক বক্তাকে বলতে শোনা যায় ঃ একজন সাহাবী জাহিলিয়াতের যুগে অনেক কন্যা সন্তানকে হত্যা করেছিলেন। ইসলাম কবুলের পরে একদিন তিনি নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার অনেক মেয়ে ছিল। তাদের প্রত্যেককেই হত্যা করেছি। একদিনের ঘটনা আমার একটি খুবই সুন্দর মেয়ে ছিল। তাকে আমি চরম ভালোবাসতাম। কিন্তু লোক লজ্জার ভয়ে সাবালিকা হওয়ার পূর্বেই তাকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে ফাঁকা জায়গায় তাকে নিয়ে গেলাম। অতঃপর একটি গর্ত করলাম। মেয়ে আমাকে বারবার জিজ্ঞাসা করছিল, আব্বু এটা কী করছেন?' এ সময় আমার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল, কিন্তু লোক লজ্জার ভয়ে তাকে গর্তে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে দিলাম। এখন আমার করণীয় কী? নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, প্রত্যেকটি হত্যার বিনিময়ে একটি করে গোলাম আযাদ কর। এ ঘটনার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন। — ডাঃ নূহ, দেবীদাসপুর, সামশেরগঞ্জ।

উত্তর ঃ ঘটনাটি এভাবে নেই। এমনকী এর চেয়ে বাড়িয়ে চড়িয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়, যা সঠিক নয়। আসল ঘটনাটি হল — কায়স বিন আসিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)! জাহিলিয়াতের যুগে আমি আমার আটটি কন্যা সন্তাকে জীবিত প্রোথিত করেছি (এখন কী করব)? রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, তুমি প্রত্যেকটি কন্যার বিনিময়ে একটি করে গোলাম আযাদ কর। তখন কায়েস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন ঃ আমি তো উটের মালিক। তিনি বলেন, তাহলে চাইলে তুমি প্রত্যেকের বিনিময়ে একটি করে উট কুরবানী কর (ত্বাবারানী কাবীর ৮৬৩, বাইহাকীর কুবরা ১৬৪২৪, বায্‌যার ২৩৮)।

১৪। প্রশ্ন ঃ একজন হানাফী আলেম বলেন, ইবনু আব্বাসের সূত্রে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) রমাযানে ২০ রাকাআত তারাবীহ্ ও বিতর পড়েছেন' ইবনু আবী শাইবাহ, ত্বাবারানী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে এ হাদীস রয়েছে। এ হাদীস সহীহ্ সূত্রে প্রমাণিত। আমার প্রশ্ন হল হাদীসটি কি সহীহ্? — আবু যার, নদীয়া।

উত্তর ঃ হাদীসটি অত্যন্ত যঈফ সহীহ্ হাদীসের পরিপন্থী। ইমাম ত্বাবারানী বলেছেন, এ হাদীসটি হাকাম' থেকে আবূ শাইবা ইব্রাহীম বিন উসমান' ছাড়া কেউ বর্ণনা করেনি (ত্বাবারানী আওসাত ৭৯৮)। ইমাম তিরমিযী আবূ শাইবা' কে মুনকারুল হাদীস বলেছেন (তিরমিযী ১০২৬ নং হাদীসের আলোচনা দ্রষ্টব্য)। ইমাম সালেহ বাগদাদী বলেন, সে এমন যঈফ যে, তার হাদীসই লিখা যাবে না। সে হাকাম থেকে মুনাকর হাদীস বর্ণনা করে (তাহযীবুল কামাল ২/১৪৯)। ইমাম ইবনু হুমাম বলেন, আবূ শাইবা যঈফ, তার এ হাদীসটি সহীহ্ হাদীসের পরিপন্থী হওয়ার সাথে তার যঈফ হওয়ার বিষয়ে সকলেই ঐক্যমত পোষণ করেছেন (ফাৎহুল কাদীদ ১/৪৬৭)। এতদ্ব্যতীত ইমামগণ তাকে মাতরূকুল হাদীস, মুনকারুল হাদীস এব যঈফ জিদ্দা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সংগঠন সংবাদ

(১)

বিগত ৮.১২.১৭ তারিখ রোজ রবিবার উমরপুর হাটতলা জামে মসজিদের দোতলায় জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস, মুর্শিদাবাদের পক্ষ হতে একটি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জেলা আমীর আব্দুল্লাহ্ সালাফী সাহেব তাঁর দারসে কুরআনে সূরাহ্ ইউসুফের ১০২ থেকে ১০৮ আয়াত পর্যন্ত আয়াতগুলোর ভাবার্থ ও মর্মার্থ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, দাওয়াতী কাজে যাঁরাই অংশ গ্রহণ করেন তাঁরাই বিভিন্ন বিপদের সম্মুখীন হয়ে থাকেন। যেমন নাবীগণ দাওয়াতী কাজে সক্রিয়তা প্রদর্শনে তাদের বিপদে আক্রান্ত হওয়া সর্বজন বিদিত। ইউসুফ (আলাইহিস সাল্লাম)ও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। আর এই দাওয়াতী কাজে কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করা নাবী রসূলদের আদর্শ নয়। তাঁদের কথা ছিল যে, ''এর জন্য তোমাদের নিকট কোনো প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের নিকটেই আছে।'' তবে হ্যাঁ, যাদের একমাত্র দাওয়াত প্রদান করাই কাজ তাদের জন্য মজুরীর ভিত্তিতে নয় বরং তাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতার কথা চিন্তা করে তাদের সম্বন্ধে কোনো সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করা যেতেই পারে। তবে শর্ত হল দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালিত হবে ইখলাস সহকারে। তাই আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করি আল্লাহ্ যেন আমাদের ইখলাস সহকারে দাওয়াতী অনুষ্ঠানে সক্রিয়তা প্রদর্শনের তাওফীক দান করেন।

সভার আলোচ্য সূচী অনুযায়ী অনাদায়ী ব্লকগুলোর পক্ষ হতে বিগত ২০১৬ সালের প্রতিশ্রুত ৫ হাজার টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত হয়।

জেলা জমঈয়তের শূরা কমিটির সমস্ত সদস্যদের গৃহিণীদের নিয়ে যে অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা হয়েছিল সেই অনুষ্ঠান সরল পথ অ্যাকাডেমি (বয়েজ)-এ ১ম পার্বিক পরীক্ষার পর অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আর বিশেষ কোনো আলোচনা না থাকায় আমীর সাহেবের দুআ পাঠের মধ্য দিয়ে সভার কাজের পরিসমাপ্তি ঘটে ।ইতি —

সম্পাদক

জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস, মুর্শিদাবাদ

(২)

মুসলিম পার্সোনাল 'ল ও ইউনিফর্ম সিভিল কোড, শিরোনামে, ধর্মীয় কনভেনশন

বিগত ২৫.১২.২০১৬ রোজ রবিবার মালদহ জেলা জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীসের পরিচালনায় মালদা জেলার সামসীতে একটি কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। কনভেনশন আরম্ভ হয় সকাল ৯.৩০ হতে। সকাল থেকেই জেলার বিভিন্ন প্রান্ত হতে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ উপস্থিত হন। উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক , আই.বি., ডি.আই.বি. গণ। সূরাহ্ নিসার ৩৪-৩৫ নং আয়াতের তিলাওয়াত ও দারসের মাধ্যমে সভা শুরু হয়।

দারস দান করেন শাইখ মুজাম্মিল হক সাহেব। তিনি পুরুষদের কর্তৃত্ব ও দায়িত্বহীনতার কারণ এবং স্ত্রী অবাধ্য হলে স্বামীর করণীয় কী ? তা তিনি আয়াত দুটির ভাবার্থ ও ব্যাখ্যা হাদীস দ্বারা প্রকাশ করেন। যুক্তি সহকারে শরীয়ত বিরোধীদের জবাব দেন। কনভেনশনের লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে চিত্তাকর্ষক বক্তব্য পেশ করেন মাষ্টার আইনুল হক হক্কানী সাহেব। মালদহ জেলা জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীসের সভাপতি শাইখ জিল্লুর রহমান মাদানী সাহেব মীরাসে নারীর অধিকার' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন। তিনি কুরআন, হাদীস ও প্রাক ইসলামের এবং বর্তমান সময়ের ঐতিহাসিক আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, ইসলামে উত্তরাধিকারের মাধ্যমে নারীর যে অধিকার রয়েছে, সেটা বিজ্ঞান সম্মত। সুতরাং মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত এই বিধানের উপর হস্তক্ষেপ করা যাবে না। ইসলামে তালাকের বিধান ও মুসলিম পার্সোনাল 'ল বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন শাইখ আঃ সালাম মাদানী সাহেব। তিনি বিভিন্ন ধর্মের তালাক প্রথা ও ইসলামের তালাক পদ্ধতি তুলনামুলক আলোচনায় প্রকাশ করেন যে ইসলাম তালাকের মাধ্যমে নারীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা হয়েছে। তিনি মুসলিম পার্সোনাল 'ল প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিন তালাক ও হালালা প্রথার ব্যাখ্যা করে বলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর হাদীস অনুযায়ী হালালাকারী ও যার জন্য হালালা করা হয় তারা উভয়েই অভিশপ্ত। তিনি আরও বলেন — এই হালালা ব্যভিচারের নামান্তর। জেলা সম্পাদক শাইখ মুখতার হুসাইন রাহীমী সাহেব প্রাক্ ইসলাম ও ইসলামী বিবাহ বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন। তিনি জাহেলিয়াতের বিবাহ্ পদ্ধতিগুলির সাথে আজকের প্রচলিত বিবাহ অপসংস্কৃতির কবলে পড়ে অনেকটাই মিলে গেছে বলে প্রমাণ

করেন। যা ইসলামের দৃষ্টিতে ঘৃণিত। ইসলামী বিবাহ পদ্ধতিই একমাত্র আদর্শ পরিবার গঠনের সহায়ক। তিনি বলেন, পণ প্রথা সম্পূর্ণ ভাবে বিলোপ না হলে সুস্থ পরিবার গঠন সম্ভব নয়। কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেন যে, দাম্পত্য জীবন যদি ইসলামের নীতির উপর গড়া হয়, তাহলে পরিবার, সমাজ ও দেশ সুস্থ এবং শান্তির পরিবেশ পাবে, যারা সঠিক ইসলাম না বুঝে ইউনিফর্ম সিভিল কোড চালু করতে যাচ্ছে এবং যারা ইসলামের নামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে তাদের তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানান। বাদ আসর জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস পশ্চিমবাংলার রাজ্য সভাপতি শাইখ সাঈদুর রহমান মাদানী 'মুসলিম পার্সোনাল ল' কী ও কেন? এবং আমাদের করণীয়, বিষয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠে মনোমুগ্ধকর বক্তব্য পেশ করেন। তিনি 'মুসলিম পার্সোনাল ল' এর প্রেক্ষাপট, নামকরণ ও তাৎপর্য, স্বরূপ, উপাদান এবং 'মুসলিম পার্সোনাল ল' ও মুসলিম মিল্লাত বিষয়গুলির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন। আমাদের করণীয় সম্ভাব্য কতিপয় সমাধানের পথ উল্লেখ করে বলেন —

(ক) তথাকথিত 'মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডকে 'হানাফী পার্সোনাল ল' বোর্ড হওয়া থেকে মুক্ত করতঃ আল্ কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্-এর ভিত্তিতে পুনর্গঠন করার দাবী তোলা এবং বিদগ্ধ মুসলিম বুদ্ধিজীবিদের আলোচনার ভিত্তিতে সুষ্ঠু পথ ও পরিবেশ তৈরি করা উচিৎ।

(খ) 'মুসলিম পার্সোলান ল' বোর্ডে আহ্‌লে হাদীস সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির দাবি তুলে ধরতে হবে।

(গ) 'মুসলিম পার্সোনাল ল' যেহেতু একটি মাইনরটি আই.সি. অধিকারের বোর্ড, সেহেতু তাকে শুধুমাত্র দিল্লিতে সীমিত না রেখে মানবিক স্তরের মর্যাদাপূর্ণ বোর্ডরূপে তুলে ধরার আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। রাজ্য, জেলা ও ব্লক স্তরে এর শাখা কায়িম করা প্রয়োজন।

(ঘ) 'মুসলিম পার্সোনাল ল' এ সরকার বাহাদুরের তরফে যেকোনো প্রকারের হস্তক্ষেপ এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে।

পূর্বের সূচী মুতাবিক ৪.২০ মিনিটে দুআ পাঠের মাধ্যমে কনভেনশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সংবাদ দাতা
আবুল হায়াত

(৩)

বেলডাঙ্গা ব্লক জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস, মুর্শিদাবাদ

বেলডাঙ্গা ব্লক কর্মীসভা

স্থান ঃ সরল পথ গার্লস অ্যাকাডেমি, বেলডাঙ্গা

তারিখ ঃ ২৭শে জানুয়ারী ২০১৭

সময় ঃ আসর হতে রাত্রি ৮.৩০

বেলডাঙ্গা ব্লক জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীসের পরিচালনায় উক্ত তারিখ ও স্থানে এক দাওয়াতী কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় বেলডাঙ্গা ব্লকের অন্তর্গত সকল মোকামী জমঈয়তের কর্মীদের আহ্বান জানানো হয়। দুই শতাধিক জমঈয়ত কর্মী অংশ গ্রহণ করেন। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীসের আমীর আব্দুল্লাহ্ সালাফী ও সহ আমীর নাজমে আলাম সানাবিলী এবং সরল পথ পত্রিকার সম্পাদক তাজাম্মুল হক সালাফী। নাজমে আলাম সানাবিলী দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিষয়ে আলোকপাত করেন। দাওয়াতের পদ্ধতি ও দাঈর গুণাগুণ বিষয়ে আলোচনা করেন আমীর আব্দুল্লাহ্ সালাফী। তাজাম্মুল হক সালাফী স্বলাতের সময়ের গুরুত্ব, সময় নির্ধারণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি স্বলাতের সময় বিষয়ক এক চিরস্থায়ী সারণী পুস্তিকা রচনা করেন। এ পুস্তিকা রচনার কারণ ও উৎস বিষয়েও সবিস্তার আলোচনা করেন।

এ সভায় বেলডাঙ্গার জন্য বেলডাঙ্গা ব্লক জমঈয়তের আহ্‌লে হাদীস কর্তৃক ছাপানো ক্যালেণ্ডাররূপী সময় সারণী বিতরণ করা হয়।

প্রকাশ থাকে যে, এ সময় নির্ধারণের উৎস হল www.islamicfinder.com. এ সাইটের সময় চিরস্থায়ী সময় সারণী নির্ণায়ক মাওলানা আবূ উবাইদা আব্দুল মুঈদ বানারসীর সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বেলডাঙ্গা ব্লক জমঈয়ত কর্তৃপক্ষ

বহরমপুর কেন্দ্রিক স্থায়ী সময় সারণী (১৬ই ফেব্রু-১৫ই মার্চ)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যুহুর	আসর	মাগরিব	ইশা
১৬ ফেব্রুঃ	৪:৫৪	৬:১০	১১:৫২	৩:০৭	৫:৩৩	৬:৪৯
১৭	৪:৫৩	৬:০৯	১১:৫১	৩:০৮	৫:৩৩	৬:৫০
১৮	৪:৫৩	৬:০৮	১১:৫১	৩:০৮	৫:৩৪	৬:৫০
১৯	৪:৫২	৬:০৮	১১:৫১	৩:০৮	৫:৩৪	৬:৫১
২০	৪:৫১	৬:০৭	১১:৫১	৩:০৮	৫:৩৫	৬:৫১
২১	৪:৫১	৬:০৬	১১:৫১	৩:০৯	৫:৩৫	৬:৫২
২২	৪:৫০	৬:০৫	১১:৫১	৩:০৯	৫:৩৬	৬:৫২
২৩	৪:৪৯	৬:০৫	১১:৫১	৩:০৯	৫:৩৭	৬:৫৩
২৪	৪:৪৮	৬:০৪	১১:৫১	৩:১০	৫:৩৭	৬:৫৩
২৫	৪:৪৮	৬:০৩	১১:৫১	৩:১০	৫:৩৮	৬:৫৪
২৬	৪:৪৭	৬:০২	১১:৫০	৩:১০	৫:৩৮	৬:৫৪
২৭	৪:৪৬	৬:০১	১১:৫০	৩:১০	৫:৩৯	৬:৫৪
২৮	৪:৪৫	৬:০০	১১:৫০	৩:১০	৫:৩৯	৬:৫৫
১লা মার্চ	৪:৪৪	৫:৫৯	১১:৫০	৩:১১	৫:৪০	৬:৫৬
২	৪:৪৩	৫:৫৮	১১:৫০	৩:১১	৫:৪১	৬:৫৬
৩	৪:৪২	৫:৫৭	১১:৪৯	৩:১১	৫:৪১	৬:৫৭
৪	৪:৪১	৫:৫৬	১১:৪৯	৩:১১	৫:৪২	৬:৫৭
৫	৪:৪০	৫:৫৫	১১:৪৯	৩:১১	৫:৪২	৬:৫৮
৬	৪:৩৯	৫:৫৪	১১:৪৯	৩:১১	৫:৪৩	৬:৫৮
৭	৪:৩৮	৫:৫৩	১১:৪৮	৩:১১	৫:৪৩	৬:৫৯
৮	৪:৩৭	৫:৫২	১১:৪৮	৩:১১	৫:৪৩	৬:৫৯
৯	৪:৩৬	৫:৫১	১১:৪৮	৩:১১	৫:৪৪	৬:৫৯
১০	৪:৩৫	৫:৫০	১১:৪৮	৩:১১	৫:৪৪	৭:০০
১১	৪:৩৪	৫:৪৯	১১:৪৭	৩:১১	৫:৪৫	৭:০০
১২	৪:৩৩	৫:৪৮	১১:৪৭	৩:১১	৫:৪৫	৭:০১
১৩	৪:৩২	৫:৪৭	১১:৪৭	৩:১১	৫:৪৬	৭:০১
১৪	৪:৩১	৫:৪৬	১১:৪৭	৩:১১	৫:৪৬	৭:০২
১৫	৪:৩০	৫:৪৫	১১:৪৬	৩:১১	৫:৪৭	৭:০২

মাসিক "সরল পথ" ৫ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা • জুমাদাল উলা - ১৪৩৮ • ফেব্রুয়ারী - ২০১৭
Reg. No. NRI No. WB BEN/2012/45211 Posting Registration : WB/MSD-056/2016-18

মূল্য - ১৫/- টাকা মাত্র Printed by : K P Press , Habibur Rahman - 9749307353